

হে জনক জননী !

দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাস্নান করে,

পঞ্চবটির মাটি কপালে লেপে,

মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি !

ধর, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—

"স্বামী বিবেকানন্দ"

তোমাদের স্নেহের

বেনু

ভূমিকা



এই নাটকের নাম ভূমিকায় যিনি, তাঁরই অদৃশ্য হস্তে ধরিয়ে দেওয়া লেখনি দিয়ে এই নাটক রচনা করেছিলাম আমি।

তাঁর আদর্শ "কর্মের মধ্য দিয়ে ধর্ম—শিবজ্ঞানে প্রতিটি জীবের সেবা—দেশের একটি কুকুরও যতদিন উপবাসী থাকবে, তাকে আহার্য যোগানই বড় ধর্ম।"

মন্দিরে শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়ে মহা আড়ম্বরে পূজা—তাঁর মতে সে পূজা—পূজা নয়। ছিন্ন বেশে, রুক্ষ কেশে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে যারা—তাদের পূজাই দেবতার শ্রেষ্ঠ পূজা। আজ ভারতের মহাবিপ্লব ক্ষণে দুটি অন্নের জন্য কুমারীর কৌমার্য, জননীর বুকের সন্তান, নারীর সতীত্ব বিকিয়ে যাচ্ছে ধনীর লোলুপ গ্রাসে। এই দুর্যোগ মুহূর্তে আজ যে বিশ্বের বুকে তাঁর বড় প্রয়োজন। আমরা দুই বাহু উর্দ্ধে তুলে সমস্বরে আহ্বান করি—"স্বামিজী; তুমি এসো, তুমি এসো, তুমি এসো।"

এই নাটক রচনায় আমায় সাহায্য করেছেন, বর্ধমান দামোদর প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী শ্রীদুর্গেশ তা এবং প্রকাশ কার্যে কলিকাতার নাট্যলোক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীনির্মল শীল। উভয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ—নতশির!

ইতি—

গ্রন্থকার

পরিচিতি

—পুরুষ—

রামকৃষ্ণ	...	...	দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর।
নরেন	...	...	ঐ শিষ্য পরে বিবেকানন্দ।
গিরিশচন্দ্র	...	...	ঐ শিষ্য, নাট্যকার।
ডাঃ ব্যারোজ	..	...	চিকাগো ধর্মসভার প্রেসিডেণ্ট।
ব্রাউন	...	...	ধর্মযাজক।
ঘনশ্যাম	...	...	জনৈক ব্রাহ্মণ।
হরলাল	...	...	ঐ পুত্র।
সুন্দর	...	...	ঐ আত্মীয়।
উপানন্দ	...	...	দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
সদানন্দ	...	...	ব্রাহ্মণ, রামকৃষ্ণের শিষ্য।
বিলে	...	...	বাল্যাবস্থায় নরেন।
ভীম	...	...	বস্তিবাসী।

কালুয়া, কেষ্ট, সন্ন্যাসী প্রভৃতি।

—স্ত্রী—

ভুবনেশ্বরী	...	...	নরেনের মা।
চাঁপা	...	...	সুন্দরের স্ত্রী।
বিজলী	...	...	উপানন্দের কন্যা।
নিবেদিতা	...	...	বিবেকানন্দের শিষ্যা।

বিন্দে, পাগলী প্রভৃতি।

☞ অভিনয়কালে এই নাটকের নাম পরিবর্তন সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

স্বামী বিবেকানন্দ

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

সিমুলিয়া দত্তবাটির দেউড়ী

জটাজুটধারী জনৈক সন্ন্যাসী দেউড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সন্ন্যাসী। জয় নারায়ণজী কী জয়। তুটি ভিক্ষে পাই মা! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া কোন উত্তর না পাইয়া তানপুরা বাজাইয়া গান গাহিতে সুরু করিল]

গীত

নামেরই ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার।
কাজ কি আমার কোশাকুশি দেঁতোর হাসি লোকাচার।
নামেতে কাল পাশ কাটে
জটে তা দিয়েছে রটে
আমি তো সেই জটের মুটে হয়েছি, আর হবো কার?
নামেতে যা হবার হবে,
মিছে কেন মরি ভেবে.
নিতান্ত করেছি শিবে, শিবেরি বচন সার।

গান শুনিয়া বিলে উপস্থিত হইল। পরণে ধুতি ও পাঞ্জাবী।

সন্ন্যাসী। [বিলেকে দেখিয়া তার আকর্ষণী শক্তিতে সম্মোহিত হইলেন]

বিলে। [অন্তর্দৃষ্টি দিয়া সন্ন্যাসীকে দেখিতে লাগিল] তুমি কে গো ?

সন্ন্যাসী। আমি সন্ন্যাসী, বাবা ! কিন্তু তুমি কে ? ওকি রেখা তোমার কপালে ? তুমি কি একবার আমার কাছে আসবে বাবা, দেবে কি আমায় স্পর্শ করতে তোমার পুণ্য পবিত্র দেহখানা ?

বিলে। [ভাল ছেলেটির মত সন্ন্যাসীর কাছে দাঁড়াইল]

সন্ন্যাসী। [বিলের মাথা নিজের বক্ষে রাখিল, স্বস্তি ও পরম শান্তির ভাব তাঁর মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিল] বা ! বা ! তুমি শিব হবে—তুমি শিব হবে। তুমি শিব হবে।

বিলে। ধেৎ ! আমি তো বিলে। আমি শিব হতে যাব কেন ? বুড়ো হ'য়ে তোমার চোখে ছানি পড়েছে। আমি মেলা থেকে ভালো শিব কিনে এনে ছাদে রেখেছি। রোজ পূজো করি। [ধ্যান করিবার মত বসিয়া দেখাইল] এই রকম ক'রে কতক্ষণ ধ্যান করি জান ? একদিন আমি চোখ বুজে ধ্যান করছি, প্রকাণ্ড একটা সাপ ফণা তুলে আমার ধ্যান দেখছে ! আমার বন্ধুরা তো দে ছুট ! আমার মা বাবা তো কেঁদেই আকুল ! বল তো, শিবের ধ্যান করলে কি সাপ কামড়াতে পারে ? তাহলে শিব কি আস্ত রাখবে তাকে ?

সন্ন্যাসী। না—না, সাপ তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে, ঝঞ্ঝা-বজ্র তোমায় দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে, শিবের ত্রিশূল অলক্ষ্য থেকে বর্মের মত ঘিরে তোমায় রক্ষা করবে। তুমি রাজা হবে, তুমি মহারাজা হবে ; আলোকিতা হবে পৃথিবী তোমার জ্যোতিতে।

বিলে। বুড়ো হয়ে তোমার ভীমরতি হয়েছে ! বড় বাজে বক। যাবে তুমি ছাদে আমার শিবকে দেখতে ?

সন্ন্যাসী। ছাদে যাব না মানিক। তোমার বুকের ভেতরে পাচ্ছি শিবকে। শিবের আধার তুমি, তোমাকে আমি প্রণাম করি—[প্রণাম করিতে উদ্যত]

বিলে। [ব্যস্তভাবে সন্ন্যাসীর হাত ধরিয়া ফেলিল] আরে, কর কি—কর কি সাধুবাবা ? আমার পাপ হবে যে ! বল, তুমি কি জন্য এসেছ এখানে ?

সন্ন্যাসী। সাধুবাবা তোমার কাছে ভিক্ষে নিতে এসেছে বাবা ! [হস্ত প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইল]

বিলে। ভিক্ষে ? [ইতঃস্তত পরিক্রমণ] তাই তো কি দিই ? [পকেটে ও ট্যাঁকে হাত দিয়া—নাঃ কিচ্ছু নেই। তাই তো কি ভিক্ষে দিই ? [মহা চিন্তায় পড়িল] দাঁড়াও আসছি। [ছুটিয়া চলিয়া গেল, পরক্ষণে একটি নূতন কাপড় হস্তে আসিল] হ্যাঁ। দেখ সাধুবাবা, এই কাপড়খানা—মা আমায় আজ এখনি কিনে দিয়েছে। দেখ না—নতুন কাপড়। তুমি নেবে এখানা ? [সন্ন্যাসীর নিকটে গেল]

সন্ন্যাসী। তুমি যা দেবে, সে তো ভগবানের আশীর্বাদের তুল্য খোকাবাবু ! দাও—

বিলে। [মহানন্দে] নাও—[বস্ত্র প্রদান]

সন্ন্যাসী। তোমার দান আমি মাথায় রাখলাম। [বস্ত্র মাথায় জড়াইল]

☞ বিলের জলখাবার হস্তে লইয়া বিন্দে উপস্থিত হইল।

বিন্দে। খোকাবাবু ! খোকাবাবু ! এই যে—এখানে তুমি ? আমি থালা হাতে সারা বাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছি। একি ! তুমি.

নতুন কাপড়খানা ওই বুজরুক ভিখারীকে দিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ ?

বিলে। এই—খবরদার ! সাধুবাবা বল।

বিন্দে। ওঃ ! কি আমার সাধু রে ! রাতের বেলায় চুরি করি—দিনে লোটা চিমটে নিয়ে ভিক্ষে মাগি।

বিলে। এই বিন্দে ! ফের যদি একটি কথা কইবি—এক কিলে তোর দাত কপাটি উড়িয়ে দেবো।

বিন্দে। ওগো মাগো ! দাঁড়াও, আমি গিন্নীমাকে বলে দিচ্ছি।

বিলে। দে—দে, জলখাবার দে ! [খাবারের থালা লইল] দূর হ এখান থেকে।

বিন্দে। যাচ্ছি। তোমায় আজ ঘরে চাবি দিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করছি।

[প্রস্থান।

বিলে। রাখ না আমায় ঘরে পুরে ! আল্‌নার যত ভাল কাপড় জানালা দিয়ে ভিখিরীদের বিলিয়ে দেবো। টের পাবি তখন।

সন্ন্যাসী। আজ আমি আসি খোকাবাবু ! আবার তোমায় দেখতে আসবো।

বিলে। আচ্ছা, সেদিন আমার শিব দেখাবো। বিন্দে আজ আমার মেজাজটা খারাপ করে দিয়েছে। তুমি কিছু মনে করো না সাধুবাবা ! ও মেয়েটা ভারী বোকা।

সন্ন্যাসী।—

গীত

বোকায় ছাওয়া—এই দুনিয়া !
বোকা আমি হাঁসি কাঁদি,—জরিয়ে ধরে মায়।

মহা বোকা দক্ষরাজ
বোকা বলেই এই ধরাতে বারে বারে আসা যাওয়া।

[সন্ন্যাসী গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল।

বিলে। [সন্ন্যাসী অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত তন্ময়ভাবে দেখিতে লাগিল। সন্ন্যাসী দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলে পাত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল] বড্ড খিদে পেয়ে গেছে, খাওয়া যাক এবার—[খাইতে উদ্যত]

ভীম ডোম ও ঘনশ্যাম দুইটি ঝুড়ি কাড়াকাড়ি করিতে করিতে উপস্থিত হইল।

বিলে। [খাওয়া হইল না—পাত্র রাখিয়া ব্যগ্রভাবে ঘটনা লক্ষ্য করিতে লাগিল]

ঘনশ্যাম। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বলছি!

ভীম। আমার ঝুড়ি ছেড়ে দাও বাবাঠাকুর!

ঘনশ্যাম। খবরদার হারামজাদা! আমার হাত থেকে ঝুড়ি কেড়ে নিবি—ব্যাটা ছোটলোক?

ভীম। দু'পয়সায় দুটো ঝুড়ি দিতে পারবো না ঠাকুরমশাই! এর দাম চার আনা।

ঘনশ্যাম। দিবি না? তোর বাবা দেবে রে ব্যাটা ডোম।

ভীম। দয়া করুন বাবাঠাকুর। ছেলেটা একমাস পরে আজ পথ্যি করবে। ঝুড়ি দুটো বিক্রি করে একটু মাছ তরকারী কিনে নিয়ে যাবো। আপনার পয়সা ফিরিয়ে নিন। [পয়সা নিক্ষেপ] আমার ঝুড়ি ছেড়ে দিন। [টান দিল]

ঘনশ্যাম। [ছাড়িয়া দিয়া] ঝুড়ি দিবি না তো! আমায় সকাল-

বেলা ছুঁলি কেন রে অস্পৃশ্য ডোম? তোর এতবড় আস্পর্ধা বামুনের হাত থেকে ঝুড়ি টান দিস্?

ভীম। আপনি যে জোর করে নিয়ে যাচ্ছিলেন ঠাকুরবাবা! পেটের দায়ে ধরলাম বাবা! তোমার পায়ে ধরি—আমায় মাফ কর! [পা ধরিল]

ঘনশ্যাম। [ভীমকে ধাক্কা দিয়া] কি! একবার ছুঁয়ে হলো না—আবার ছুঁলি হারামজাদা! জুতিয়ে তোর মুখ ছিঁড়ে দেব আজ। [সহসা পায়ের চটি খুলিয়া ভীমকে আঘাত করিল]

বিলে। [বিদ্যুৎবেগে এক লম্ফে সজোরে ঘনশ্যামের হাত ধরিয়া ফেলিল] মারুন তো দেখি এইবার।

ঘনশ্যাম। হুঁ! বড্ড গায়ের জোর দেখছি। কে হে তুমি ছোকরা?

বিলে। আমি মানুষ।

ঘনশ্যাম। মানুষ! বেটা ছোটলোক ডোম আমায় অপমান করলে—তুমি তার মুখে লাথি না মেরে, উল্টে আমারই হাত চেপে ধরেছ? ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও বলছি।

বিলে। ক্ষমতা থাকে ছাড়িয়ে নাও—বামুনের তেজ দেখাও।

ঘনশ্যাম। দেখবি তোর নাকে দেবো একটা ঘুঁসি?

ভীম। [উঠিয়া] তুমি এমনি আমার ঝুড়ি নাও ঠাকুরবাবা! এ দেবতার ছেলেকে মেরো না। [বিলেকে জড়াইয়া ধরিল]

বিলে। [ঘনশ্যামকে ছাড়িয়া দিয়া ভীমকে পশ্চাতে রাখিয়া সরোষে ও দৃঢ়স্বরে] আমায় মারতে পারবে না। কারণ আমায় মারতে এলে তোমাকেও মার খেতে হবে। মারবে তাদের, যারা মার খেয়ে কথা কইবে না; যারা বামুনের নামে পায়ের ধূলো চেটে

খায়, অন্তরের পরিচয় চায় না। যার মনে শয়তানের বাসা, আমি মানি না সে বামুনকে। জাতের ভয় দেখিয়ে গায়ের জোরে যাদের চাবুক দিয়ে মেরে পূজো আদায় কচ্ছেন, দুদিন পরে তারা হাজার চাবুক মারবে তোমাদের পিঠের উপরে। সাবধান!

ঘনশ্যাম। ওঃ—সাবধান কচ্ছে আমায়! গাল টিপলে দুধ বেরোয়, আমায় দেওয়া হচ্ছে উপদেশ। জড়িয়ে ধরে আছিস তো ব্যাটা ডোমকে, দেখবি দুদিন পরে, কুষ্ঠব্যাধি যখন হবে। জাত মানে না! দুদিন ডোমের গায়ে গা দিয়ে দেখ, ডোমের ছোঁয়া খা, বুঝবি তখন। জাত মানে না! যত সব ছোটলোকের দল! বুঝবি বামুনকে অপমান করার ফল—সাতদিনের মধ্যে। এ্যাঁ, বলে কি, বামুন আর ডোম সমান?

বিলে। হ্যাঁ, সমান। বামুন-বৈদ্য-কায়স্থ-শূদ্র-ডোম, সব জীবের মধ্যে আছে শিব।

ঘনশ্যাম। বটে! ওই ডোমের মধ্যে আছে শিব। হো-হো-হো।

বিলে। ওই ডোমের মধ্যে আছে সবচেয়ে বড় শিব। তাই তো তোমার জুতো অম্লানে সহ্য করলো। যে জুতো মারলে তুমি ডোমকে,—জেনো, সে জুতো পড়লো শিবের গায়ে। ওই জুতো কেড়ে নিয়ে যদি তোমার পিঠে মারতো, কোথায় থাকত তোমার মান? যারা করে সম্মান, তোমরা তাদেরই দাও. আঘাত। চলে যাও এখান থেকে, নইলে রাগ সামলাতে পারবো না।

ঘনশ্যাম। যাচ্ছি চাঁদ! তুমি জাত মানো না, টের পাওয়াচ্ছি তোমায়। ডোমের মধ্যে শিব, আর বামুনের মধ্যে শয়তান! উচ্ছন্ন যাবি—উচ্ছন্ন যাবি।

[পয়সা কুড়াইয়া সরোষে প্রস্থান।

ভীম। [ঝুড়িগুলি লইয়া] আসি খোকাবাবু। তুমি আজ আমার জান বাঁচালে।

বিলে। তোমার ছেলে আজ পথ্যি করবে বলছিলে না? দেখ, এই ভাল সন্দেশ—আর ফল আছে। তোমার ছেলেকে দিও।

ভীম। এ যে তোমার খাণ্ডি বাবু!

বিলে। আরে না-না। আমার আজ একেবারে ক্ষিদে নেই। তুমি নিয়ে যাও।

ভীম। এই আঁচলে তবে ঢেলে দাও।

বিলে। দূর! কাপড়ে মাখামাখি হয়ে যাবে যে। তুমি এটা নিয়ে যাও না। আমাদের অনেক আছে।

ভীম। তুমি রাজা হও বাবা! আমাদের মত নীচ জাতির লোকগুলোকে তুমি বাঁচাও! আমরা শুধু লাথি খেয়েই আসছি, তুমি আমাদের বুকে নিও—বুকে নিও।

[প্রস্থান।

বিলে। জাত! জাত! জাত! কথকঠাকুর বলেছে, সব জীবের মধ্যেই শিব আছে। তবে তো সবাই সমান। আমি আজ জাতের পরীক্ষা করে তবে এখান থেকে যাব। [ডাক দিয়া] কেষ্ট। ওরে কেষ্ট!

কেষ্ট। [ভিতর হইতে সাড়া দিল] যাচ্ছি খোকাবাবু।

বিলে। জলদি! জলদি! আজ মেজাজ বেজায় খারাপ হ্যায়।

কেষ্ট উপস্থিত হইল।

বিলে। দেখ, বাবার বৈঠকখানায় মক্কেলের যতগুলো হুঁকো আছে, সবকটা নিয়ে আয়।

কেষ্ট। হুঁকো কি হবে খোকাবাবু?

বিলে। যা বলছি শোন। আজ জাতের পরীক্ষা হবে। যা-যা—শীগগির নিয়ে আয়।

কেষ্ট। যতসব বিদঘুটে খেয়াল। আমার এখন কত কাজ—

বিলে। রেখে দে তোর কাজ। যা বলছি—জলদি নিয়ে আয়।

[কেষ্ট সভয়ে চলিয়া গেল।

বিলে। হাড়-রক্ত-মাংস, এই নিয়েই তো মানুষ। তার আবার ছোট বড় জাত। দেখছি এখনই হুঁকোর পরীক্ষাতে, কুষ্ঠ হয়—কি যক্ষা হয়।

ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নিত পাঁচটি হুঁকো লইয়া কেষ্ট উপস্থিত হইল।

কেষ্ট। এই নাও খোকাবাবু।

বিলে। থাম্। দে আগে ওই মুসলমানের চাঁদ মার্কা হুঁকোটা।

কেষ্ট। নাও।

বিলে। [বেশ আরামে বারবার টান দিল] আমি কায়েত। এই তো মুসলমানের হুঁকোতে টান মারলাম। জললো না ঠোঁট, চিরচির করলো না জিভ। কিছুই হলো না। এবার দে কড়ি মার্কা বামুনের হুঁকো।

কেষ্ট। নাও—

বিলে। বামুন তুমি সাবাড়! দে কায়েতের হুঁকো। [টান দিল] মুসলমান, কায়েত বামুন এক। দে নমঃশূদ্রের হুঁকো। [জোরে জোরে টান] এদের বড্ড ঘেন্না বামুনে। বলে চাঁড়াল, ছায়া মাড়ালে গঙ্গাস্নান করতে হয়। আমি চালাই টান, চাঁড়ালের হুঁকোর জলেই হোক আমার গঙ্গাস্নান। [জোরে জোরে টান]

ব্যস্তভাবে ভুবনেশ্বরী উপস্থিত হইলেন।

ভুবনেশ্বরী। বিলে! বিলে। ওকি! ও কি করছিস রে?

বিলে। জাতের পরীক্ষা।

ভুবনেশ্বরী। জাতের পরীক্ষা তো পাঁচ জাতের হুঁকো খাচ্ছিস কেন?

বিলে। পাঁচ জাতকে আমি এক জাতে বানাবো মা। সব বাজে। আমি একে একে সব জাতের হুঁকোয় আচ্ছা করে মারলুম টান। কিচ্ছু হলো না।

ভুবনেশ্বরী। ওরে, তোর কোন বুদ্ধি নেই। যার তার হুঁকোর এঁটো কি খেতে আছে পাগল?

বিলে। পঞ্চাশটা বামুন এসে ঐ একই হুঁকোয় টান মারছে, এঁটো খাওয়া হলো না তাদের? তবে জাত বলে আলাদা হুঁকো থাকবে কেন? রুচি না হয়, খাবে না অপরের হুঁকো। জাতের দোহাই চলবে না।

ভুবনেশ্বরী। [বিরক্তি ভাবে] বাজে বকিস না। এতবড় বংশের ছেলে হয়ে, তুই মুসলমান—নমঃশূদ্রের হুঁকো খেলি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। তোর জ্বালায় কি আমি মাথা খুঁড়ে মরবো?

বিলে। মা-মা। যদি একটা নমঃশূদ্র বা মুসলমানের কচি ছেলে তোমার দরজার সামনে পড়ে কেঁদে কেঁদে অজ্ঞান হয়ে যায়, তুমি কি তাকে বুকে নিয়ে স্তন দেবে না মা?

ভুবনেশ্বরী। [গভীর বিস্ময়ে] বিলে!

বিলে। পরে তোমার দুধ আমার কচি ভাই খাবে না মা? তোমার স্তনের কি জাত যাবে?

ভুবনেশ্বরী। [স্নেহ গদগদস্বরে] ওরে, একথা তোকে কে শেখালে রে?

বিলে। আমার জন্ম, তোমার রক্ত! [পদধূলি গ্রহণ]

ভুবনেশ্বরী। [তন্ময় ভাবে] ওরে, কে তুই—কে তুই?

বিলে। আমি বিলে, তোমার ছেলে।

ভুবনেশ্বরী। তুই আমার স্বপ্নে পাওয়া স্বর্গের প্রেরণা। "যত্র জীব তত্র শিব" ঝংকার উঠেছে তোর শিরায় শিরায়। আমার আশীর্বাদ, জেগে উঠুক তোর হৃদয়ের সিংহশক্তি। সংকীর্ণতা সাম্প্রদায়িকতা জাত্যভিমান ভেঙে চুরমার করে প্রতিষ্ঠা কর ভারতের ঘরে ঘরে একত্বের মন্দির। অনুকরণের তন্ত্রী শতছিন্ন করে, ওরে তুই গেয়ে যা তপোবনের বেদ-বেদান্তের অমর ছন্দের গান।

[বিলেকে লইয়া প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান বাটি

বিবাহের দানসামগ্রী সাজান। সহচরীগণ শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে বিজলী ও হরলালকে লইয়া আসিল। সদানন্দ ও পশ্চাতে উপানন্দ আসিয়া যথা স্থানে উপবেশন করিল।

সদানন্দ। আমি বর-কনের দুহাত এক করে ফুলের মালা দিয়ে বেঁধে দিই! তারপর তুমি মন্ত্র উচ্চারণ করে কন্যা দান করো। [বর-কনের হাত এক করিয়া পুষ্পমাল্য দ্বারা বন্ধন করিল] এবার সম্প্রদান—বল,···বিষ্ণুরোং তৎসৎ অদ্য—

সহসা ত্বরিতবেগে ঘনশ্যাম উপস্থিত হইল।

ঘনশ্যাম। থাম—থাম। যৌতুকের পাঁচশো এক টাকা আগে গুনে দাও। তারপর সম্প্রদান।

সকলে। [স্তব্ধ হইয়া গেল]

ঘনশ্যাম। কি হে কন্যা কর্তা, কথা কচ্ছো না যে?

উপানন্দ। অনেক কষ্ট করে একশো এক টাকা সংগ্রহ করেছি। বাকী টাকাটা আমি পরে যোগাড় করে দেবো। বিবাহটা সম্পন্ন করতে অনুমতি দাও।

ঘনশ্যাম। এ্যাঁ! বাকীতে বিয়ে? একি গোকুল মুদির দোকান পেয়েছ? বাকীতে মাল নিয়ে শেষে কিস্তিবন্দির চুক্তি? ওসব ছেঁদো কথায় এই ঘনশ্যাম শর্মাকে ভোলাতে পারবে না।

উপানন্দ। দয়া কর বরকর্তা! আমার বাড়ীতে আর বিক্রি

বা বন্ধক দেবার মত কিছুই নেই। জমিগুলো বন্ধক দিয়ে আর ধান কটা বেচে গয়না কখানা গড়িয়েছি। গাই গরু দুটি বিক্রি করে একশো এক টাকা যোগাড় করেছি। আর কোন উপায় নেই বেয়াইমশাই।

ঘনশ্যাম। উপায় নেই যদি, পরে কি করে দেবে?

উপানন্দ। আমি যেমন করে পারি শোধ করবো। যৌতুকের ঋণ রাখবো না। দয়া কর ভাই।

ঘনশ্যাম। দয়া? এর মধ্যে দয়া-টয়ার প্রশ্ন নেই, যা চুক্তি তা দিতে হবে। না পারো বিয়ে হবে না।

[সকলে চমকিত হইল, যেন সহসা বজ্রপাত হইল]

উপানন্দ। [বজ্রাহতের ন্যায়] বিয়ে হবে না?

ঘনশ্যাম। না—না! অমন জোচ্চরের মেয়ের সংগে আমার ছেলের বিয়ে হয় না।

বিজলী। [কাঁদিয়া ফেলিল; কিন্তু ফণিনীর ন্যায় বলিল] কি! আমার বাবা জোচ্চর?

উপানন্দ। তুই চুপ কর মা।

ঘনশ্যাম। আলবৎ জোচ্চর। পাঁচশো এক টাকা দেবো বলে চুক্তি করে ফাঁকে ফাঁকে বিয়ে সেরে নেবে? আমি ভাল মানুষ, তাই বিশ্বাস করেছিলাম। অন্য কেউ হলে বাড়ীতে বসে কড়কড়ে টাকা গুনে নিয়ে তবে বিয়ের দিন স্থির করতো। ভাল মানুষের কি কাল আছে? এ যে ঘোর কলি!

সদানন্দ। কলিটা তো তুমিই দেখাচ্ছ শর্মা মশায়। সম্প্রদান হতে চলেছে, এখন বল কিনা বিয়ে হবে না।

ঘনশ্যাম। ওহে পরের ক্ষতিতে হৃদয় দেখানো খুব সোজা;

বোঝা যায় মহত্ত্ব, যদি নিজের স্বার্থে ঘা পড়ে। তর্ক তো কচ্ছো, জান ছেলে আমার এণ্ট্রান্স মানে প্রবেশিকা পাশ। ধান দিয়ে নয়, এক কাঁড়ি টাকা গলে গেছে। পাশ করা ছেলে মাগনা পাওয়া যায় না। ট্যাকে বল করতে হয়।

সদানন্দ। ছেলে পড়ানোর খরচ কি তুমি মেয়ের বাপের মাথা দিয়ে তুলতে চাও? ছেলে রোজগার করে টাকাটা দেবে তোমাকে, না মেয়ের বাপকে?

উপানন্দ। দয়া কর বেয়াইমশায়। হরিষে বিষাদ এনো না। অনুমতি দাও। আমি কন্যা সম্প্রদান করি। আমার মেয়ের দিকে দেখ। ঘর আলো করা বউ হবে। বিজলী নামের সার্থকতা বুঝবে।

ঘনশ্যাম। অমন বিজলী এখন ঘরে ঘরে। আগে পণের টাকা, তারপর সম্প্রদান।

উপানন্দ। সব টাকা আমি এখন দিতে পাচ্ছি না ভাই।

ঘনশ্যাম। তবে বিয়ে বন্ধ।

সদানন্দ। বিয়ের অর্ধেক কাজ শেষ। এখন বল কিনা বিয়ে হবে না। এ কখনও হতে পারে না।

ঘনশ্যাম। আলবৎ হবে। আমি ছেলের বাপ। বুক চিরে মেয়ের বাপের রক্ত খাব। আমার পাশ করা ছেলে।

সদানন্দ। তুমি একটি পাষণ্ড।

ঘনশ্যাম। কি, আমি পাষণ্ড! টাকা সম্পূর্ণ না দিলে এ বিয়ে কিছুতেই হবে না। ওঠ—ওঠ হরলাল।

হরলাল। বাবা! [আর বলিতে দ্বিধা করিল]

ঘনশ্যাম। কোন কথা নয়, উঠে আয়। [হাত ধরিল]

উপানন্দ। বেয়ায়মশাই দয়া কর। আমায় অকূল পাথারে ভাসিয়ো না। তোমার পায়ে পড়ি। [পদতলে পড়িল]

বিজলী। বাবা! বিয়ে বন্ধ কর। গলায় কলসী বেঁধে আমায় গংগায় ফেলে দাও। এ লজ্জা আমি সইতে পারি না। [আকুল ভাবে কাঁদিল]

উপানন্দ। তুই চুপ কর মা। কন্যাদায়ের জ্বালা তুই বুঝবি না মা। বেয়াইমশায়, কি দিয়ে তোমার সম্মান রাখবো? আমার যে আর কিছু নেই।

ঘনশ্যাম। কেন? এখনও তো বাস্তুভিটে বিরাজ করছে। হাতচিঠি লিখে টাকা কর্জ কর।

উপানন্দ। কে টাকা কর্জ দেবে বেয়াইমশায়?

ঘনশ্যাম। হে-হে-হে! টাকার ভাবনা কি? তোমার এতবড় বাস্তুবাড়ী তার উপর হাতচিঠি। আমার সম্বন্ধি সুন্দর টাকা দেবে। বড় ভাল ছেলে, নামেও সুন্দর—কাজেও সুন্দর।

সুন্দরের প্রবেশ।

সুন্দর। দাদাবাবুর প্রস্তাবটি অতি সুন্দর। এই টিকিট আঁটা কাগজ, এইখানে লেখো—"হিসাব শ্রীসুন্দরমোহন মুখোপাধ্যায়, মাঝখান পর্যন্ত কষি দিয়ে লেখো খরচ"। এই জমার ঘরে আজকের তারিখ দিয়ে, জমা কর—"৪০১ টাকা, নিচে মবলব বেঁধে কানে উপর দস্তখৎ করে, আর একটা মবলব—"চারিশত এক টাকা মাত্র" আর এই নাও টাকার তহবিল।

উপানন্দ। দাও—দাও, লিখে দিচ্ছি।

সুন্দর। সময় কিন্তু ছমাস। তারপর আদালত—

বিজলী। না-না, বাবা টাকা নেবেন না। ছমাস কেন, ছ'বছরেও শোধ করতে পারবেন না।

উপানন্দ। না নিলে তোর যে বিয়ে হবে না মা।

বিজলী। আমি বিয়ে করবো না বাবা, আমি বিয়ে করবো না।

উপানন্দ। ওরে লোকে টিটকিরি দেবে, বিদ্রুপ করবে। আজ বিয়ে না হলে তোকে আর কেউ বিয়ে করবে না। দশজনে আমায় সমাজচ্যুত করবে।

বিজলী। আমি চিরকুমারী থাকবো। সমাজের বুকে মহাবিপ্লব জাগিয়ে তুলবো। যারা হাজার হাজার মানুষের রক্ত মেখে করতালি দেয়, দীন-দরিদ্রের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে অট্টহাসি হাসে, নারীর প্রাণের লাজ ভক্তি কেড়ে নিয়ে, সাজায় উন্মাদিনী; আমি পারবো না বাবা, তাদের ঘরে অবগুণ্ঠনময়ী বধূবেশে যেতে। আমি কেঁদে যাব—কেঁদে যাব জীবনভোর, পথে পথে মানুষের দোরে দোরে।

উপানন্দ। তোর কান্না কেউ শুনবে না মা, উল্টে পরিহাস করবে। তুই জানিস না এ নিষ্ঠুর হিন্দুসমাজকে। দাও সুন্দরবাবু, আমি লিখে দিই।

বিজলী। বাবা লিখো না--লিখো না [উঠিতে উদ্যত]

সদানন্দ। বসো মা, এখন উঠতে নেই। [ধরিল]

উপানন্দ। দাও সুন্দরবাবু—

সুন্দর। এই যে, এই নাও। যেমন যেমন বললাম, লেখো।

উপানন্দ। [লিখিতে লাগিল]

সুন্দর। বাঃ, ঠিক হয়েছে। এইবার টিকিটের উপর দস্তখৎ আর মবলগ; তারিখটাও দিও। অধিকন্তু না দোষায়।

উপানন্দ। এই নাও। [হাত চিঠিটা সুন্দরকে দিল] টাকা দাও।

সুন্দর। এই যে নাও। [টাকার তহবিল দিল]

উপানন্দ। এই নাও বেয়াইমশায়, তোমার বাকী টাকা। [ঘনশ্যামের হাতে দিল]

ঘনশ্যাম। বাঃ বাঃ, এই তো চাই। নাও নবীন পুরোহিত, এইবার হাসিমুখে মন্ত্র বলাও, শুভস্য শীঘ্রম্।

সদানন্দ। বল কন্যা কর্তা, বিষ্ণুরোং তৎসৎ অদ্য বৈশাখে মাসি মেষরাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে পঞ্চমৎতিথৌ ভরদ্বাজগোত্রঃ শ্রীউপানন্দ দেবশর্মা শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ যাণ্ডিল্য গোত্রায় শ্রীহরলাল দেবশর্মন বরায় ভরদ্বাজ গোত্রাং বিজলী দেবীং তুভ্যং অহং সম্প্রদদে। [উপানন্দ আবৃত্তি করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলেন] এইবার সম্প্রদান শেষ।

ছুটিতে ছুটিতে সরমা উপস্থিত হইল।

সরমা। বাবা—বাবা! মায়ের জীবন শেষ। [সহসা যেন বজ্রপাত ঘটিল]

উপানন্দ, বিজলী ও সদানন্দ। শেষ? সে কি!

সরমা। বাবা যে মুহূর্তে হাতচিঠি লিখে দিলেন—মা ঘরে ছুটে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়েছে। বাবা! বাবা! আমাদের মা নেই। [আছড়াইয়া উপানন্দের বুকে পড়িল]

উপানন্দ। [সরমাকে ধরিয়া পাগলের মত] চল—চল সরমা, দেখিগে চল, যদি বাঁচাতে পারি।

[সরমাকে লইয়া প্রস্থান, তৎপশ্চাৎ সদানন্দের প্রস্থান।

বিজলী। [আছড়াইয়া পড়িল] মাগো! কেন আমায় গর্ভে

ধরেছিলে তুমি ? সংগে নাও, নাহলে ভাই বোন বাপ সব আমি খেয়ে ফেলবো—সব খেয়ে ফেলবো। [প্রস্থানোদ্যোগ]

হরলাল। [হাত ধরিয়া] কোথা যাও বিজলী ?

বিজলী। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, মায়ের কাছে যাই। তোমার স্পর্শে বিষ, দর্শনে নরক।

সুন্দর। ছেড়ো না হরলাল, শক্ত করে ধর। এখনই মড়া ছুঁয়ে ফেলবে। বাড়ী নিয়ে চল।

বিজলী। কার বাড়ী নিয়ে যাবে আমায় ?

ঘনশ্যাম। আমার বাড়ী। আমার ছেলের বিবাহিতা পত্নী।

বিজলী। আমার বিয়ে হয়নি, একটি মন্ত্রও উচ্চারণ করিনি আমি ! জিভকে শাসিয়ে রেখেছিলাম—একটি মন্ত্র উচ্চারণ করলে কেটে টুকরো টুকরো করবো।

ঘনশ্যাম। শান্ত হও বৌমা। আমার আদেশ অবহেলা করতে আছে কি ? আমি শ্বশুর।

বিজলী। তুমি মহাশত্রু। তুমি আমাদের পথের ভিখিরী করেছ, আমার মাকে খেয়েছ, তুমি চণ্ডাল।

হরলাল। সাবধান বিজলী ! আমার বাবাকে অপমান করলে আমি সহ্য করবো না।

বিজলী। কে তুমি ? কি করবে তুমি আমার ? টাকা পেয়েছ, নাও এই গয়না খুলে দিচ্ছি। [গহনা খুলিয়া মাটিতে নিক্ষেপ] এইগুলো নিয়ে তোমরা বেরিয়ে যাও আমাদের বাড়ী থেকে।

হরলাল। তুমি কি বলছো বিজলী ? আমি তোমার স্বামী। আমার বাবা তোমার পূজনীয় শ্বশুর।

বিজলী। তোমার বাবা কসাই, তুমি ছদ্মবেশী চামার। যে

আমার ভাইবোনের মুখের অন্ন কেড়ে নেয়, সে হবে আমার শ্বশুর—সে পাবে আমার প্রণাম? সে শয়তান, তার মাথায় মারি বিশ লাথি।

হরলাল, ঘনশ্যাম ও সুন্দর। রাক্ষসী!

হরলাল। শাস্তি দেব তোমায়, চুলের মুঠি ধরে—

বিজলী। ধর—ধর আমার চুলের মুঠি, দেখি কত সাহস। যে আমার মা বাবার গলায় ছুরি বসায়, সে আমার স্বামী? তাকে ভক্তি করবো আমি অন্তরের অর্ঘ্য দিয়ে, সেবা করবো হৃদয়ের সংস্কৃতি দিয়ে, ধরে দেবো আমার সর্বস্ব লম্পটের আহার্য রূপে—আর তুমি নরঘাতক সাঁতার দেবে আমার নগ্ন রূপতরংগে? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ঘনশ্যাম। অসভ্য—অসভ্য তুমি।

বিজলী। অসভ্য সে, যে এই ঘরের স্বামীকে প্রেমালিংগন দেয় হাসিমুখে। মেয়েরা সব, সাবধান হও—চিরকুমারী থাক। পুরুষ পড়বে পায়ের তলায়, শয়তান হবে মানুষ। তা যদি না পার, নেমে আসবে সমাজের ধ্বংস—জাতির ধ্বংস—দেশের ধ্বংস।

[উন্মাদিনীর ন্যায় প্রস্থান।

সুন্দর। ওরে বাবা, ডাকাতে মেয়ে! পালিয়ে চল হরলাল, পালিয়ে চলুন দাদাবাবু—পালিয়ে চলুন।

[প্রস্থান, তৎপশ্চাৎ টাকা গহনা লইয়া ঘনশ্যামের প্রস্থান।

হরলাল। সত্য বলেছ বিজলী, আমি ছদ্মবেশী চামার। আমি তোমার পিতার সব ফিরিয়ে দেবো, তুমি ফিরে এসো—ফিরে এসো সতী।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপার্শ্বস্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষ

লালপাড় ধুতি, হাতকাটা জামা পরিয়া ঠাকুর সরল মৃদুহাস্যে চৌকির উপর বসিয়া কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

ঠাকুর। সে আসছে—সে আসছে মা? আমার জন্য যে দেহ ধারণ করে এসেছে, সে আসছে? তুই যে বললি সে এখনই আসবে? তার জন্য আমার বুকটা খালি হয়ে গেল মা। কখন আসবে সে?

উদভ্রান্ত ভাবে নরেন সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

নরেন। ভগবানকে আপনি নিজের চোখে দেখেছেন কোনদিন?

ঠাকুর। [আনন্দের আতিশয্যে নরেনের হাত ধরিল] হ্যাঁ গো, দেখেছি বইকি। এই যেমন তোমাকে দেখছি, ঠিক তেমনি। তুমি দেখতে চাও? তোমাকেও দেখাতে পারি।

নরেন। আপনার এতবড় সাহস—আমাকেও দেখাতে পারেন?

ঠাকুর। তোমার জন্য আমার না পারার কি আছে গো? ওরে, কাল রাত্রে তোর জন্য মায়ের কাছে কত কেঁদেছি। মাকে বললাম, "মা, কামিনী কাঞ্চনত্যাগী শুদ্ধ ভক্ত না পেলে কেমন করে পৃথিবীতে থাকবো?" মাকে বলছি আর হাউ হাউ করে কাঁদছি। জানিস, তুই রাত্রে এসে আমায় তুলে বললি, আমি এসেছি।

নরেন। কি বলছেন আজগুবি! আমি তো কাল রাত্রে কলকাতার বাড়ীতে তোফা ঘুমোচ্ছিলাম।

ঠাকুর। তুমি কে তা জান প্রভু? আমি জানি, তুমি কে।

তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ। জীবের কল্যাণের জন্যই দেহ ধারণ করেছ। সত্যই তুমি নারায়ণ। [আবেগে নরেনকে জড়াইয়া ধরিল]

নরেন। [স্বগত] এ আবার কি পাগলামি! [প্রকাশ্যে] কি বলছেন ঠাকুর?

ঠাকুর। দূর, আমি কি বলবো? মা যা বললে তাই বললুম। [ব্যস্তভাবে কিছু মিষ্টান্ন আনিয়া নরেনকে নিজের হাতে খাওয়াইতে লাগিলেন] খা—খা, তোর জন্য রেখেছি। আমি জানি তুই আসবি।

নরেন। [খাওয়া শেষ হইলে] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন কেউ বলতে পারলেন না—ভগবানকে দেখেছি! যে আছে, তাকে কেন দেখা যাবে না?

ঠাকুর। ছেড়ে দে কেশব দেবেন্দ্রের কথা। ওদের মধ্যে একটা শক্তি আছে, আর তোর মধ্যে আছে আঠারোটা শক্তি।

নরেন। না—না, আমার মধ্যে কিছু নেই, আমি শুধু নরেন।

ঠাকুর। [উচ্চহাস্য] তোর দ্বারা জগতের মহামংগল হবে। তোকে অনেক কাজ করতে হবে, তাই তো তুই এসেছিস রে! মা বলেছে আমায়, "তুই শুধু আমার কাছে কনো বেড়াল হয়ে রইলি, দেখবি নরেন কত কাজ করবে।"

নরেন। হ্যাঁ, মা আপনাকে সবই বলেছে।

ঠাকুর। মা বলবে না তো বলবে কে? মা ছাড়া জগতে আছে কি? সবই তো মা।

নরেন। আপনার কাছে সবই মা! ঘটি বাটি থালা খাট বিছানা সবই মা?

ঠাকুর। [পুনরায় উচ্চহাস্য] হ্যাঁ—হ্যাঁ, সবই তো মা। আচ্ছা

তোকে দেখিয়ে দেবো—সবেতেই মা। তুই গিরীশকে একবার ডেকে দিস তো।

নরেন। কে গিরীশ ?

ঠাকুর। ওই যে থিয়েটার করে, নাটক লেখে। আসছে শনিবার সন্ধ্যেবেলা আসিস, আমরাও থিয়েটার করবো। মায়ের দেখবার ইচ্ছে হয়েছে রে! তুইও দেখবি। মা আগে একা ছিলেন, সব অন্ধকার—কিছু ছিল না; তাই নিজেকে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিলেন। যা দেখছিস সবই তো মায়ের এক একটা টুকরো রে। দেখ, তুই যদি ইচ্ছে করিস, কৃষ্ণকে হৃদয়মধ্যে দেখতে পাবি।

নরেন। আমি কিষ্ট-ফিষ্ট মানি না।

ঠাকুর। বলিস কি! দেখবি তুই কে? [নরেনের হাত ধরিলেন]

নরেন। [শিহরিয়া উঠিয়া] ঠাকুর!

ঠাকুর। নরেন, আমার স্পর্শ নে—[নিজের ডান পা দিয়া নরেনকে স্পর্শ করিল]

নরেন। [বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া] কে তুমি? কি তুমি? কি অলৌকিক শক্তি! নীল আকাশে রক্তরাগে ওই গোল সূর্যখানা বন বন্ করে ঘুরছে; বুঝি বা আছড়ে পড়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। সম্বর—সম্বর!

ঠাকুর। [একটু দূরে দাঁড়াইয়া মৃদু হাস্য করিতেছেন]

নরেন। ও হোঃ, পৃথিবী ওলট পালট হচ্ছে। আমায় আছড়ে ফেলে দিচ্ছে! বিশ্বপ্রকৃতি বন্ বন্ করে ঘুরছে! সব একাকার হয়ে গেল—একাকার হয়ে গেল!

ঠাকুর। হাঃ-হাঃ-হাঃ—ভয় কি রে? তুই খাপখোলা তলোয়ার, খাপখোলা তলোয়ার।

নরেন। ওগো, এ তুমি আমার কি করলে? আমার যে মা বাবা আছেন, আমাকে ছেড়ে তারা যে একদণ্ডও বাঁচতে পারবেন না। আমায় বাঁচাও—বাঁচাও।

ঠাকুর। ভয় কি? আমি আছি রে! [নরেনকে ধরিলেন] থাক থাক—এখন থাক, এখনও সময় হয়নি। তাড়াতাড়ি করে কাজ নেই, ক্রমে সব ঠিক হয়ে যাবে।

নরেন। আমি কোথায়, আমি কোন দিব্যলোকে?

ঠাকুর। খ্যাপা ছেলে, তুই যে আমার বুকে।

নরেন। আমার হাত পা কই? আমার দেহ কই? আমি কথা কইছি মুখ দিয়ে; শুধু আমার মুখ আছে। আর কিছু নেই। আর কিছু নেই।

ঠাকুর। সব আছেরে ব্যাটা, সব আছে। [নরেনের মস্তকের মধ্যভাগ স্পর্শ করিল] তোর নিজের মুখে বল, কে তুই?

নরেন। [চক্ষু মুদিয়া] আমি ধ্যান সিদ্ধ মহাপুরুষ।

ঠাকুর। কেন করেছিস এ দেহ ধারণ?

নরেন। জগতের কল্যাণের জন্যই আমার এ দেহ ধারণ। আমি নারায়ণ।

ঠাকুর। [উচ্চ হাস্য ও নৃত্য] হোঃ হোঃ হোঃ। হাঃ হাঃ হাঃ। ফলে গেছে, ফলে গেছে আমার কথা। মা বলে দিয়েছে, যাবে কোথায়?

নরেন। ঠাকুর। ঠাকুর! [ঘোর কাটিতেছিল]

ঠাকুর। [নরেনের বুকে হাত বুলাইতে লাগিলেন] আয়—আয়—আয়। এত দেরী করে আসতে হয়? সেই সুরেনের বাড়ীতে তুই গান শুনিয়েছিলি। আমি যে তোর আশা পথ চেয়ে

বসে আছি রে! বিষয়ী লোকের সংগে কথা বলে বলে আমার জিভ যে জ্বলে গেল। [চক্ষে অশ্রু টল টল করিতে লাগিল, স্বর গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইল] আমার কথা কি একেবারে ভুলে থাকতে হয়? মাগো! আমার নরেনের মনের বাগানে কুঁড়ি ফুটিয়ে তোল মা. সারা বিশ্ব সৌগন্ধে ভরে যাক।

নরেন। তুমি আমায় অত বাড়িয়ো না। তোমার শান্ত-স্নিগ্ধ স্বভাব-সুন্দর মধুর হাসি নিয়ে, আমার অন্তরে বিরাজ কর। ভস্ম-রাশির মাঝ থেকে আমি আমার জীবনের মাণিক খুঁজে নিই।

ঠাকুর। মাণিক খুঁজতে হবে না তোকে। দুদিন পরে মাণিক জ্বলবে তোর চোখে। সেই আলোকে বিশ্ব খুঁজে নেবে সত্যের পথ।

নরেন। গুরু!

ঠাকুর। তুই যে তুফানের মাঝে ডাগর জাহাজ। ঝঞ্ঝার মাঝে পাহাড়, অজ্ঞানতার অন্ধকারে জ্ঞানের সূর্য। বল—"ওঁ"।

নরেন। 'ওঁ'! ওকি, ওকি গুরু! আবার ওই সূর্যখানা উন্মত্তের মত ঘুরতে ঘুরতে আমার মাথায় আছাড় খেতে আসছে। আমার ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যায়—ফেটে যায়।

ঠাকুর। ভয় কি! মা বরাভয় করে তোর পিছনে দাঁড়িয়ে।

নরেন। [চমকিত•হইয়া] মা! ওঃ কি বিরাট জ্যোতি। চোখ ঝলসে গেল—ঝলসে গেল।

ঠাকুর। যাঃ ধরতে পারলি না? মা ঐ জ্যোতির মাঝে মিশে শূন্যে মিলিয়ে গেল।

ঠাকুর। [নরেনকে ধরিয়া] মাভৈঃ মাভৈঃ।

নরেন। আমায় কোথায় নিয়ে চলেছ গুরু?

ঠাকুর। তোকে নিয়ে যাবে কে? তুই আপনি যাবি ছুটে

তোর চলার পথে, সাগর মহাসাগর পার হয়ে। পথের কাঁটা আপনা হতে যাবে সরে। ওরে, সাধনার কোলে শিশু তুই, ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি তোর। চ, আমি তোকে শুধু জাগার গান শোনাই—জাগাব গান শোনাই।

[নরেনকে লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

গঙ্গাতীর

দ্রুত বিজলীর প্রবেশ।

বিজলী। দেখতে পারলুম না—দেখতে পারলুম না। মায়ের সোনার অংগ ভস্মরাশী হতে দেখতে পারলুম না। রাঙা চরণ দুটি আলতায় রাঙিয়ে দিলুম। রক্তিম সিঁথিতে ঢেলে দিলুম এক থান সিঁদুর। মা আমার মুখে চুমো খেলে না, দিলে না আমার কপালের ঘাম মুছিয়ে। হরিবোল দিয়ে কারা বাড়ী ঢুকলো! দিলু পড়লো উঠানে আছড়ে, সরমা পড়লো মায়ের পায়ে লুটিয়ে। বাবার দিকে তাকাতে পারলুম না, এ কলংকিত মুখ নিয়ে। পালিয়ে এলুম ছুটে। মায়ের দেহ চিতায় ভস্ম হবার আগে, আমি গংগায় ঝাঁপ দিয়ে ক্ষমা চাইব মায়ের পায়ে ধরে। মাগো! আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যোগ]

হরলালের প্রবেশ।

হরলাল। [পথরোধ করিল] বিজলী! আমি এসেছি।

বিজলী। সরে যাও।

হরলাল। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি বিজলী।

বিজলী। আমার মাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে?

হরলাল। না, তবে আর সব আমি ফিরিয়ে দেবো।

বিজলী। পথ ছেড়ে দাও।

হরলাল। সংসারের এই নিয়ম বিজলী। চিরদিন কেউ বেঁচে থাকে না।

বিজলী। কিন্তু এভাবে কেউ মরে না। স্বামী পুত্র কন্যার গাছতলায় আশ্রয় নেওয়ার আতংকে যে মরেছে, তাকে মেরেছ তুমি। তোমার হাতে রক্ত। তোমার জিভ দিয়ে ঝরছে রক্ত। তুমি সরে যাও—সরে যাও।

হরলাল। বিজলী! বিবাহে যৌতুক দেওয়া সামাজিক প্রথা। সব পিতামাতাই কন্যাকে যৌতুক দিয়ে বিয়ে দেয়। সে কন্যাও হাসিমুখে স্বামীকে বরণ করে, স্বামী সুখে শ্বশুর ঘরে দিন কাটায়।

বিজলী। সে কন্যার পিতা সর্বহারা ভিখারী হয় না, বাস্তুভিটে ছেড়ে অনির্দিষ্টের আগুনে ঝাঁপ দেয় না। ওঃ, আমার মত কাল-সাপিনী বিশ্বে বিরল।

হরলাল। আছে—আছে বিজলী! বহু আছে। কন্যাদায়ে কত পিতা মাতা একমাত্র আশ্রয়স্থল হারিয়ে কুঁড়ে বেঁধে জীবন কাটিয়েছে। তাঁদের কন্যারা স্বামীকে ঘৃণা করেনি। শ্বশুরের মাথায় লাথি মারেনি। মা বাবার দুঃখ স্বামীকে আলিংগন করে ভুলেছে।

বিজলী। তারা ভ্রষ্টা। ওঃ তাই এই সমাজের জানোয়ার-গুলোর সাহস বেড়ে গেছে।

হরলাল। জ্ঞানশূন্যা তুমি। এটা নির্জন গংগাতীর তাই।

শহরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, একথা তুমি বললে—বাংলার মেয়ের দল তোমায় কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

বিজলী। কাটুক আমায় বাংলার মেয়ের দল। আমার রক্ত ছিটকে পড়বে তাদের সর্বাংগে। সেই রক্ত সংযমের রক্তচন্দন হয়ে ফুটবে তাদের কপালে। শান্ত হবে রাক্ষসীদের জ্বালাময়ী আসক্তি।

হরলাল। কার অপরাধে তুমি কাকে শাস্তি দিতে চাও বিজলী? বয়স্থা কন্যার বিবাহ দেন পিতা-মাতা, পণ স্বীকার করে নেন তাঁরা। কুমারী কন্যা এর জন্য দোষী নয়।

বিজলী। হ্যাঁ, কুমারী কন্যাই দোষী। আমি নারী। আমি বুঝি নারীর গভীরতম অন্তরের গোপনতা। নারী দেবে সর্বস্ব বিলিয়ে, সুন্দর করে গড়বে সংসার, মরুভূমিতে ফোটাবে পদ্ম। তার বিনিময়ে তার বাপকে দিতে হবে টাকা, সোনার ঘড়ি, সাইকেল। লজ্জা করে না ওই ঘড়ি হাতে বাঁধতে। ওই দেখ ঘড়ির ভেতর কত অশ্রু, কত দীর্ঘশ্বাস জমাট বেঁধে আছে। সাপ হয়ে তোমায় কামড়াবে। তুমি জ্বলে পুড়ে মরবে। [প্রস্থানোদ্যোগ]

হরলাল। কোথা যাচ্ছ—কোথা যাচ্ছ বিজলী?

বিজলী। মরতে। তার আগে কলকাতা সহরের ঘরে ঘরে ফেলে যাবো আমার দীর্ঘশ্বাস, জানাব আমার অন্তরের নিবেদন।

হরলাল। কেউ শুনবে না, কেউ শুনবে না বিজলী।

বিজলী। শুনবে না? ধ্বজা উড়িয়ে, বন্দেমাতরম বলে দেশ উদ্ধার করতে যায়, আর এতবড় সত্যি কথাটা তারা শুনবে না?

হরলাল। বিজলী!

বিজলী। চুপ। কথা বোলো না, মাকালী ভর করেছে আমায়। আমার রুদ্ধশ্বাস ছাড়তে না পারলে আমি ফেটে যাবো—ফেটে যাবো।

হরলাল। [ধরিয়া ফেলিল] বিজলী! বাড়ী চল, আমায় ক্ষমা কর। আমি অমানুষ। আমায় মানুষ হতে দাও।

বিজলী। যাঃ, দিলে ছুঁয়ে। খেলে আমার জাত। আর বাঁচা হলো না। কালী সরে গেল অন্তর থেকে। মাগো, তুই আমার অন্তর থেকে সরে যাসনে। আমায় নে—আমায় নে।

[উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া প্রস্থান।

বিজলী। [নেপথ্যে] মাগো, তোমার কোলে স্থান দাও।

হরলাল। [পশ্চাদ্ধাবন] বিজলী! ছুটো না—ছুটো না। তোমার পা টলছে, গংগায় পড়ে যাবে। বিজলী—বিজলী!

[ছুটিয়া প্রস্থান।

বিজলী। [নেপথ্যে] মা গংগা, আমায় কোল দে, আমার সব জ্বালার শান্তি কর।

হবলাল। [নেপথ্যে] ঝাঁপ দিও না বিজলী, আমি যাচ্ছি।

ব্রাউন সাহেবের প্রবেশ।

ব্রাউন। আরে—বা-বা-বা! ভারী রূপসী মেয়ে তো! ছুটছে দেখ, মরবে গংগায় পড়ে। আরে, ও ছোকরাটা আবার মেয়েটার পেছু পেছু ছুটছে? এই রে, মলো বুঝি দুজনেই। হাঁ, একটা দাঁও মিলেছে। পড়ুক না জলে। একটাকে বিষ খাইয়ে, পাগল করে বাঁদর নাচ নাচাবো, আর একটাকে—হাঃ-হাঃ-হাঃ। আরে, ওই মারলো ঝাঁপ মেয়েটা। জোড়-দাঁও, এই রে ছোঁড়াটাও বুঝি ঝাঁপাবে। মার মার ঝাঁপ। হা-হা, মেরেছে লাফ। কাম ফতে, সন্ন্যাসীর সাজটা পরে নিই। কালা আদমী সন্ন্যাসী দেখলে বড় ভক্তি করে।

[দ্রুত প্রস্থান।

পাগলী গাহিতে গাহিতে উপস্থিত হইল।

পাগলী।—

গীত

তুই ডুববি না জলে
অতলের দুটি হাত, থাকবে তোরে আগুলে।
তোর বুকের করুণ ব্যথা, স্বর্গ হতে দেখছে ধাতা।
দশভুজা দশ হাতে, নেবে তোরে কোলে তুলে।
[ওই] পাদরী ব্যাটার ফন্দি আঁটা, সার হবে শুধু নরক ঘাটা
আসছে ধেয়ে রুদ্রতালে গাঁথবে ত্রিশূলে॥

[প্রস্থান।

অবসন্ন হরলালকে লইয়া ঔষধ হস্তে সন্ন্যাসীবেশী ব্রাউন সাহেবের পুনঃ প্রবেশ।

হরলাল। একটি মেয়ে আমার আগে জলে ঝাঁপালে, তুমি তাকে দেখনি? তুমি তাকে তোলনি?

ব্রাউন। না। কোন মেয়েকে তো আমি দেখিনি।

হরলাল। তবে কেন আমায় তুললে? এ জীবনটা নিয়ে আমি করবো কি? কতক্ষণ আমি অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিলাম? আমি কতক্ষণ আগে ডুবেছিলাম? আমায় ছাড়, একবার খুঁজে দেখি।

ব্রাউন। তুমি অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে। এখন কোথায় পাবে তাকে? এই ঔষধটা খাও দেখি। শরীরে একটু বল পাবে।

হরলাল। না—না, ওষুধ আমি খাব না। বাঁচতে আমি চাই না। আমার বিজলী আকাশে মিলিয়ে গেল। আমায় একটু শান্তি দাও। আমার বুকের মধ্যে তুষের আগুন। আর সহ্য করতে পারছি না।

ব্রাউন। সব ব্যথা জুড়িয়ে যাবে। এইটুকু খাও তো লক্ষী ছেলের মতো। [জোরপূর্বক হরলালকে ঔষধ পান করাইল]

হরলাল। [ঔষধ পানান্তে] একি খাওয়ালে সন্ন্যাসী? আমার গলা থেকে পেট পর্যন্ত যেন পুড়ে যাচ্ছে।

ব্রাউন। ঔষধ কি মিষ্টি হয়? ঔষধ এই রকমই হয়।

হরলাল। না-না, এ ঔষধ নয়। আমার প্রতি লোমকূপে সূচের মত বিঁধছে। শরীরের রক্তগুলো যেন ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে। আমার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে।

ব্রাউন। চিৎকার কোরো না। একটু সহ্য কর। সব ঠিক হয়ে যাবে।

হরলাল। [চিৎকারে] একি অসহ্য জ্বালা। আমার মগজের শিরা উপশিরা ছিঁড়ে যাচ্ছে। তুমি কি খাওয়ালে সন্ন্যাসী?

ব্রাউন। আঃ, বলছি চিৎকার কোরো না।

হরলাল। আমার মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলছি। আমি—আমি কোথায় আছি? কে আমি? ওঃ, কে তুমি? কি বিষ খাওয়ালে তুমি আমায়?

ব্রাউন। আবার চেঁচায়? লোকে শুনলে আমায় বলবে কি?

হরলাল। ওগো আমায় বাঁচাও। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি, আমায় বাঁচাও। তুমি সন্ন্যাসী নও, সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে ডাকাত।

ব্রাউন। আবার শয়তান! চুপ। [চাবুক দ্বারা আঘাত]

হরলাল। উঃ! এর উপর মেরো না। আমার মগজের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। আমি তোমার কি করেছি? কেন আমায় বিষ খাওয়ালে?

ব্রাউন। [পুনরায় চাবুকের আঘাত] আবার চিৎকার?

হরলাল। ওগো আমায় মেরে ফেললে! কে আছ আমায় বাঁচাও—বাঁচাও।

ব্রাউন। [পুনঃ পুনঃ চাবুকের আঘাত] চুপ—চুপ।

হরলাল। গেল, প্রাণ গেল। আমার সব গেল। আমি কে? তুমি কে? কেন তুমি আমায় মারছো?

ব্রাউন। আমি ইংরেজ, তুমি কুত্তা। [সজোরে আঘাত]

হরলাল। ওঃ! [মূর্চ্ছা]

ব্রাউন। এইবার ঠিক হয়েছে। থাক কিছুক্ষণ চুপচাপ। একটু পরেই একেবারে কুত্তা বনে যাবে। যেমন নাচাবো, তেমনি নাচবে। বেয়াদপি করলেই চাবুক কষবো। সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে এসেছি ভারতে। কালা আদমির হাড় মাস খাবো, চামড়া নিয়ে ডুগডুগী বাজাবো। হাঃ-হাঃ-হাঃ, খৃষ্টধর্ম প্রচার করবো। সরকার থেকে মোটা বকশিষ পাবো। কালা আদমিগুলোকে কুত্তা বানাবো। বাংলার মাটির সুন্দরীদের ভোগ করে শাহজাদা হব। মোটা বকশিষ! হা-হা-হা। [হরলালকে চাবুকের আঘাত] এই, ওঠ।

হরলাল। [যেন ঘুম ভাঙিল, স্বাভাবিক সম্পূর্ণ জ্ঞানহারা, যেন পৃথিবীতে নূতন আসিল] অ্যা!

ব্রাউন। ওঠ, তোর নাম কি?

হরলাল। নাম? 'নাম'—কি?

ব্রাউন। ঠিক হায়। [প্রহার] তোর নাম ষ্টুয়ার্ড।

হরলাল। উঃ, মেরো না। বড্ড লাগে।

ব্রাউন। কেউ তোর নাম জিগ্যেস করলে বলবি ষ্টুয়ার্ড। পরিচয় জিগ্যেস করলে বলবি, পাদরী সাহেবের নোকর।

হরলাল। হ্যাঁ, বলবো। তুমি আমায় মেরো না। তুমি যা

বলবে, আমি শুনবো। দেখ আমার ক্ষিদে পেয়েছে। কিছু খেতে দাও না।

ব্রাউন। [ঝোলা হইতে পাউরুটির টুকরা বাহির করিয়া নিজে কিছু খাইয়া] এই নে, খা।

হরলাল। [সম্পূর্ণ উন্মাদের ন্যায় খাইতে লাগিল] বা! বা! আমি সবটা খাব। সবটা খাব। কেমন! আমায় মেরো না। আমি সব বলবো, আমি তোমার নোকর।

ব্রাউন। চল। ওই লাল বাড়ী, ওই আমাদের আস্তানা।

হরলাল। যাচ্ছি—যাচ্ছি। [চলিতে চলিতে] আমার বিয়ে হবে। শাঁখ বাজছে। না না, আমি যাব না। কে তুমি? কোথায় নিয়ে যেতে চাও আমায়?

ব্রাউন। তবে রে কুত্তা! [সজোরে আঘাত] চল চল।

হরলাল। মেরো না—মেরো না। আমি মরে যাবো। আমি যাচ্ছি—যাচ্ছি। [কাঁদিয়া ফেলিল] আমার ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে। মাথার শিরাগুলো যেন কে দুহাতে করে ছিঁড়ছে। মেরো না, আমি যাচ্ছি। আমি তোমার নোকর—আমি নোকর—আমি নোকর। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান, পশ্চাতে ব্রাউনের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

দক্ষিণেশ্বর মন্দির উদ্যান

প্রফুল্ল চিত্তে ফুলের সাজি হস্তে ঠাকুরের প্রবেশ।

ঠাকুর। মাগো! তোর কত দয়া মা। তুই কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী ভক্ত মিলিয়ে দিলি,—নরেনকে আমার বুকে এনে দিলি। মাগো! তাকে যেন বলিসনে—কে সে। তাহলে আর দেহ রাখবে না। আমায় ফাঁকি দিয়ে পালাবে। আমায় তো কিছু করতে দিলি না মা! সবই তার জন্য পুঁজি করে রাখলাম। [মহাউল্লাসে] একদিন পৃথিবীশুদ্ধ লোক তাকে চিনবে। বেদান্তের বুক চিরে আত্মা পরমাত্মার মিলন সেই তো পৃথিবীর মানুষ-গুলোকে দেখাবে। আমার কত আনন্দ। তোকে মনের মতো সাজাবো, তোকে গান শোনাবো। তাই তো নিজের হাতে বেছে বেছে ফুল তুলছি। [সহসা সাজির দিকে দেখিয়া] অ্যাঁ! সাজি ভর্তি ফুল তুললাম, আমার ফুল কে নিলে গো?

পশ্চাতে বালিকাবেশে মা আদ্যাশক্তির আবির্ভাব।

আদ্যাশক্তি। [মধুর হাসি হাসিলেন। সুরে হাস্যধ্বনি]

ঠাকুর। আমি ঠিক ধরেছি। বেটি সাজবার লোভে নিজেই হাজির। দাঁড়া মা, পা দুটোতে জবাফুল দিয়ে একটা পেন্নাম করি মা।

আদ্যাশক্তি। [মধুর হাসি হাসিয়া] আমায় ধরতে পারবে না।

[সুরে হাস্যধ্বনিতে উদ্যান মুখরিত করিয়া অন্তর্ধান।

ঠাকুর। ইস! পালিয়ে গেলি? গদার রাগ তোর মনে নেই বেটি? তোর হাতের খাঁড়া নিয়ে গলায় বসাতে গেলাম, তখন বেটি ছুটে এসে দেখা দিলি। সকালে আমার কত কাজ। এখন কি লুকোচুরি খেলার সময় মা? [ভাবাবেগে] আয় মা! রাঙা পা, রাঙা জবায় সাজিয়ে দিই। আয় বেটি, আয়!

আদ্যাশক্তির পুনঃ আবির্ভাব।

ঠাকুর। [মায়ের চরণে ফুল দিতে দিতে ভাব সমাধিতে ডুবিয়া গেলেন]

আদ্যাশক্তি। ভাব সমাধিতে ডুবে আমার আদ্যাশক্তি রূপ দেখ ভক্ত। তোর নরেন আসছে; সেই তোকে জাগাবে। তোর নরেন যে গোঁয়ার, আমি পালাই বাবা।

[অন্তর্ধান।

[সুর বাজিতে থাকিবে]

চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে নরেনের প্রবেশ।

নরেন। দেখ কাণ্ড! সকাল সকাল প্রণাম করে বাড়ী যাব, না এখন সমাধিতে ডুবে আছেন। [নিকটে আসিয়া] ঠাকুর! ঠাকুর! [ঠাকুর পূর্ববৎ নীরব নিশ্চল] আঃ! বেলা হয়ে যাচ্ছে, এখন করি কি? ঠাকুর! ঠাকুর!

সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

সন্ন্যাসী। ঢাক বাজালেও ও ঘুম ভাঙবে না। "ডুবু ডুবু রূপ-সাগরে" গাও, তবেই সমাধি ভাঙবে।

নরেন। সন্ন্যাসীদা, এই আমি উঠলাম। এখন গলা দিয়ে গান বেরুবে না, তুমিই গাও।

সন্ন্যাসী।—

গীত

ডুবু ডুবু রূপসাগরে আমার মন।
তাল তল পাতালে খুঁজিলে পাবি রে প্রেমরত্নধন॥
খুঁজ খুঁজ খুঁজ, খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ॥

[প্রস্থান।

ঠাকুর। [সমাধি ভাংগিল ; প্রণাম করিয়া] মা—মাগো ! এ কি, কোথায় পালালি বেটি ?

নরেন। আপনি জেগে জেগেও স্বপ্ন দেখছেন 'মা আর মা !' মা কোথায় ? এখানে আমি—নরেন।

ঠাকুর। ও, নরেন ! [তাড়াতাড়ি উঠিয়া নরেনকে বুকের নিকট লইয়া] তুই পারবি রে, তুই পারবি।

নরেন। কি পারবো ?

ঠাকুর। পৃথিবী জয় করতে। [নীচুস্বরে] মা বললে রে, নরেন জগত মাতাবে।

নরেন। ওই জন্যই লোকে আপনাকে 'পাগল ঠাকুর' বলে। মা আপনাকে সবই বলেছে।

ঠাকুর। এ্যাঁ ! মাকে তুই বিশ্বাস করলিনে ? ওরে, বছরের পর বছর কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছি। তুই পাঁঠার মাংস পেঁজ দিয়ে ঘি দিয়ে রান্না করে খাস, আর আমি খেয়েছি মরা মানুষের পচা গলা মাংস।

নরেন। সত্যি !

ঠাকুর। ও বেটি আমায় কম যাচাই করেছে রে ! শুধু কি মড়ার মাংস খাইয়ে ক্ষ্যান্ত হয়েছে বেটি।

নরেন। ঠাকুর ! আপনি কি—আপনি কে ?

ঠাকুর। তোর গুরু রে বেটা, তোর গুরু।

নরেন। পচা মাংস আপনাকে কে খাওয়ালে ঠাকুর ?

ঠাকুর। এক ভৈরবী। বিশ্বেস না হয়, দেখবি কি করে মাংস খাওয়ালে ? আরও দেখবি বেটি স্থন্দরী সেজে ল্যাংটা হয়ে—

নরেন। না—না, আমি দেখবো না, দেখতে পারবো না।

ঠাকুর। তুই শিবের আধার, তুই সব পারবি। তাকা, আমার চোখে চোখ রেখে একদৃষ্টে চেয়ে থাক।

নরেন। [তথাকরণ]

ঠাকুর। রাত্রি দুপুর ! [কিছুক্ষণ নরেনের দিকে চাহিয়া] ওই শোন, কি রকম মেঘ ডাকছে ! ওরে বাপরে, বাজের কি শব্দ রে !

[অন্তর্ধান ; নরেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও ভাবাবেশে অভিভূত হইল]

সন্ন্যাসী গাহিতে গাহিতে আসিল।

সন্ন্যাসী।—

গীত

চিন্ময় মম মানস হরি চিঘন নিরঞ্জন।
কিবা অনুপম ভাতি মোহন মুরতি ভকতহৃদয়রঞ্জন।
নব রাগে রঞ্জিত কোটি শশী বিনিন্দিত
কিবা বিজলী চমকে সে রূপ আলোকে পুলকে শিহরে জীবন।

[প্রস্থান।

[গান থামিলে ভূতপ্রেত আসিয়া কিছুক্ষণ নৃত্য করিয়া অন্তর্হিত হইল। নরেন দেখিতে পাইল—]

গলিত শবের মাংস হস্তে ভৈরবী ও তাহার আকর্ষণে যুবক গদাধর আসিতেছিল। গদাধরের গায়ে মাথায় ধূলামাটি, নগ্ন দেহ।

ভৈরবী। খাও, এই মাংস খাও।

গদাধর। ও মাগো, এই পচা গলা মাংস খাওয়া যায় নাকি?

ভৈরবী। ছিঃ বাবা, কোন কিছুতেই ঘৃণা করতে নেই। মন থেকে ঘৃণাকে বিদেয় কর, তবে তো সিদ্ধ হবে যোগ সাধনায়। খাও—

গদাধর। ওরে বাবা রে, আমি পারবো না। ওর পচা গন্ধে পেট থেকে আমার নাড়ী-ভুঁড়ি বেরিয়ে আসছে। আমি খেতে পারবো না।

ভৈরবী। তুমি সব পারবে। এই দেখ আমি খাচ্ছি। নাও—

গদাধর। [মাংস খাইতে লাগিল]

ভৈরবী। [গদাধরের হাতে জল দিয়া] বাঃ!

[সহসা ভূতপ্রেতের পুনঃ আবির্ভাব ও নৃত্য]

গদাধর। ও মাগো! হাজার হাজার ভূত নাচছে, আমায় ভয় দেখাচ্ছে। ওই আসছে, আমায় তেড়ে মারতে আসছে—

ভৈরবী। [কমণ্ডলুর জল ছড়াইয়া] মাভৈঃ—মাভৈঃ! শান্তি—শান্তি! [ভূতগণ অন্তর্হিত হইল ও সংগে সংগে এক সুন্দরী যুবতী আবির্ভূতা হইল] ওই দেখ বাবা, ভূতপ্রেত নেই। কি সুন্দর একটি মেয়ে তোমার সাধনার পথে এগিয়ে দিতে দাঁড়িয়ে আছে।

গদাধর। ওকে আবার কেন আনলে? আমার বড্ড ভয় করছে।

ভৈরবী। তুমি জিতেন্দ্রিয়। তুমি জান, সবই আদ্যাশক্তির অংশ। এস মহামায়া—[যুবতী নিকটে আসিল] তুমি বসন ত্যাগ করে নগ্ন রূপে বসো ওই বেদীর ওপর।

গদাধর। ওরে বাবা রে, ওকে ল্যাংটা কোরো না—আমায় খেয়ো না।

ভৈরবী। বাবা গদাধর! আমি তোমায় যে মন্ত্র দেবো, ওই নগ্ন যুবতীর কোলে বসে সেই মন্ত্র জপ করো।

গদাধর। [ভৈরবীর পদতলে আছড়াইয়া পড়িল] মাগো, তোর ত্রিশূলটা আমার পেটে বসিয়ে দে, আমায় শেষ করে দে মা। আর সইতে পারি না মা, সইতে পারি না।

ভৈরবী। কেন বিচলিত হচ্ছ? তুমি সদ্যপ্রসূত শিশু, তোমার সামনে বসে আছে তোমার মা।

[ভৈরবী গদাধরের হাত ধরিলেন, গদাধর চক্ষু মুদিল। যুবতী অদৃশ্য হইল, তৎপরিবর্তে মা-কালী আবির্ভূতা হইয়া বেদীতে বসিলেন, ভৈরবী গদাধরকে মায়ের কোলে বসাইলেন]

গদাধর। [মন্ত্র জপ করিয়া] মাগো! কোল থেকে আর যেন নামাসনে মা!

ভৈরবী। কি দেখছো?

গদাধর। হাজার চাঁদের আলো আমার মনের মন্দিরে জ্বলেছে, মা জগত্তারিণী আমায় কোলে করে দোল দিচ্ছে।

ভৈরবী। [গদাধরের মস্তক স্পর্শ করিয়া] তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তুমি কালজয়ী, তুমি জিতেন্দ্রিয়, তুমি ঈশ্বরের অবতার। চোখ মোদ।

গদাধর। আহা, কত আলো মা। ও তো জ্বালানো আলো নয়, আসছে দুটি শিশু।

ভৈরবী। ত্রেতার রাম, দ্বাপরের কৃষ্ণ আশ্রয় নিতে আসছে তোমাতে।

[বালকবেশী রাম ও কৃষ্ণ আসিয়া গদাধরের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইল]

ভৈরবী। কি দেখছো বাবা ?

গদাধর। স্বতঃ রজঃ তমঃ, তিনজনে আমার গলা জড়িয়ে চুমো খাচ্ছে। আমার বড্ড লজ্জা করছে।

ভৈরবী। রাম ও কৃষ্ণ তোমার দেহে জ্যোতির আকারে বিলীন হচ্ছে। [রাম ও কৃষ্ণ গদাধরের দেহে প্রবেশ করিল] ত্রেতার রাম, দ্বাপরের কৃষ্ণ—কলিতে গদাধরের একই দেহে রামকৃষ্ণ। কামার-পুকুরের গদাধর আজ দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ।

গদাধর। আমি রাম, আমি কৃষ্ণ ; আমিই কৃষ্ণ, আমিই রাম। আমি রামকৃষ্ণ।

[এক এক করিয়া সকলের প্রস্থান।

[সহসা ঝড় উঠিল ; ঝড়ের মাঝে নরেনের চোখ হইতে অতীতের দৃশ্য অন্তর্হিত হইল]

নরেন। [নিদ্রাভিভূতের ন্যায়] আমি কৃষ্ণ, আমি রাম—আমি রামকৃষ্ণ ! আমার গুরু রামকৃষ্ণ !

[উদাস নয়নে ধীরপদে প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

পথপার্শ্বস্থ প্রাংগন

ছিন্ন বসন পরিহিতা পাগলী গাহিতেছিল।

পাগলী।—

গীত

অন্ন দে, বসন দে, দে রে মাথা গোঁজার কুঁড়ে।
উদর জ্বলে চরণ টলে, চোখ মুদে যায় আঁধারে।
কথা শুনবো না, তাতে পেট ভরে না,
(মোর) ছিন্ন বসন পড়বে খসে, লজ্জা ঢাকে না।
সত্য হলো গল্প কথা, ব্যথায় কাঁদে হিয়া রে।

নরেন আসিল।

নরেন। তোমার কি কেউ নেই? আহা, বড় অভাব তাই কাঁদছো?

পাগলী। পালাও—পালাও, ভূমিকম্প হচ্ছে।

নরেন। ভূমিকম্প? কই, না। কোথায় ভূমিকম্প?

পাগলী। আমার বুকে। দেখছো না, সারা বুকটা থর থর করে কাঁপছে।

নরেন। তুমি না খেয়ে বড় দুর্বল হয়ে পড়েছ, তাই তোমার শরীর কাঁপছে। [হাত ধরিতে গেল]

পাগলী। ধরো না—ধরো না, কাপড়খানায় হাত নাগলে ঝুর ঝুর করে খসে পড়ে যাবে। একেবারে পচে গলে গেছে। দেখছো না, বুকটাকে ঢাকতে পাচ্ছি না—

নরেন। [চমকিত হইলেন, সারা অন্তর ব্যথায় ভরিয়া গেল] ওঃ! ডাকাতি করে নিয়ে গেছে,—ডাকাতি করে নিয়ে গেছে আমার দেশের সর্বস্ব ওই বিদেশী ইংরেজ। আমার দেশমাতৃকার রত্নহার ছিঁড়ে নিয়ে গিয়ে, ঝুলিয়েছে লণ্ডনের বুকে ; আমার মায়ের বুক খালি। ঈশ্বর! ঈশ্বর! [অশ্রুতে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল]

পাগলী। এঃ! তুমি কেঁদে ফেললে? চোখে আগুন জ্বাল। ওই দেখ পাদ্রী সাহেব ডোমপাড়ার মেয়ে মরদগুলোকে কি বোঝাচ্ছে, আর গির্জার দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখাচ্ছে। গেল—গেল, সব হিন্দু খৃষ্টান হয়ে গেল। ছোট্—ছোট্। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন, নরেন হচ্ছে নারায়ণ। তোমার ঠাকুরের বাণী সত্য কর, ধর্মের গ্লানি ঘোচাও। ধর্মের গ্লানি ঘোচাও।

[দ্রুত প্রস্থান।

নরেন। আমি বাঁচাবো ধর্ম ত্যাগের কলংক হতে ওই দরিদ্র নরনারীকে। পাদরীর ষড়যন্ত্রের মুখে ছাই তুলে দেবো, আমার দরিদ্র ভাইদের বুকে তুলে নিয়ে।

[প্রস্থান।

পাদরী ব্রাউন সাহেব সহ ভীম ও অন্যান্য ডোম নরনারী কথা বলিতে বলিতে উপস্থিত হইল।

ব্রাউন। বুঝছো তো, হিন্দুধর্ম ধর্মই নয়? তোমাদের ধর্মের মানুষ তোমাদের ছোঁয় না, গায়ে ছায়া লাগলে থুথু ফেলে।

পাছে তোমাদের গায়ের গন্ধ নাকে ঢোকে তাই নাকে কাপড় দেয়। তাদের ধর্ম নিয়ে থেকে তোমাদের লাভ কি?

ভীম। কিচ্ছু লাভ নেই সাহেব। যত নোংরা কাজ আমাদের দিয়ে করিয়ে নেবে, আর আমাদেরই দেখে নাক শেটকায়।

ব্রাউন। তাছাড়া একটা গাছ, সেও ঈশ্বর—খড় কাদার পুতুল, সেও ঈশ্বর। হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের ছড়াছড়ি।

ভীম। ও ঈশ্বর ঠাকুর আমাদের জন্য নয় সাহেব। ভগবতী পূজোয় ঢাকের বাদ্যিই কানে শুনি, পীতিমে দেখা আমাদের জোটে না। মন্দিরে ঢুকতে গেলে কুকুর তাড়ানো করে তাড়ায়। আমরা সবাই হিন্দুধর্ম ছাড়বো; আমরা সবাই খৃষ্টান হবো।

ব্রাউন। চল—চল গির্জায় চল। তোমাদের সকলকেই খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দেব।

নরেনের প্রবেশ।

নরেন। চুপ। গায়ে পড়ে ধর্ম দিতে আস কে তুমি? কি অধিকার তোমার?

ব্রাউন। জান না, আমি ধর্মযাজক! ইংলণ্ডের রাজা আমায় পাঠিয়েছেন ধর্মহীন ভারতে ধর্মপ্রচার করতে।

নরেন। কে বলে ভারত ধর্মহীন? ভারত ধর্মের বটবৃক্ষ। সেই বৃক্ষের একটি ফল তোমরা খৃষ্টান। এই ভারতের পুণ্যময় মাটিতে উঠেছে বেদের গান, এই বেদের একটা বর্ণ নিয়ে গেছে সাগরপারে। সেই তোমরা ধর্ম শেখাবে ভারতের হিন্দুকে?

ব্রাউন। তোমাদের আবার ধর্ম! খড় মাটির পুঁতুলকে সামনে বসিয়ে, ভগবান ভগবান করা।

নরেন। মূর্খ তুমি। সে ভাব তোমায় বোঝালেও, বোঝবার মত মাথা নেই তোমার।

ব্রাউন। যাও—যাও, অনধিকার চর্চা করো না।

নরেন। অনধিকার চর্চা আমার নয় বিধর্মী, তোমার। [ভীমের প্রতি] ভাইসব! চোরের উপর রাগ করে ভুঁয়ে ভাত খাবে তোমরা? তোমরা জাগ। যে ঘৃণা করে, তার টুঁটি চেপে ধর। তোমার দাবী গায়ের জোরে আদায় কর।

ভীম। আমাদের কি সে শক্তি, সে অধিকার আছে বাবু?

নরেন। [দৃঢ়স্বরে] আছে আছে। তুমি আমি সমান। একই শিব্ বিরাজ করছেন তোমার আমার সর্বজীবের অন্তরে। তোমরা ডোম নও, মানুষ। তোমরা ঘৃণ্য নও, দরিদ্র নারায়ণ। তোমরা আমার ভাই। আমার বন্ধু, আমার রক্ত। [ভীমকে আলিংগন]

ভীম। ওরে এইতো আমাদের ধর্ম। আমাদের ধর্মের তুফান বইছে এই বুকে। আমাদের ধর্মের চাঁদপানা আলো এই চোখে। চৈতন্যের ছাপ লেগে গেছে আমার বুকে। ওরে, সবাই বল, জয় হিন্দুধর্ম, জয় হিন্দুধর্ম।

সকলে। জয় হিন্দুধর্মের জয়।

ব্রাউন। তোমায় সাজা নিতে হবে অর্বাচীন। সরকার বেতন দিচ্ছে আমায় মাসে মাসে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য। তুমি আমার কর্তব্যে বাধা দিচ্ছ, তোমার চরম সাজা হবে।

নরেন। সাজা! হাঃ-হাঃ-হাঃ।

দ্রুতপদে কালুয়ার প্রবেশ।

কালুয়া। ওগো, আমার বাবা মরে যাচ্ছে। রোগে ভুগে ভুগে

বিছানায় পড়ে আছে। উঠতে পারে না, কাজ করতে পারে না। আজ না খেতে পেলে মরে যাবে। আমায় কিছু ভিক্ষে দাওনা।

নরেন। [পকেট হইতে একটি টাকা লইয়া] এই নাও ভাই। তোমার বাবার জন্য খাবার কিনে নিয়ে যাও। তাকে খাওয়াও, তাকে বাঁচাও।

কালুয়া। আপনার জয় হোক, আপনার জয় হোক।

[প্রস্থান।

নরেন। দেখছো দুষমন! এক টুকরো রুটির অভাবে মানুষ মরে যাচ্ছে। মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা আনছে ইংলণ্ড থেকে খৃষ্টধর্ম বিস্তারে ; কিন্তু একটি কপর্দক কি ব্যয় করেছো যারা না খেয়ে মরছে তাদের জন্যে ?

ব্রাউন। রুটির জন্য টাকা রোজগার করতে হয়, আকাশ থেকে পড়ে না, মাটি থেকে ওঠে না। দাঁড়াও তোমায় ঠাণ্ডা করছি।

[প্রস্থান।

কাঁদিতে কাঁদিতে কালুয়ার পুনঃ প্রবেশ।

কালুয়া। ওগো! তোমার টাকা ফিরিয়ে নাও। বাবা খেলে না গো। বাবা জন্মের মত চলে গেল।

ভীম। মারা গেল! নীলু সর্দার মারা গেল?

নরেন। কাঁদিসনে ভাই, কাঁদিসনে। বাবা কারোরও চিরদিন থাকে না রে, চিরদিন থাকে না।

কালুয়া। বাবা না খেয়ে মরে গেল। দুটি খেতে পেলে মরতো না গো।

নরেন। প্রবাদ আছে ঈশ্বরের রাজ্যে কেউ উপবাসী থাকে না।

কিন্তু আজকের রাজত্ব ঈশ্বরকে হারিয়েছে। মানুষ খেতে না পেয়ে ইহলোক ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

কালুয়া। ওগো, আমরা কোথায় দাঁড়াবো, কি খেয়ে আমরা বাঁচবো ?

নরেন। আমি যদি খেতে পাই, তোর মা ভাই উপবাসী থাকবে না। আমি ভিক্ষে করে তোদের মুখে অন্ন দেবো, শোকে সান্ত্বনা দেবো, তোর মলিন মুখে চুমো খেয়ে হাসি ফোটাবো।

কালুয়া। তুমি আমার চুমো খেলে, তোমার জাত যাবে না ?

নরেন। ওরে, আমার ছোট ভাই ভূপেন আর বস্তির কালুয়া দুই সমান। চল ভাইসব! আমরা সকলে মিলে কাঁধে করে কালুয়ার বাপকে শ্মশানে নিয়ে যাই।

ত্বরিতপদে ঘনশ্যামের প্রবেশ।

ঘনশ্যাম। খবরদার! খুব বাহাদুরী হয়েছে। ডোমের মরা বইতে তোমার যাওয়া হবে না।

নরেন। কেন ?

ঘনশ্যাম। ওরা অস্পৃশ্য। তাই সমাজ ওদের দূরে সরিয়ে রেখেছে। ওরা নীচ কাজ করে, তাই নীচুতে পড়ে আছে।

নরেন। হে উচ্চ জাতি! প্রবৃত্তি আজ রূপান্তরিত হয়েছে তোমাদের মধ্যে। তোমাদের অন্তরের পচা প্রবৃত্তি থেকে রক্তপুঁজ ঝরছে, তা থেকে অসংখ্য বিষাক্ত পাপের কীটাণু উৎপন্ন হয়ে দংশন করছে জাতিকে, সমাজকে, দেশকে।

ঘনশ্যাম। বুঝেছি তোমার মত খেয়ালী যুবকের হঠকারিতায় সমাজের শৃংখল ছিঁড়ে যাবে। জান, এরা চলমান শ্মশান।

নরেন। চলমান শ্মশান তোমরা। তুদিন পরে দেখবে, নূতন ভারতের উদ্ভব হবে—কাস্তে, লাংগল হাতে নিয়ে চাষার ঘরের মাটি ফুঁড়ে, জেলে মুচি মেথরের ঢুপড়ির ভেতর থেকে, কালী-ঝুলী মেখে, কল-কারখানার বুক ফাটিয়ে।

ঘনশ্যাম। [ক্রোধে] তোমায় সমাজচ্যুত করবো।

নরেন। আমার সমাজ, ঠাকুর রামকৃষ্ণ আর এই ডোম চাঁড়াল মুসলমান, সাম্যের পতাকাতলে মিলিত ভারত সন্তান।

ঘনশ্যাম। মরুক তোমার ভারত সন্তান।

নরেন। তোমরা মর। এরা যুগযুগ তুঃখ লাঞ্ছনা ভোগ করে অর্জন করেছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা, ব্যথির ব্যথা অনুভব করবার উচ্চ হৃদয়। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে পাহাড় ডিংগিয়ে সাগর পার হয়ে ছিনিয়ে আনবে ভারতের হারিয়ে যাওয়া স্বর্ণমুকুট।

ঘনশ্যাম। নরেন!

নরেন। গীতা চণ্ডী বেদ পুরাণ যা আছে তোমার জিহ্বাতে, দিয়ে দাও এদের হাতে। এরাই পরিচালনা করবে ভবিষ্যৎ ভারত।

[ভীম প্রভৃতি সহ প্রস্থান।

ঘনশ্যাম। ওঃ! ডোমের মড়া কায়েতের কাঁধে উঠলো, সমাজের সব বাঁধন খসে গেল। বর্ণহিন্দু! যদি বাঁচতে চাও, কায়েতের তুরন্ত বাচ্ছাকে ধ্বংস কর।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুন্দরের বাড়ীর কক্ষ

চাঁপা পদচারণা করিতেছিল।

চাঁপা। উঃ, বাপরে! কি বৃষ্টি—কি ঝড়! গাছগুলো ভেঙে পড়বে নাকি? রাস্তার জল ঘরে ঢুকবে, গংগা সহর সব এক হয়ে যাবে। বাপরে বাপ! জলে কিছু দেখা যায় না, সব তোলপাড়—সব তোলপাড়।

ছড়ি হস্তে ধূমপান করিতে করিতে সুন্দরের প্রবেশ।

সুন্দর। ছ্যাঃ ছ্যাঃ, আজকের দিনটাই পণ্ড। কোন কাজ হলো না, মিছিমিছি ঘুরেও মলুম—ভিজেও গেলুম। আসল কাজে ফক্কা।

চাঁপা। কি মহৎ কাজে গেছলে গো? দক্ষিণেশ্বরে নাকি?

সুন্দর। দক্ষিণেশ্বরে যাব আমি? রাম—রাম! যতসব বুজরুকের দল।

চাঁপা। থামো। দক্ষিণেশ্বরে মায়ের পায়ের তলায় যারা পড়ে আছে, তারা বুজরুক; আর পয়সা পিশাচ তুমি, তুমি হলে খাঁটি?

সুন্দর। আমি পরের কথায় থাকি না, নিজের কাজেই ঘুরি।

চাঁপা। তাইতো জিজ্ঞেস করছি, কি কাজে গেছলে।

সুন্দর। গেছলাম সিমলের বিশ্বেশ্বর উকিলের কাছে হরলালের শ্বশুরের নামে আর্জিটা করতে। ভদ্রলোক কাল রাত্রে হঠাৎ হার্ট ফেল করে মারা গেছেন।

চাঁপা। এঁ্যা! বিশ্বেশ্বরবাবু মারা গেছেন? তিনি ঠাকুরের শিষ্য নরেনবাবুর বাবা তো?

সুন্দর। হ্যাঁ। একখানা উকিল ছিল বটে।

চাঁপা। আহা, নরেনবাবু সাধুমানুষ, বেচারীর মাথায় সংসার পড়লো। ধর্মে-কর্মে মস্ত ব্যাঘাত হলো।

সুন্দর। ওঃ, নরেনবাবুর জন্য যে তোমার প্রাণ মুচড়ে উঠল।

চাঁপা। তোমার মনটা যেমন ইতর, মনটাও তাই।

সুন্দর। কি, আমি ইতর?

চাঁপা। চুপ। এক কাজ কর, এই টাকা নাও, বাজার থেকে কিছু কমলালেবু আর গোটা ছয়েক কপি কিনে বাবাকে দিয়ে এস।

সুন্দর। আজ আমার শরীর বেজায় খারাপ।

চাঁপা। বাজে কথা রাখ। যা বলছি শোন।

[নেপথ্যে পিয়ন ডাকিল—"টেলিগ্রাম আছে বাবু—"]

সুন্দর। টেলিগ্রাম! কিসের টেলিগ্রাম? দেখি আবার কি হল।

[প্রস্থান।

চাঁপা। যা-ই ফাটুক আর ফুটুক, আমার হুকুম তামিল করা চাই। এরা জানে শুধু টাকা। টাকা খরচের ভয়ে জলজলে মিথ্যা কথা বলে গেল—"আমার শরীর ভাল নয়।"

টেলিগ্রাম হস্তে সুন্দরের পুনঃ প্রবেশ।

সুন্দর। চাঁপা! পড়ে গিয়ে বাবার পা ভেঙে গেছে, তাই টেলিগ্রাম করেছেন। আমায় এখনই যেতে হবে।

চাঁপা। তুমি কি ডাক্তার? পা ভেঙে গেছে, ডাক্তারে চিকিৎসা করবে—ব্যস, ফুরিয়ে গেল। তুমি কি জন্যে যাবে শুনি? যা বললাম শোন। কামারপাড়ায় কপি লেবু পৌঁছে দিয়ে এস।

সুন্দর। তোমার বাবাকে কপি লেবু খাওয়াতে যেতে হবে, আর আমার বাবার পা ভেঙে গেছে—তিনি শয্যাশায়ী, তাঁর সেবা শুশ্রূষা চিকিৎসার জন্য আমার সেখানে যাওয়া কি বেশী দরকার নয়? আমার উপর কি আমার বাবার কোন দাবী নেই?

চাঁপা। মোটেই না। তোমার বাবা আমার বাবার কাছে কড়কড়ে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে তোমায় আমার কাছে বিক্রি করে গেছে।

সুন্দর। চাঁপা!

চাঁপা। এখন তোমার উপর সব অধিকার আমার।

সুন্দর। চাঁপা! মা বাবার সংগে কি কোন সম্পর্ক তুমি রাখতে দেবে না?

চাঁপা। বোঝ না কেন! বেচা জিনিষ ছুঁলে যে পাপ হয়।

সুন্দর। আমার বাবার কোন সম্মান তুমি দেবে না?

চাঁপা। আমার বাবার কি সম্মান তোমার বাবা দিয়েছিলেন? আমার বাবা এক হাজার টাকা কম দিতে চেয়েছিলেন, তোমার বাবা হুংকার ছেড়ে বলেছিলেন, "এটা আলু বেগুন নয় যে দর কষবে; বি-এ পাস ছেলে, পার তো পাঁচ হাজার গুনে দাও, অন্যথায় বিরক্ত না করে পথ দেখো।" কথাগুলো মনে পড়লে গা জ্বালা করে।

সুন্দর। তাহলে তোমার স্বামী সেবা কি বাহ্যিক?

চাঁপা। নিশ্চয়। শুধু কর্তব্য—কর্তব্যের খাতিরে ভাত রাঁধি, সংসারের কাজ করি, এক বিছানায় রাত কাটাই।

সুন্দর। কি বলছো তুমি চাঁপা! তুমি কি আমায় পাগল করবে?

চাঁপা। আর কথা বাড়িও না। এগারটার ট্রেন ধরবে, যাও।

নেপথ্যে উপানন্দ। সুন্দরবাবু আছেন—সুন্দরবাবু?

চাঁপা। কে—হরলালের শ্বশুর না? ভেতরে আসতে বল।

সুন্দর। ভেতরে এস।

উপানন্দের প্রবেশ।

উপানন্দ। আপনার দুটি হাতে ধরে অনুরোধ করছি, আমায় কিছু সময় দিন। নালিশ করে বাস্তুভিটেটা নেবেন না।

সুন্দর। ধার করলে শোধ করতে হবে না?

উপানন্দ। আমি শোধ করব বাবু! সবই তো নিজের চোখে দেখলেন। হাতচিঠি লেখার সংগে সংগেই বিজলীর মা গলায় দড়ি দিয়ে মরল। শ্মশান থেকে ফিরে এসে বিজলীকে আর দেখতে পেলাম না। কত খোঁজাখুঁজি করলাম, কেউ বলতে পারলে না। বোধহয় মা আমার নেই!

সুন্দর। খোঁজ করে দেখগে, হরলালকে নিয়ে বাসা বেঁধে তোফা দিন কাটাচ্ছে।

উপানন্দ। না, না সুন্দরবাবু! আপনি তো নিজের কানে শুনেছেন; সে চিৎকার করে বলেছে—যে তার মায়ের মৃত্যুর কারণ হয়েছে, তাকে সে স্বামীত্বে গ্রহণ করবে না। সে বিবাহের একটি মন্ত্রও উচ্চারণ করেনি।

চাঁপা। [স্বগত] বাঃ, এই তো খাঁটি মেয়ে! যদি কোনদিন দেখা পাই, তার পায়ের ধূলো সর্বাংগে মাখবো।

সুন্দর। ওসব চলবে না। সাতদিনের মধ্যে টাকা চাই-ই।

উপানন্দ। নির্দয় হবেন না বাবু! আমি গিরিশবাবুর কাছে চাকরি পেয়েছি, কিছু কিছু করে শোধ করব। দয়া করুন।

সুন্দর। [ভেংচাইয়া] কিছু কিছু করে! যেন উনি আমায় দয়া করছেন।

উপানন্দ। সবই পণ্ড হয়ে গেল বাবু! হাতচিঠি লিখে আপনার হাত থেকে টাকা নিয়ে আপনার ভগ্নিপতির হাতে দিলাম, সংগে সংগে আমার স্ত্রী আত্মহত্যা করল, মেয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

চাঁপা। তাই নাকি? দেখি হাতচিঠি -

সুন্দর। সে পরে দেখো'খন।

চাঁপা। বার কর না—দরকার আছে আমার।

সুন্দর। এই নাও।

চাঁপা। এটা আপনার স্বাক্ষর?

উপানন্দ। হ্যাঁ মা!

চাঁপা। আপনি টাকাটা এঁর হাত থেকে নিয়ে এঁর ভগ্নিপতির হাতে দিয়েছিলেন?

উপানন্দ। হ্যাঁ মা।

চাঁপা। ওই টাকা তোমার ভগ্নিপতির কাছ থেকে আদায় কর।

সুন্দর। কেন?

চাঁপা। কেন নয়? তুমি পেতেছিলে জুয়াখেলার ছক, আর তোমার দাদাবাবু ছিলেন তোমার দলের খেলোয়াড়। আসলে এ হাতচিঠি জাল।

সুন্দর। না—না, এ আসল দস্তখৎ।

চাঁপা। এ মিথ্যে, এ শয়তানী! শয়তানীর জাল আমি ছিঁড়ে কুচি কুচি করব।

সুন্দর। ছিঁড়ো না, ছিঁড়ো না চাঁপা! এর অনেক দাম।

চাঁপা। হ্যাঁ, সত্যিই এর অনেক দাম। এ দাম তুমি দিতে

পারবে না। এইটুকু কাগজের মধ্যে আছে কত দীর্ঘশ্বাস, কত কান্না, সব হারানোর অন্তর নেংড়ানো চোখের জল। এ কাগজ ঘরে থাকলে ঘরের ইটকাঠ, মানুষগুলোর সুখ শান্তি মান প্রাণ সব পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে। [হাত চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলিল]

সুন্দর। চাঁপা—

উপানন্দ। মা—

চাঁপা। যান, আপনি মুক্ত। এ টাকার জন্য ঋণী ঘনশ্যাম শর্মা।

উপানন্দ। হ্যাঁ মা, ঘনশ্যাম আমার সাজানো বাগান শ্মশান করে দিয়েছে।

সুন্দর। বেরো—বেরো, বেইমান ছোটলোক পাজী নচ্ছার। [উপানন্দকে ধরিয়া প্রহার]

উপানন্দ। বাঁচাও, বাঁচাও মা।

চাঁপা। [সুন্দরের ছড়ি লইয়া] ছাড়, ছাড় শীঘ্র! ছাড়—ছাড়।

[ছাড়িয়া দিতেই উপানন্দের প্রস্থান।

সুন্দর। ছিঃ, ছিঃ ছিঃ। তুমি বাইরের লোকের সামনে আমায় মারলে?

চাঁপা। বড় দুঃখিত, বাবা আমায় পাচ হাজার টাকা দিয়ে একটা বাঁদর কিনে দিয়েছেন। তাই শিক্ষা দিচ্ছিলাম; মানে ট্রেনিং।

[প্রস্থান।

সুন্দর। ওরে বাবারে! মেয়েমানুষকে আর কোন শালা বিয়ে করে। ওদের শিং বেরিয়েছে, পুরুষদের গুঁতোবে। পুরুষের দল, সামাল—সামাল—সামাল।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

সিমুলিয়া দত্তবাটির একাংশ

গীতকণ্ঠে সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

সন্ন্যাসী।—

গীত

ওরে 'পরবত পাথার' আজ
ব্যোমে জাগে রুদ্র, উদ্যত বাজ।
দেব দেব মহাদেব, কাল কাল মহাকাল
ধর্মরাজ শংকর শিব হর তার পাপ॥

সদ্য বিধবা ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ।

ভুবনেশ্বরী। কে? সন্ন্যাসী। চুপ কর, চুপ কর।

সন্ন্যাসী। কেন মা।

ভুবনেশ্বরী। ও গান আমি অনেকবার শুনেছি। বিলে যে তাঁকে শোনাতো। আমি সহ্য করতে পারছি না—সহ্য করতে পারছি না।

সন্ন্যাসী। আত্মভোলা বিশ্বেশ্বরবাবু এ গান শুনতে বড় ভালবাসতেন মা। তাঁর পুণ্য আত্মা এই বাড়ীর আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি এ গান শুনছেন মা।

ভুবনেশ্বরী। তবে গাও। তোমার গানের এক একটি ছন্দ গোলাপ হয়ে ফুটে উঠুক আমার মনের বাগানে। আমি অশ্রুতে আচমন করে পূজা করি তন্ময় চিত্তে, গানের ছন্দে ফুটে ওঠা মন-বাগানের গোলাপে। [উপবেশন]

সন্ন্যাসী।—

গীত

এ ধন জন না রবে হেন, তাঁরে যেন ভুল না।
ছাড়ি অসার ভজহ সার, যাবে ভব যাতনা॥

[প্রস্থান।

ভুবনেশ্বরী। [তন্ময় ভাবে] গান শুনছো? গানের তন্ময়তায় পা দুটি বাড়িয়ে দাও। চোখের জলে ঘসা চন্দন মাখানো গোলাপ একটি একটি করে তোমার পায়ে সাজিয়ে দিই। একটি দিনের জন্য, একটি মুহূর্তের জন্য, একটি নিমেষের জন্য তুমি এস—তুমি এস! আমি কাঁদবো না, কাউকে বলবো না, তুমি পূজো নিয়ে যাও,—পূজো নিয়ে যাও। [মূর্চ্ছিতা হইলেন]

দ্রুত নরেনের প্রবেশ।

নরেন। মা—মা! আবার তুমি কাঁদছো? মা-মা! মাগো! অসময়ে শুয়ে কেন? ওঠ ওঠ মা। আমার বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে দাও।

ভুবনেশ্বরী। [মূর্চ্ছা ভংগে] কে রে—বিলে?

নরেন। মা মা!

ভুবনেশ্বরী। ওরে বিলে, আর পারছি না, আর সহ্য করতে পারছি না। চোখের জল থামে না। চোখ ফেটে বেরিয়ে আসছে।

নরেন। আমার বুকের ভেতরটা দেখ মা। তোমার বিলের বাপ হারানো ভাংগা বুকে তোমার চোখের জল টসটস করে ফেলা বুকটা জ্বলে যাচ্ছে মা—বুকটা জ্বলে যাচ্ছে।

ভুবনেশ্বরী। ছি ছিঃ! বলতে নেই বাবা। আয়, বুকে হাত

বুলিয়ে দিই। কেঁদে কি হবে বাবা? বাপ কি কারও চিরদিন থাকে? কাঁদিসনে—কাঁদিসনে। [কাঁদিয়া ফেলিলেন] কি হলো বিলে? আমাদের কোথায় ভাসিয়ে দিয়ে গেল? আমি যে দাঁড়াতে পারছি না। হাওয়ার আঘাতে পড়ে যাচ্ছি। ওরে, ভগবান কি করলে রে? [আকুল ভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন]

নরেন। মা মা! তুমি একটু শক্ত হও। তোমায় কি বোঝাবো? তুমি কাঁদলে তোমার চোখের জলে আমরা ভেসে যাব মা—আমরা ভেসে যাব।

ভুবনেশ্বরী। না-না, আর আমি কাঁদবো না। এই চোখের জল মুছে ফেললাম। ওরে! তোদের মুখ চেয়ে আমি কোমর সোজা করে দাঁড়াবো, তোদের বাঁচাতে পোড়ামুখে হাসবো, তোদের মানুষ করতে বুকটাকে শক্ত করে বাঁধবো। সত্যিই তো! তোরা কচি ছেলে। আমি যদি ভেংগে পড়ি, তোরা থাকবি কোথায়?

নরেন। মা! আজই তো শ্রাদ্ধের সব জিনিষপত্র কিনে আনতে হবে। টাকা—

ভুবনেশ্বরী। হ্যাঁ, শ্রাদ্ধের জোগাড়—[কাঁদিতে লাগিলেন]

নরেন। মা মা, বসো। তোমার পা কাঁপছে, তুমি পড়ে যাবে।

ভুবনেশ্বরী। সংকল্প ভেসে গেল রে—সংকল্প ভেসে গেল! এ ব্যথা বোঝানো যায় না। বিলে, এ আঘাত সওয়া যায় না। এ যে কত বড় অভিশাপ—

নরেন। মা—মা!

ভুবনেশ্বরী। আমি মা হতে পারছিনে রে—মা হতে পারছিনে। তুই আমার বাবা। আমি আজ স্বামীহারা বিধবা। আমায় সান্ত্বনা দে, আমার চোখের জল মোছা।

নরেন। ঘুমোও মা, তুমি আমার বুকে ঘুমোও। আমার সকল চেতনা দিয়ে তোমায় ঘিরে রাখি। তুমি ঘুমোও—

ভুবনেশ্বরী। দাঁড়া। আমি আসছি। তুই বুক শক্ত কর বাবা। তুই ভাবলে কি চলে? তুই আমার বড় ছেলে। ঝড় তো তোর মাথাতেই লাগবে। তুই ধৈর্য ধর বাবা—তুই শক্ত হ।

[প্রস্থান।

নরেন। আমাদের এই মহা বিপদের দিনে সুরেশ কাকাবাবু বাস্তুভিটে গ্রাস করতে চায়। মোকদ্দমা করে কেড়ে নেবার ভয় দেখায়। বাবা! বাবা! আমায় চারিদিক থেকে শত্রু ঘিরেছে। তুমি আমায় সাহস দাও—শক্তি দাও।

গহনার বাক্স লইয়া ভুবনেশ্বরীর পুনঃ প্রবেশ।

ভুবনেশ্বরী। বিলে, তুই আবার কাঁদছিস?

নরেন। না মা, কাঁদিনি তো।

ভুবনেশ্বরী। নে, এই গহনাগুলো স্যাঁকরার দোকানে—

নরেন। মা!

ভুবনেশ্বরী। কিছু নেই বাবা—কিছু নেই। একটা পয়সাও সঞ্চয় করে যেতে পারেননি। তাঁর রোজগার যেমন ছিল অফুরন্ত, দানও ছিল অসীম। যা বাবা, এই গহনা কখানা বিক্রি করে—

নরেন। মা—মা! এই অলংকার পরে বধূবেশে একদিন এসেছিলে তুমি এই দত্তবাড়ী আলো করে। তোমার অংগের ভূষণ—

ভুবনেশ্বরী। অবুঝ হসনে। স্বামী হারিয়ে যে গহনা গা থেকে খুলেছি, তোর বৌকেও তা পরাতে পারবো না বাবা। কথা শোন।

নরেন। আমি শুনবো না, আমি শুনবো না। আমার মায়ের গহনা স্যাকরা আগুনে পুড়িয়ে একটা সোনার তাল তার নিক্তিতে চাপাবে, আমি তা সহ্য করতে পারবো না। আমার বুকটা ফেটে যাবে—বুকটা ফেটে যাবে।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

ভুবনেশ্বরী। ওরে এমন ছেলে কার? ভুবনেশ্বরী! চোখ মুছে ফেল। তোর স্বামী গেছে, কিন্তু সন্তান দিয়ে গেছে—অমূল্য সম্পদ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির পার্থ ত্রিশক্তির সম্মেলনে। ওগো! তুমি সহায় হও! তুমি বিলেকে আশীর্বাদ করো।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

গিরিশ ঘোষের বাটি

গিরিশচন্দ্র চেয়ারে উপবিষ্ট। টেবিলে মদের বোতল হইতে মধ্যে মধ্যে মদ্যপান করিতেছেন ও সিগারেট খাইতেছেন।

গিরিশ। লোকে বলে গিরিশ ঘোষ মাতাল। মদ খায়। আমি মদ খেয়ে কারুর ক্ষতি করিনি বাবা। রাস্তায় মাতলামিও করি না, ফুটপাতে চিৎপটাং হয়ে মুখে ভুরভুরিও কাটি না। আমায় মাতাল বলে কে? আমি নিজে ঘরে বসে, এলোমেলো মনটাকে গুছিয়ে নেবার জন্যে, দু'গ্লাস টানি। তবে তো বেরোয় ভাবের ফোয়ারা। কে বলে মদ? এ আমার ওষুধ। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

ঠাকুর তা বোঝেন। যাক, দু'গ্লাস টেনে নিই। আজ গোটা দুই দৃশ্য লিখতেই হবে। উপানন্দ! [নেপথ্যে উপানন্দ—"যাই বাবু"] রেডি হও! [স্বগত] নতুন লোক, কি জানি কেমন ডিক্টেসান নেবে।

খাতা ও লিখিবার সরঞ্জাম সহ উপানন্দের প্রবেশ।

গিরিশ। বসো।

উপানন্দ। [বসিলেন ও লিখিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন]

গিরিশ। লেখ। দণ্ডী বলছে—

"পশ্চিমে আরক্ত ভানু অস্তাচলগামী।
আসে ছায়া—বিকশিয়া কায়া
নিবিড় গহন।
পাখী ফিরে নিজ নীড়ে
স্তব্ধ স্তব্ধ ক্রমে দূর গ্রাম্য কোলাহল।"

উপানন্দ। [নিবিষ্ট চিত্তে লিখিতেছিল]

গিরিশ। পড় তো শুনি, কেমন হলো?

উপানন্দ। [পড়িতে লাগিলেন] আমার বিজলী নিমেষের জন্য সংসার জগৎ আলোকিত করে আকাশে মিশে গেল। আছে শুধু জ্যোতির ছায়া, আর দগ্ধ স্মৃতি। জীবনের প্রথম যৌবনে কোলে এল শিশির ধোয়া পারিজাত। সৌগন্ধে ভরলো হৃদয়, চোখ জুড়ালো রূপের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায়।

গিরিশ। আরে থাক—থাক, আমি কি বললাম, আর তুমি কি লিখলে? তুমি যে রামপ্রসাদ হয়ে গেলে। হিসাবের খাতায়, "মা দে' গো আমায় দোকানদারী"। আচ্ছা যাক, এবার ঠিক করে লেখো—[পূর্ব সংলাপ আবৃত্তি] পড়ো দেখি, আবার কি লিখলে।

উপানন্দ। প্রতিপদের চাঁদ ধীরে ধীরে পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে দেখা দিল পূর্বাকাশে। তারপর একদিন শুভরাত্রে শুভলগ্নে আকাশ ভরে উঠলো হুলুধ্বনি আর শাঁখের আওয়াজে। সহসা আকাশে উঠলো প্রলয় মেঘ। সংগে সংগে ভূমিকম্প বজ্রপাত।

গিরিশ। সাবাস! সাবাস! কি লিখছো আবোল তাবোল? মন ঠিক করে লেখো। [পূর্ব সংলাপ বলিতে লাগিলেন]

উপানন্দ। [লেখনী খাতার উপরে ধরা আছে, চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল]

গিরিশ। নিয়ে এসো। দেখি কি লিখলে?

উপানন্দ। [নীরব নিশ্চল। দৃষ্টি খাতায় নিবদ্ধ]

গিরিশ। উপানন্দ!

উপানন্দ। [চমকিত হইয়া] অ্যাঁ?

গিরিশ। খাতা নিয়ে এসো—

উপানন্দ। [খাতা গিরিশের হস্তে দিল]

গিরিশ। বাঃ-বাঃ-বাঃ! যা আগে লিখেছিলে, চোখের জলে সব ধুয়ে মুছে, সাদা হয়ে গেছে।

উপানন্দ। [অপ্রস্তুত ভাবে মুখ নীচু করিল]

গিরিশ। বল তো, তোমার জীবনেব উপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে গেছে? ভয় কি—বল?

উপানন্দ। আমার সব শূন্য হয়ে গেছে বাবু,—সব শূন্য হয়ে গেছে। [উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল]

গিরিশ। কেঁদো না,—বল।

উপানন্দ। আমার ঘরে ছিল বাংলার বধূর গুণ নিয়ে অর্ধাংগিনী স্ত্রী আর কন্যা বিজলী। রূপের ছটায় আকাশের বিজলীকে

হার মানাত। পাত্র ঠিক করলাম—পাশ করা ছেলে, অবস্থাও মোটামুটি ভাল। বাস্তুবাড়ী ছাড়া সর্বস্ব বিক্রি করে অলংকার প্রভৃতি জোগাড় করলাম। পণ ঠিক হয়েছিল পাঁচশো এক টাকা। একশো টাকা বিয়ের আগে পাত্রের বাবার হাতে দিয়েছিলাম। বাকী চারশো এক টাকা জোগাড় করতে পারলাম না।

গিরিশ। তারপর?

উপানন্দ। বিয়ে বসলো। সম্প্রদান হয়—হয়। পাত্রের বাবা এসে দাঁড়ালেন, চোখ পাকিয়ে বললেন--"বাকী টাকা চাই-ই। নইলে বিয়ে বন্ধ।" বাস্তুভিটের লোভে পাত্রের মামা আমায় হাত চিঠিতে সই করিয়ে টাকা দিলেন। আমিও তা পাত্রের বাবার হাতে তুলে দিলাম। সম্প্রদান শেষ হলো। সংগে সংগে আমার স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন, স্বামীপুত্রের গাছের তলায় আশ্রয় নেওয়ার দৃশ্য দেখার ব্যথা এড়াতে।

গিরিশ। তোমার স্ত্রী মারা গেলেন?

উপানন্দ। এখানেই শেষ নয় বাবু। মায়ের শোকে মেয়ে পালাল ছুটে। সে চিৎকার করে বললো—"আমার বিয়ে হয়নি—একটিও মন্ত্র উচ্চারণ করিনি। যে আমার মায়ের মৃত্যুর কারণ, বধূবেশে দাঁড়াবো না তার ঘরে"।

গিরিশ। **Cheer up** [চিয়ারপ]! এইতো বাংলার উপযুক্ত মেয়ে।

উপানন্দ। সেই বাংলার মেয়ের কোন সন্ধান নেই বাবু। বোধহয় গংগায় ঝাঁপ দিয়েছে।

গিরিশ। [স্বগত] যথেষ্ট নাটকীয় উপাদান আছে। নাটকের ভেতর দিয়ে এ কীটকে আমি সমূলে বিনষ্ট করবো।

সহসা পাগলীর প্রবেশ।

পাগলী। কাজের কাজ হবে না তাতে। শুধু বাহবা পাবে।

গিরিশ। কে তুমি? আমার মনের চিন্তা টের পেলে কি করে?

পাগলী। তুমি না ঠাকুরের শিষ্য? মনের কথা জানবার বিদ্যে তো ভারতের আকাশে বাতাসে ভরা।

গিরিশ। কে তুমি? কি চাও?

পাগলী। আমি চাই বিজলীর উদ্ধার।

গিরিশ ও উপানন্দ। কোথায় বিজলী?

পাগলী। বিজলী পাদরীর কবলে। তাকে বিষ খাওয়াবে, পাগল করবে—মধুকরের মত চুষে খাবে তার যৌবন-মধু। বাংলার সন্তান, ছুটে চল। পাদরীর বুকে লাথি মার, তোমাদের মাকে উদ্ধার কর।

[প্রস্থান।

উপানন্দ। বাবু! বাবু! আমার মাকে বাঁচান।

গিরিশ। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে বিজলীকে উদ্ধার করবো। বাংলার নারীকে ধরে নিয়ে গেছে পাদরী। ওরে, কে আছিস! বাংলার যুবকদের জড়ো কর। পাদরীর কবল থেকে অপহৃতা নারীকে উদ্ধার করা চাই।

সদানন্দের প্রবেশ।

সদানন্দ। বাংলার যুবশক্তি হাজার লাঠি হাতে নিয়ে তৈরী হয়েছে। আমরা শুনেছি, পাদরী বিজলীকে ধরে নিয়ে গেছে।

গিরিশ। পাদরীর চোখ উপড়ে দিতে হবে। বাংলার মেয়ের রূপ পাদরী লালসার আগুনে পোড়াবে? সদানন্দ, সারা বাংলাকে ডাক দাও। বাংলার বাঁশঝাড় উজাড় কোরে আমার পিছু পিছু হাজার লাঠি নিয়ে ছুটে এস। পাদরীর মাথা ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে হবে।

[অগ্রে গিরিশ ও তৎপশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

ব্রাউনের কক্ষ

ওষুধের গ্লাস হস্তে ব্রাউন ও পশ্চাতে বিজলীর প্রবেশ।

বিজলী। কে তুমি প্রতারক? কেন এখানে নিয়ে এলে আমায়? কি উদ্দেশ্য তোমার?

ব্রাউন। উদ্দেশ্য সাধু। সে তো তুমি বুঝতে পারছো। জলে ডুবে তোমার জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছিল, আমি নিজের জীবন তুচ্ছ করে তোমায় বাঁচিয়েছি। তুমি আমায় ধন্যবাদ দাও।

বিজলী। ধন্যবাদ? ইচ্ছা হচ্ছে—নখে করে তোমার মাথা আর দেহ দুখণ্ড করে দিই।

ব্রাউন। আমি তোমার জীবন বাঁচিয়েছি—

বিজলী। কেন বাঁচিয়েছ? কে সেধেছিলো তোমায় আমার জীবন বাঁচাবার জন্যে? আমার দেহের সমস্ত রক্ত টগবগ করে

ফুটছিল! তারই দারুণ জ্বালায় আমি ঝাঁপ দিয়েছিলাম গংগায়। শকুনি! কোন আকাশে ছিলে তুমি?

ব্রাউন। কি পাগলের মতো বকছো তুমি? জগতে পাপীকে উদ্ধার করাই আমার কর্ম।

বিজলী। তুমি কসাই। আধ চেতনা আর অচেতনার মাঝে দেখেছিলাম তোমার সন্ন্যাসীর বেশ, তাই বিবশ তনু এলিয়ে দিয়েছিলাম—তোমার দেহে পিতৃস্থানীয় জ্ঞানে। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! তোমার কলুষিত হাতে আমায় শুশ্রূষা করেছ। আমার মাথা খেয়েছ, আমার জাত খেয়েছ—আমার সর্বনাশ করেছ।

ব্রাউন। নারী! ধীরে। কথা শোন, ওষুধ খাও।

বিজলী। ও ওষুধ নয়, বিষ।

ব্রাউন। বিষ!

বিজলী। হ্যাঁ বিষ।

ব্রাউন। [ওষুধের গ্লাস পড়িয়া গেল] বিষ? বিষ খাইয়ে হত্যা করবো তোমায়?

বিজলী। আমায় কি হত্যা করতে পার? আমায় জ্ঞানহারা করবে। তারপর আমার বুকে ছাড়বে তৃপ্তির নিঃশ্বাস। ভণ্ড, লম্পট, আমায় শিশু পেয়েছো?

ব্রাউন। অবাধ্য হয়ো না। গির্জায় চল। খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হও। যদি কথা না শোন, জোর করে তোমায় খৃষ্টান করবো।

বিজলী। এত জোর তোমার? আমায় জীবনভোর এখানে আটকে রাখতে পার, কিন্তু তোমার ধর্ম নেওয়াতে পারবে না।

ব্রাউন। কঠিন শাস্তি দেবো তোমায়।

বিজলী। হাজার বাঙালীর লাঠি পড়বে তোমার মাথায়।

ব্রাউন। তবে রে অসভ্য নারী—[অগ্রসর]

বিজলী। সাবধান।

ব্রাউন। ষ্টুয়ার্ড!

মাথায় রুক্ষ চুল, মুখভর্তি গোফদাঁড়ি হরলালের প্রবেশ।

হরলাল। অ্যাঁ? নোকর হাজির।

[ক্ষণপরে হরলাল ও বিজলী উভয়ে উভয়কে দেখিয়া অস্ফুট স্বরে উভয়ে বলিয়া উঠিল—"কে"!]

ব্রাউন। ওই অসভ্য নারীর শাড়ীখানা কেড়ে নাও—

বিজলী। কি!

হরলাল। ওরে বাবারে, এখুনি ল্যাংটা হয়ে খাঁড়া হাতে—কালী হয়ে আমার বুকের উপর ধেই ধেই করে নাচবে। ও আমি পারবো না—আমি পারবো না।

ব্রাউন। তোর ঘাড় পারবে। জল্‌দি—[চাবুকের আঘাত]

হরলাল। ওঃ! মারো কেন? বড্ড লাগে। নিজের গায়ে একবার মেরে দেখ না। তাহোলে বুঝতে পারবে—গাটা কি রকম জ্বলে যায়।

ব্রাউন। ধর শাড়ি, টেনে ছিঁড়ে দে। যা—[পুনরাঘাত]

হরলাল। ওঃ! যাচ্ছি—যাচ্ছি। [অগ্রসর]

বিজলী। সাবধান। দেখছো, শাড়িতে আগুন জ্বলছে, পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

হরলাল। ওই, আগুন—আগুন! ওর কাপড়ের আগুন ছিটকে এসে আমার গায়ে লাগলো। সব জ্বলছে। পুড়ে মলাম—পুড়ে মলাম।

ব্রাউন। তুই না নোকর? হুকুম না মানলে—পিঠ ফাটিয়ে দেব। [আঘাত]

হরলাল। ওঃ! চামড়া ফেটে রক্ত পড়ছে। আর মেরো না। ওগো, আর সহ্য করতে পারছি না। এগুলে আগুন ছিটকে আসছে, পেছুলে তোমার চাবুকে পিঠ ফাটছে। আমি শাড়ি ধরতে পারবো না। তুমি আর কিছু বলো।

ব্রাউন। তবে ওর চুলের মুটি ধরে মাটিতে আছড়ে ফেল।

হরলাল। হ্যাঁ, তা পারবো। চুলের মুঠি ধরে ঠিক মাটিতে আছড়ে ফেলবো। তার আগে গায়ে একটু জোর কোরে দাও—

ব্রাউন। আগে কাজ হাসিল কর। তোর জন্য অনেক মিঠাই এনেছি, অনেক ফল এনেছি।

হরলাল। না,—ওতে হবে না। আমার মুখে মহুয়া ঢেলে দাও। আর তুমি মাদল বাজাও। আমি মহুয়া খেয়ে মাতাল হয়ে, মাদলের তালে তালে নাচতে নাচতে—ওর চুলের মুঠি ধরে [সহসা আগাইয়া গিয়া সভয়ে পিছাইয়া ব্রাউনকে জড়াইয়া ধরিল] সাহেব! সাহেব! ওগুলো চুল নয়। একরাশি সাপ ওর মাথায় হিলবিল করছে। খুব হাতটা সরিয়ে নিয়েছি; ছোবল মেরেছিল আর কি।

ব্রাউন। বুজরুকি পেয়েছিস! কথা শুনবি না? আজ মারের চোটে তোর গায়ের চামড়া তুলে নেবো। [কশাঘাত]

হরলাল। চামড়াগুলো ফেটে গেলো—চামড়াগুলো ফেটে গেলো। তোমার কি একটু মায়া নেই? সাপের কামড় এর চেয়ে অনেক ভাল। আর মেরো না। আর মেরো না। আমি চুল ধরছি—আমি চুল ধরছি—

ব্রাউন। জল্‌দি পাকড়ো। এবার ন্যাকামি করলে—তোকে একেবারে শেষ করবো।

হরলাল। এই দেখো ধরছি—এই দেখো ধরছি—[অগ্রসর হইয়া কেশরাশির প্রান্তভাগ স্পর্শ করিয়া আর্ত চিৎকারে পিছাইয়া আসিল] ওঃ! কামড়েছে—কামড়েছে। কেউটে সাংঘাতিক ছোবল মেরেছে। আংগুলগুলো জ্বলে গেলো। আমায় মেরো না—আমায় মেরো না। সত্যিই বলছি সাপে কামড়েছে। ওই বিষ রক্তের সংগে মিশে আমার মাথায় উঠেছে। আমি পারবো না,—আমায় আর মেরো না। আমি তোমার পায়ে পড়ছি—[ব্রাউনের পদতলে বসিয়া পড়িল]

ব্রাউন। আচ্ছা, দেখি কেমন সাপের ছোবল। আমি নিজের হাতে ওর অহংকার চূর্ণ করবো। চুলের মুঠি ধরে আছাড় মারবো। খৃষ্টধর্ম অবজ্ঞা করার চরম দণ্ড দেব। [অগ্রসর]

বিজলী। হাঃ-হাঃ-হাঃ। [উচ্চ হাস্য]

[নেপথ্যে কোলাহল "এইদিকে—এইদিকে।" সদানন্দের কণ্ঠস্বর শোনা গেল "দরজা খুলে গেছে, ভেতরে চলে এসো"।]

ব্রাউন। [থমকিয়া দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত হইল] কে, কে?

লাঠিহস্তে সদানন্দের প্রবেশ।

সদানন্দ। তোমার যম।

ব্রাউন। চাবুকের ঘায়ে যমের গায়ের চামড়া তুলে নেবো।

সদানন্দ। লাঠির ঘায়ে তোমার মাথা দু'ফাঁক করে দেবো।

ব্রাউন। কে তুমি—কোন সাহসে আমার বাসগৃহে প্রবেশ করেছ?

সদানন্দ। আমি মানুষ। পশু তুমি। আমি এসেছি, তোমায় মানুষ করতে।

ব্রাউন। এর উত্তর এই চাবুকে—[চাবুক উত্তোলন]

সদানন্দ। [লাঠির দ্বারা প্রতিহত করিল, চাবুক মাটিতে পড়িয়া গেল] হাঃ-হাঃ-হাঃ। চাবুক মাটিতে পড়ে কাঁদছে।

হরলাল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! [হাততালি দিয়া লাফাইয়া উঠিল] লেগে যা—লেগে যা ভেল্কি। [চাবুক কুড়াইয়া লইল] ওই বেটা ডাকাতের সর্দার আমার পিঠে কত চাবুক মেরেছে। জামাটা খুলে দেখ না—চামড়া ফেটে রক্ত ঝরছে।

সদানন্দ। তুমি কে?

বিজলী। আমি চিনেছি ওকে, আমার সংগে যার বিয়ে হচ্ছিল।

সদানন্দ। হরলাল! [বিস্মিত ভাবে চাহিয়া রহিল] বিষ খাইয়ে পাগল করে রেখেছে।

পুলিশ সার্জেণ্ট ও কনেষ্টবল সহ গিরিশ ঘোষের প্রবেশ।

গিরিশ। ওই দেখুন সার্জেণ্ট সাহেব। ওই মেয়েটিকে অপহরণ করে এনেছে।

সদানন্দ। হরলালকেও বিষ খাইয়ে পাগল করে রেখেছে।

ব্রাউন। মিছে কথা। ওরা মহান খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে স্বেচ্ছায় এখানে এসেছে।

সার্জেণ্ট। থাক, জবাবদিহি করবে আদালতে। বাঁধ পাদ্রী সাহেবকে।

[সিপাহী ব্রাউনকে শৃংখলিত করিল]

ব্রাউন। আমায় ছেড়ে দাও, এটা ওদের সাজানো ঘটনা।

গিরিশ। এতবড় নির্লজ্জ তুমি? এখনও কথা বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে?

সার্জেণ্ট। থানায় নিয়ে চল পাদ্রীকে।

[ব্রাউন সহ সার্জেণ্ট ও কনেষ্টবলের প্রস্থান।

গিরিশ। হরলালকে চিকিৎসার জন্য মাদ্রাজ পাঠাতে হবে। সেখানকার জলবায়ু ওর উপযুক্ত। এখানে ওর মনের আতংক যাবে না। আমি সমস্ত খরচ বহন করবো। সদানন্দ! তুমি নরেনের সংগে পরামর্শ করে হরলালকে মাদ্রাজ পাঠাবার ব্যবস্থা কর। শুশ্রূষা করবার জন্য সংগে থাকবে বিজলী।

উপানন্দের প্রবেশ।

উপানন্দ। বিজলী! বিজলী! তুই বেঁচে আছিস মা?

বিজলী। মরিনি বাবা, আমি বেঁচে আছি। [উপানন্দের বক্ষে পড়িল]

উপানন্দ। ভগবান তোকে বাঁচিয়েছেন মা। বেঁচে থাক— বেঁচে থাক। তুই আমার প্রথম সন্তান। সবাইকে হারিয়ে তোকে নিয়েই বেঁচে থাকব মা।

[অগ্রে বিজলীকে লইয়া উপানন্দ, পরে হরলালকে লইয়া সদানন্দ ও সর্বশেষে গিরিশচন্দ্রের প্রস্থান।

———

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

ভুবনেশ্বরীর কক্ষ

ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ।

ভুবনেশ্বরী। তুমি দেখছো? তোমার আদরের বিলে চাকরীর জন্য পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দয়াময়! তুমি হাত গুটিয়ে যে কোন একটা অবলম্বন তাকে দাও—তাকে দাও।

নরেনের প্রবেশ।

নরেন। মা-মা!

ভুবনেশ্বরী। আয় বাবা! কত বেলা করলি বল দেখি। কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

নরেন। শুনলাম, একটা মার্চেন্ট অফিসে দুজন বি, এ পাশ লোক নেবে। গিয়ে শুনলাম, কাল ভর্তি হয়ে গেছে।

ভুবনেশ্বরী। কি আর করবি বাবা, যত দিনকার দুর্ভোগ আছে ততদিন না হলে কিছু হয় না। অত হতাস হসনে বাবা, সময় হলেই হবে।

নরেন। সময় যে বয়ে যাচ্ছে মা। আমি শত চেষ্টাতেও কিছু করতে পারছি না।

ভুবনেশ্বরী। চুপ কর বাবা,—চুপ কর। তোর চোখের জল

আমি সহ্য করতে পারছি না। তুই ভেঙে পড়িস না বাবা,—এ ভগবানের পরীক্ষা।

নরেন। ভগবানের পরীক্ষা!

ভুবনেশ্বরী। পাণ্ডবের সখা ছিলেন কৃষ্ণ, স্বয়ং নারায়ণ। তবু তো পাণ্ডব জননী কুন্তিকে সন্তানদের হাত ধরে বেড়াতে হয়েছিল পথে পথে, আশ্রয় নিয়েছিলো গাছের তলায়, ক্ষুধার নিবৃত্তি করতে হয়েছিল ভিক্ষার অন্নে। তার চেয়ে আমি তো অনেক ভাল আছি বাবা।

নরেন। মা-মাগো!

ভুবনেশ্বরী। আমি একটা কথা বলবো,—শুনবি বাবা?

নরেন। বল মা!

ভুবনেশ্বরী। কথাটা ঠিক আমার নয়, আমি অনুরোধে পড়ে বলছি। প্রায় একমাস এরা যাতায়াত করছে—আমি ভয়ে তোকে বলতে পারিনি বাবা। আজ কথা দিয়েছি তাদের, শেষ জবাব দেবো।

নরেন। সেকি মা—আমাকে ভয়?

ভুবনেশ্বরী। তোকে তো এতটুকু বেলা থেকে ভয় করে আসছি বাবা। ছেলে বেলা থেকে কি দৌরাত্ম্য করে বেড়িয়েছিস।

নরেন। [মৃদুহাস্যে] এখনও বদমায়েস লোকেরা আমায় ভয় করে মা। বল—কি কথা বলবে বলছিলে?

ভুবনেশ্বরী। তোর বাবা তোর বিয়ের যে সম্বন্ধ করেছিলেন, সে মেয়েটির বিয়ে তোর আশাতেই তারা দেয়নি। মেয়ের বাপ মেয়েকে গহনাগাটি ছাড়া তোকে দশহাজার টাকা দেবে। তুই যদি রাজী হস—

নরেন। [চমকিত হইয়া] মা!

ভুবনেশ্বরী। খুব বড়লোক, নিজেরাই বলেছে দশহাজার। দাবী করলে আরও পাঁচহাজার দিতে পারে। তাতে আমাদের দুঃখ কষ্টও ঘুচবে,—আর তোদেরও একজন অভিভাবক পাওয়া যাবে।

নরেন। [গাম্ভীর্যে] মা! তুমি আমার বংশমর্যাদা, এমন কি আমাকে পর্যন্ত বিক্রি করে অবসান করতে চাও দুঃখ কষ্টের?

ভুবনেশ্বরী। এতে আবার বংশমর্যাদা বিক্রি হবে কিসে রে?

নরেন। যদি বাবা বেঁচে থাকতেন,—মক্কেলে বৈঠকখানা ভরে থাকতো, দিনে হাজার দু'হাজার টাকা পকেটে নিয়ে বাড়ী ফিরতেন,—তখন হতো এটা যৌতুক। আজ আমরা নিঃস্ব, সর্বহারা, অন্নবস্ত্রের কাঙাল; আমাদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তোমার বি, এ পাস ছেলেটিকে অর্থের বিনিময়ে কেড়ে নিতে চায় মা তোমার স্নেহ কোমল বুক থেকে। দেবে মা? টাকা নিয়ে তোমার ছেলেকে বলি দেবে জননী?

ভুবনেশ্বরী। কখনও না—কখনও না।

নরেন। শত চেষ্টাতেও তোমাদের দুঃখ কষ্ট ঘোচাতে পারছি না সত্য, বুঝতে পারছি—এ আমার মহা অপরাধ। কিন্তু সেই দুঃখ কষ্ট ঘোচাতে, সন্তানের ব্রহ্মচর্য, বৈরাগ্য-জীবন, বিশ্বকে জানবার ক্ষুধিত মন-প্রাণ, এক অচেনা নারীর পায়ে বলিদান দিতে চাও মা?

ভুবনেশ্বরী। আর বলিস না—আর বলিস না। আমি কি তা পারি? আমি যে তোরই মা! প্রয়োজন হলে এ বাড়ী বিক্রি করে তোদের নিয়ে কুঁড়ে বেঁধে বাস করবো, তবু তোর উদাস-উচ্ছল জীবনকে গণ্ডীর মধ্যে বাঁধবো না বাবা।

নরেন। এই তো আমার মায়ের কথা। এই গর্বেই তোমার বিলে গ্রাহ্য করে না সহস্র বিপদ-ঝঞ্ঝা, বিশ্বের ক্রূর-ভ্রূকুটিকে।

[নেপথ্যে ঠাকুর। "নরেন—ও নরেন"]

ভুবনেশ্বরী। কে ডাকেরে ?

নরেন। বুঝতে পারছো না মা, ও স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বর কার ? ঠাকুর রামকৃষ্ণ এসেছেন।

ভুবনেশ্বরী। ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিজে এসেছেন—আমার ঘরে পায়ের ধূলো দিতে ? যা—যা, শিগগীর যা, পায়ে ধরে নিয়ে আয়।

ব্যস্তভাবে ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রবেশ।

ঠাকুর। নরেন কইরে—নরেন !

নরেন। ঠাকুর ! ঠাকুর ! [ছুটিয়া গিয়া প্রণাম করিল]

ভুবনেশ্বরী। [গললগ্নে কৃতবাসে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন]

ঠাকুর। হ্যাঁ গা, তুমি নরেনের মা ? পাঁচ জনে কি বলছে গো ? তুমি নাকি দশহাজার টাকায় নরেনকে বিক্রি করবে ? বিশ্বপ্রেমের মন্দাকিনী বইছে যার চোখে, সেই চোখ দিয়ে সে দেখবে কামিনী-কাঞ্চন ? [আকুল ভাবে] ওরে নরেন ! এ সংসার তোর জন্য নয়, বিশ্ব সংসার বাইরে পড়ে আছে। তোর বিরাট কর্মক্ষেত্র। তোর বিয়ে করা হবে না—হবে না। তোকে জানতে হবে বিশাল জগতের রহস্য।

নরেন। ঠাকুর—ঠাকুর ! আমার জন্য চঞ্চল হবেন না—চঞ্চল হবেন না।

ঠাকুর। চঞ্চল হবো না কিরে ? তোর জন্য আসছে বিশাল আহ্বান। অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করতে তোর দেহের প্রতি

লোমকূপে হবে জ্যোতির বিকাশ। সেই জ্যোতিঃতে আলোকিত হবে পাপীতাপী অজ্ঞানের হৃদয়। নরেনের বিয়ে ভেঙে দাও গো—নরেনের বিয়ে ভেঙে দাও। কাঁচের মূল্যে রত্ন বিক্রী করো না গো—করো না।

ভুবনেশ্বরী। [ঠাকুরের পদতলে পড়িয়া] আপনি উতলা হবেন না ঠাকুর। আমার কথা শুনুন—কথা শুনুন।

ঠাকুর। কি শুনবো—আমার মাথা? সুপ্তবেদের বাণী ব্রহ্ম-শক্তিতে জাগিয়ে সারা সৌরজগত জুড়ে কে শোনাবে বেদ-বেদান্তের ব্যাখ্যা?

নরেন। ঠাকুর—ঠাকুর!

ঠাকুর। ফিরিয়ে দাও গো—আমার নরেনকে ফিরিয়ে দাও। আমার ডান হাতখানা মুচড়ে ভেঙে দিও না। অকালে জ্ঞানের কুঁড়িটিকে ছিঁড়ে ফেলো না।

ভুবনেশ্বরী। ভুয়ো কথায় কান দেবেন না ঠাকুর। নরেন আজীবন ব্রহ্মচারী। সে বিয়ে করবে না—বিয়ে করবে না।

নরেন। আমি আপনার দাস। আপনার সেবক।

ঠাকুর। [অধীর আগ্রহে নরেনকে বক্ষে লইয়া ভুবনেশ্বরীর প্রতি] হ্যাঁ গা, তুমি সত্যি বলছো?

ভুবনেশ্বরী। কার সাধ্য আছে বাবা নরেনকে আপনার বুক থেকে কেড়ে নেবে? নরেন রামকৃষ্ণের শিষ্য। সে জীবনে আপনার চরণ ছাড়া হবে না।

ঠাকুর। [সহাস্যে] আমি জানি—আমি জানি। শালারা বলে কিনা নরেন বিয়ে করবে—ফিস ফিস করে বৌ এর সংগে কথা কইবে। শালারা ঢেঁকি জানে। নরেন ভাদরের ভরা সমুদ্র। সে

গর্জন করবে। সে গর্জনে কালার কান হবে। নরেন মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য,—কানারও চোখ ফোটাবে। নরেন জ্ঞানের ভাণ্ডার, দু'হাতে বিলোবে। অজ্ঞান জীব লুটেপুটে খাবে—লুটেপুটে খাবে। তুমি দেখে নিও মা! আমি মিছে কথা বলিনি।

ভুবনেশ্বরী। আপনি বাকসিদ্ধ ঋষি। আপনার বাক্য কখনও মিথ্যা হবে না ঠাকুর।

ঠাকুর। নরেন! দক্ষিণেশ্বরে যাবি? অতো কাঁদিস কেন রে? আমি তো এসেছি। ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ যেই আসুক, তোকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না নারে।

নরেন। জ্যোতির আধার আপনি। ওই জ্যোতির একটি কণিকাতে চালিত আমি। যাব ঠাকুর।

ঠাকুর। হ্যাঁ চল না। আমি এখনও খাইনি। তোকে নেবার জন্যই এলাম। আজ দুই বাপ ব্যাটাতে বসে খাব। ওরে তুই যে আমার মানসপুত্র।

নরেন। বাবা! দয়া কর—দয়া কর।

[উভয়ে উভয়কে অবলম্বন করিয়া প্রস্থান।

ভুবনেশ্বরী। [মুগ্ধ ভাবে] বাঃ বাঃ! যুগ অবতার শ্রীকৃষ্ণের পাশে চলেছে অর্জুন। ওই বাজে রণবাদ্য। শাঁখ বাজাও—শাঁখ বাজাও। নারায়ণ! গাণ্ডীব ধর পার্থ! ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ সপ্তরথীতে ঘিরেছে অভিমন্যুকে। চোখ মোছ—শর যোজনা কর। চলুক ধর্মযুদ্ধ, অবসান হোক পাপের; সৃষ্টি হোক কলিতে নব ভারতের বুকে নূতন গীত।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুন্দরের বাড়ী সংলগ্ন উদ্যান

চারিদিকে উঁকি ঝুঁকি দিতে দিতে সুন্দরের প্রবেশ।

সুন্দর। কে রে? কে? ফুল চুরি কচ্ছিস কে? আঃ মর পালায় দেখ, মারবো পাথর ছুড়ে?

চাঁপার সহচরীর প্রবেশ।

সহচরী। ইস! পাথর ছুঁড়ে মারবে। মার না দেখি? চোর কোথাকার!

সুন্দর। [হাসিয়া] ও—তুই?

সহচরী। ওঃ! আকাশ থেকে পড়লো! কিচ্ছু জানে না। চোর বলা হচ্ছে। নিজে চোর কিনা?

সুন্দর। খবরদার! আমি চোর? তুই তো ফুল চুরি কচ্ছিলি।

সহচরী। আমি ফুল চুরি করিনি, ফুল তুলছিলাম। তুমি হচ্ছো চোর; আমায় চুরি করতে দেখছিলে?

সুন্দর। চোপ চোপ। তোকে দেখবার জন্য আমার দায় পড়েছে।

সহচরী। থাম, থাম সাধুপুরুষ। আমার হাত যতই গাছের ডালের উপর দিকে উঠছে, সাধুর চোখ দুটোও হাঁ হাঁ করে ওপর দিকে উঠছে। হাওয়ায় শাড়ীর আঁচল উড়ছে, মহাপুরুষের দৃষ্টিটা খাই খাই করে ছুটে আসছে। চোর কোথাকার।

সুন্দর। মুখ সামাল। চোর চোর করিস না বলছি।

সহচরী। না—চোরকে চোর বলবে না। ওই দৃষ্টি চুরির জন্যই তোমরা বৌ-এর হাতে মার খেয়ে মর।

সুন্দর। [মুখ ভেঙচাইয়া] দেখেছিস তুই ?

সহচরী। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াও। পিঠের জামাটা তোল। পিঠে সপাসপ সোঁটা সোঁটা দাগ।

সুন্দর। খবরদার! যা তা বলিসনে। কিলিয়ে দাঁত ভাংবো। হ—হাসি বেরিয়ে যাবে।

সহচরী। [সুন্দরের কাছে আসিয়া] তুমি রাগ করলে সুন্দরদা!

সুন্দর। তোর বিয়ে হলে বুঝবি—বৌএর হাতে মার চুপি চুপি সবাই খায়।

সহচরী। [আবদারের সুরে] সুন্দরদা! আজ আমায় থিয়েটারে নিয়ে যাবে ? [সুন্দরের হাত ধরিয়া দাঁড়াইল]

সুন্দর। তুই—মানে—তা—[চারিদিকে লক্ষ্য করিতেছিল পাছে চাঁপা দেখিতে পায়]

নেপথ্যে চাঁপা। ওলো লিলি! এখনও কি ফুল তোলা হয়নি ?

সহচরী। হয়েছে লো, হয়েছে। কিন্তু এ ফুল আর দক্ষিণেশ্বরে পৌছোবে না, মালা হয়ে গলায় উঠবে।

চাঁপার প্রবেশ।

চাঁপা। সে আবার কি লো ?

সহচরী। সুন্দরদা আমায় নিয়ে থিয়েটারে চললো।

চাঁপা। তা বেশ তো। লিলির সংগে আজ তুমি থিয়েটারে যাবে। হ্যাঁ, যাবার পথে সদানন্দকে বলে যেয়ো—'কাল চাঁপাকে নিয়ে থিয়েটারে যাবে।'

সুন্দর। কি—সদানন্দর সংগে থিয়েটারে যাবে কি?

চাঁপা। দোষের কি হলো? তুমি আজ যাচ্ছ লিলিকে নিয়ে, আমি কাল যাব সদানন্দকে নিয়ে।

সুন্দর। মানে—ইয়ে—হচ্ছে গিয়ে—সদানন্দ নরেনের দলের লোক, চাঁড়াল ডোমের মড়া পুড়িয়ে বেড়ায়। ওর ছায়া মাড়ান পাপ।

চাঁপা। হ্যাঁ, তা বটে। তবে দেখো, ওই মোড়ের মাথায় যে পুলিশটা দাঁড়িয়ে থাকে—গলায় একগোছা পৈতে দেখা যায়, খুব সাত্বিক বামুন গো! তাকেই ডেকে দিও, আমি ওর সংগে কাল থিয়েটারে যাব।

সুন্দর। পরপুরুষের সংগে থিয়েটারে যাবে কি রকম?

চাঁপা। তোমার যদি পরমেয়েমানুষের সংগে গেলে দোষ না হয়, আমারই বা পরপুরুষের সংগে গেলে দোষ হবে কেন? এতে চোখগুলো কপাল ছাড়িয়ে উঠলো কেন?

সুন্দর। কথাটা হচ্ছে গিয়ে—মানে—তুমি বুঝতে পাচ্ছো না।

চাঁপা। খুব বুঝেছি। তোমরা মধু খাবে ফুলে ফুলে ঘুরে, আমরা খাব আরশোলা পড়া টোকো গুড়!

সুন্দর। আহা, তুমি উল্‌টো কথা বলছো কেন? আমি তো রয়েছি, আমি সংগে নিয়ে যাবো।

চাঁপা। ও, তাই বল! তোমার ঘরে ঠিক ঘরের বৌ হয়ে একগলা ঘোমটা টেনে তোমার বশে অর্থাৎ তোমার অধীনে বাস করতে হবে। ওগো রসিক! বৌকে ঠিক বৌ সাজাতে হলে নিজেকে হতে হবে চরিত্রবান; আর বৌকে বশে রাখবার মতলব থাকলে ট্যাঁকের কড়ি খরচ করে বিয়ে করতে হয়। তুমি ভেঙেছ

বৌয়ের বাপের ঘাড়, বৌ ভাঙছে তোমার বদবুদ্ধিভরা ওই মাথাটা। চ লো চ, দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরতে অনেক বেলা হয়ে যাবে। [সুন্দরের প্রতি] বাড়ীতে থেকো। আমি না ফেরা পর্যন্ত বেরিয়ো না। এই রইলো আমার হুকুম।

[সহচরী সহ প্রস্থান।

সুন্দর। যুগটা বদলে গেল নাকি? হলো কি! মাথায় তিন চাঁটি দিয়ে চলে গেল? শালা ঠোঁটজোড়া ভয়ে নড়লো না। অবলা জাত, তাই সব সয়ে গেলাম; নইলে আমিও যে-সে নই—হ্যাঁ!

ঘনশ্যামের প্রবেশ।

ঘনশ্যাম। কে বলে তুমি যে-সে? কলকাতার মধ্যে তুমি একজন নামজাদা বাহাদুর!

সুন্দর। অ্যাঃ! দাদাবাবু যে? আরে বসুন বসুন।

ঘনশ্যাম। আমি খুব ব্যস্ত ভায়া! সুরেশবাবুর চাকরী নিয়েছি। তোমাকে আমার বড্ড দরকার।

সুন্দর। আমায় আবার আপনার কি দরকার হল?

ঘনশ্যাম। নরেনের সংগে আলাপ আছে?

সুন্দর। নিশ্চয় আছে। এক কলেজে পড়তাম, একসংগে বল খেলতাম।

ঘনশ্যাম। বেশ, বেশ। তোমার সাহায্যে আমি কিছু রোজগার করে নেবো ভাই!

সুন্দর। কি সাহায্য দাদাবাবু?

ঘনশ্যাম। নরেনের অবস্থা এখন এমন কাহিল, যে দু' মুঠো ভাতও দু'বেলা জোটে না। পথে পথে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তাকে তুমি মদে বেশ্যায় একবারে অধঃপথে ঠেলে দাও। তার মাথায় এখন কিচ্ছু নেই। একদিন দু' গ্লাস! তারপর একটি সুন্দরী বেশ্যা। ব্যস, আর যায় কোথায়!

সুন্দর। এর খরচ দেবে কে? আর এতে আপনারই বা কি রোজগার হবে?

ঘনশ্যাম। খরচ দেবে সুরেশবাবু। বাড়ীর ভাগ নিয়ে নরেনের সংগে মামলা বেধেছে। সুরেশবাবু বলেছেন, ওই সময় যদি ওকে মদে আর বেশ্যায় ডুবিয়ে রাখতে পারো—মোটা বকশিশ।

সুন্দর। আপনার কোন চিন্তা নেই। কলকাতার সেরা সুন্দরী সুলেখা বাঈ যার পিছনে লাগেবে, তার মাথা খেলো বলে। আমি ইন্ধন জোগাচ্ছি।

ঘনশ্যাম। তুমি একবার সুরেশবাবুর কাছে চল, তোমার খরচ-পত্তর নিয়ে আসবে আর সুলেখা বাঈয়ের খবরটাও দিয়ে আসবে।

সুন্দর। জয় মা তারা! মাছের তেলে মাছ ভাজা! জয় তারা! দাদাবাবু, আপনি সুরেশবাবুর বাড়ীতে চলুন। চাঁপা বাইরে গেছে, সে এলেই আমি যাচ্ছি। জয় তারা! জয় তারা!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

মাদ্রাজ, কক্ষ

ত্বরিতপদে অগ্রে হরলাল ও পশ্চাতে বিজলীর প্রবেশ।

হরলাল। না না না, আমি ওষুধ খাব না। মাথায় লাগে! মাথায় কি সব ভাসে, আবার ভুস্ করে ডুবে যায়।

বিজলী। এ ভাল জিনিস, লাগবে না। সব ভাল হয়ে যাবে।

হরলাল। আমায় দিও না—আমি তোমায় জোড়হাত করছি।

বিজলী। ছিঃ! কথা শোন।

হরলাল। তুমি বকছো কেন? তোমায় ভয় করে। তুমি আমার পিঠে চাবুক মারবে! [কাঁদিয়া ফেলিল]

বিজলী। [চোখে অশ্রু দেখা দিল] না, মারবো না। কেন ভয় কর আমায়? আমি কি তোমায় কোনদিন মেরেছি?

হরলাল। মারো নি? পিঠে ঘা হল কি করে?

বিজলী। [স্বগত] কিছুই মনে নেই। কত যে গোপন কসাই-খানা কলকাতার বুকে আছে কে জানে? ওঃ, কি পৈশাচিক অত্যাচার করেছে নিরপরাধের উপর। ঈশ্বর কি ক্লান্ত! দৃষ্টি নেই, কার বুকের উপর দিয়ে মই চলে যাচ্ছে, কে একফোঁটা ওষুধের অভাবে মুকুলেই শুকিয়ে যাচ্ছে মায়ের বুকে, তা কি দেখতে পাচ্ছে না?

হরলাল। ওগো আমায় ধর তো! ওই দেখ, চাবুকখানা ঘুরতে ঘুরতে আমায় মারতে আসছে। তুমি একটা ধমক দাও—ধমক দাও।

বিজলী। কোন ভয় নেই। এটা সে ওষুধ নয়, ঠাকুর রাম-কৃষ্ণের পাদোদক। কলকাতা থেকে পাঠিয়েছেন গিরিশবাবু।

হরলাল। কি বললে? রামকৃষ্ণ! সেই—ওই যাঃ, ভুলে গেলাম। হ্যাঁগা, তুমি আমায় বিয়ে করবে?

বিজলী। মনে কর। সকাল সন্ধ্যায় সেখানে নহবৎ বাজে। কাঁসর ঘণ্টার বাজনায় মায়ের হয় ভোগ আরতি। খাঁড়া হাতে গলায় মুণ্ডমালা নিয়ে মহাকালের বুকের উপর দাঁড়িয়ে আছে মা কালী! তাঁরই সাধক রামকৃষ্ণ। মনে কর।

হরলাল। [স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছিল] রামকৃষ্ণ—ন-র-এ—

বিজলী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, রামকৃষ্ণ। তাঁর শিষ্য নরেন।

হরলাল। নরেন—গান গায়—

বিজলী। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক। দত্তবাড়ীর নরেন, খুব ভাল গান গায়, ঠাকুর রামকৃষ্ণকে গান শোনায়। সেই রামকৃষ্ণের পাদোদক। এতে মিশে আছে ঋষির শরীরের বৈদ্যুতিক শক্তি। তোমার পেটের বিষ নষ্ট করে মনের শক্তি ফিরিয়ে আনবে, তোমার জীবনের অভিশাপ তাঁর পা ধোয়ানো জলে কেটে যাবে। খাও। [হরলালের হাতে দিল] মাথায় ঠেকিয়ে খাও।

হরলাল। [পান করিয়া] আঃ! আমার ভেতর থেকে কি যেন কুয়াশার মত উড়ে যাচ্ছে! কোথাকার কে আমি! কোথায় এসেছি! তোমাকে যেন—

বিজলী। না না, আমাকে কিছু নয়। মনে কর ঠাকুর রাম-কৃষ্ণের শ্রীচরণ, প্রণাম কর তাঁকে। বল, আমায় পবিত্র কর, আমার পাপ হরণ কর, আমার শাপ মোচন কর। বল, আমাকে ফিরিয়ে দাও, রাক্ষসী নিয়তির কবল থেকে অতীতের আমাকে!

হরলাল। [প্রণাম করিয়া] আমাকে ফিরিয়ে দাও। [সহসা মেঘগর্জন] ও কি! কিসের শব্দ?

বিজলী। মেঘ ডাকছে।

হরলাল। মেঘের মধ্যে দিয়ে কি অর্জুনের অগ্নিবাণ ছুটে গেল?

বিজলী। না—না, তুমি তো জান—বিজলী।

হরলাল। [বিজলী শব্দ শুনিয়া সর্বশরীরে আলোড়ন খেলিয়া গেল] বিজলী! তুমি আমায় গংগাজল থেকে তুলে আমার প্রাণ বাঁচালে? কেন বাঁচালে? আমি যে তোমার মাকে দাঁড়িয়ে খেয়েছি, ভূমিকম্পের মত তোমার সংসারকে পাতালে বসিয়ে দিয়েছি। সে মহাপাপের কামড় সইতে পারব না, তুমি আমায় আবার রামকৃষ্ণের পাদোদক দাও, আমি পাগল হয়ে আমার পিশাচ 'আমিকে' ভুলে থাকি।

বিজলী। অতীতের তুমি মরে গেছ, আজ তোমার নবজন্ম। প্রাণে জাগাও ঠাকুর রামকৃষ্ণ, মনকে ঘিরে ফেল ঠাকুর রামকৃষ্ণ নামের বেড়াজালে। তোমার গন্ধ স্পর্শ শব্দ হোক রামকৃষ্ণময়—শুরু হোক তোমার নব জীবনের প্রথম অধ্যায়। বল, জয় রামকৃষ্ণ—জয় রামকৃষ্ণ!

হরলাল। জয় রামকৃষ্ণ—জয় রামকৃষ্ণ!

[অগ্রে বিজলী, পশ্চাতে হরলালের প্রস্থান

———

চতুর্থ দৃশ্য

কলিকাতা মনুমেণ্ট প্রাংগন

ক্লান্ত অবসন্ন অনাহারক্লিষ্ট নরেনের প্রবেশ।

নরেন। স্বপ্নপুরীর স্বপ্ন ফুরিয়ে গেছে, বাস্তবে দাঁড়িয়েছে ধূ ধূ মরুভূমির চিত্র। কত লোক অসদুপায়ে কত টাকা উপার্জন করছে, ছড়িয়ে দিচ্ছে নানা অপব্যয়ে। আমাদের ভাগ্যে জুটছে না একটা পয়সা—দুটো অন্ন, দুখানা লজ্জা নিবারণের বস্ত্র, ভূপেনের বুকের ব্যথার একটু ওষুধ। বাড়ী ফিরলে মহেন, ভূপেন দাদা বলে কাছে এসে দাঁড়ায়, চোখের জল আমি চাপতে পারি না। তারা খাবারের আশায় ছুটে আসে, আমি তাদের শুকনো মুখ চোখের জলে ভিজিয়ে দিই। ঈশ্বর মুক্তি দাও—মুক্তি দাও।

সুন্দরের প্রবেশ।

সুন্দর। আরে কে—ও? নরেন—না? হ্যাঁ নরেনই তো। কিরে অমন মুসড়ে বসে কেন? বাবা কি কারও চিরদিন থাকে রে? মন চাংগা কর। নে নে গান গা একখানা, মনটা তাজা হয়ে যাবে। গানে ছেলে মরার শোক ভুলিয়ে দেয়। নে, ধর একখানা গান।

নরেন। [উর্দ্ধে চাহিলেন]

সুন্দর। আর বৃথা কালক্ষেপ। বেশ জমকালো করে ধর দেখি। "বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিঃশ্বাস পবনে।"

নরেন। [নীরব বিরক্তি চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল]

সুন্দর। ধর না—সব দুঃখু কেটে যাবে।

নরেন। থাক থাক খুব হয়েছে ; আর দরদ দেখাতে হবে না।

সুন্দর। আরে চটিস কেন ?

নরেন। তোমরা মানুষ ?

সুন্দর। তার মানে ?

নরেন। তার মানে—তোমরা বুঝতে পারবে না। ক্ষিদের জ্বালায় অবশ হয়ে যাদের মা ভাইরা পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়নি, ছেঁড়া জামা কাপড়ে যাদের দিনের পর দিন কাটাবার দুর্যোগ জীবনে আসেনি, পিতৃহারা হয়ে জ্ঞাতি শত্রুর চক্রান্তে ভিটে ছাড়া হবার মামলার আগুনে যাদের ঝাঁপ দিতে হয়নি, তারা এর মানে বুঝতে পারবে না।

সুন্দর। দূর--কি সব বাজে কথা বলিস।

নরেন। থাম ! আলাপ করতে এসে আর আমায় উত্যক্ত করো না। বাড়ী ফিরে দেখবো, কলতলায় বাসনের শব্দ নেই, রান্না ঘরে ধোঁয়া নেই, মায়ের হাতে খাবারের থালা নেই। [শেষ কথায় গলা ধরিয়া গেল] তুমি যাও। ভাই দুটো কাঁদছে, বলছে দাদা কি এনেছ দাও—দাদা কি এনেছ দাও। মা ওদের মুখ দুটো কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠবে। আমি পাগল হয়ে যাব—পাগল হয়ে যাব। [ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল]

সুন্দর। থাকগে ! নরেনের মেজাজটা আজ খারাপ আছে। গান ওর বেরুবে না। [স্বগত] দাঁড়াও একটা ঢোঁক কোন রকমে গলায় ঢেলে দিই—তারপর আপনা থেকেই চাইবে—'আর এক গেলাস'—তারপরই বুকের উপর সুলেখা গোলাপ। প্রাণে বাজবে মাদলের বাজনা।

নরেন। [অস্ফুটস্বরে] মাগো—মা !

সুন্দর। শোন—শোন নরেন ! [গেলাসে মদ ঢালিয়া]

নরেন। অ্যাঁ !

সুন্দর। নরেন ! এই গেলাসটা ধর। টান দেখি এক গ্লাস।

নরেন। কি এ ?

সুন্দর। এই—মানে এক রকম সরবৎ আর কি ! নে—খা, শরীরটা সুস্থ হয়ে যাবে।

নরেন। [হাতে ধরিয়া, মুখের কাছে তুলিয়াই] ওয়াক ! ছিঃ-ছিঃ ! মদ খাওয়াতে এসেছ ? কি করেছি আমি তোমাদের ? কেন তোমরা এসেছ আমার সংগে শত্রুতা করতে ?

সুন্দর। শত্রুতা কি ? স্বর্গের সুধা, দেবতার ভোগ্য ! সব অশান্তি চলে যাবে।

নরেন। অশান্তির দাবানল জলুক আমার মনে—প্রাণে, অন্তরে। তবু মদ খাওয়াতে পারবে না আমায়। সহস্র দুঃখের বাজ আমি মাথা পেতে নেবো, তবু সত্য হতে বিচ্যুত হবো না।

সুন্দর। ঠিক ঠিক ! প্রথম প্রথম অমন সবাই বলে, ক্রমশঃ ঠিক হয়ে যায়। বাজে বকিস না। টেনে নে এক গেলাস।

নরেন। তোমার উপদেশ তোমার পথের পথিক যারা, তাদের দিও। তোমার দ্বিতীয় নিঃশ্বাস আমার গায়ে লাগবার আগে এখান থেকে দূর হও।

সুন্দর। আচ্ছা ঠিক আছে। দেখবো তোমার মনের তেজ। [স্বগত] ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি। আসছে ফাঁদ রূপের ছটা নিয়ে, সুরের তরংগ নিয়ে, সোনার তাল নিয়ে, প্রাণ তরর করে দেবে। [প্রস্থান।

নরেন। আর সহ্য করতে পারছি না মা—আর পারছি না। [অবসন্ন ভাবে বসিয়া রহিল]

সুলেখার প্রবেশ।

সুলেখা। শুনছেন ?

নরেন। [নীরব]

সুলেখা। দেখুন—আপনাকে বলছি, শুনুন !

নরেন। কে ?

সুলেখা। আমি।

নরেন। কি বলছো ? কে তুমি ?

সুলেখা। এই কলকাতাতেই আমার বাড়ী। আমি—

নরেন। কে তুমি ? আমায় কি প্রয়োজন তোমার ?

সুলেখা। আমি সুলেখা বাঈ ! কলকাতায় আমার বাড়ী আছে পাঁচখানা। ব্যাংকে টাকা, আরও অনেক ধন সম্পত্তি আছে।

নরেন। অনেকেরই অনেক বাড়ী, বহু টাকা, ধনসম্পত্তি আছে। তাতে আমার কি ?

সুলেখা। আপনার কষ্টে আমি ব্যথা পেয়েছি, তাই—

নরেন। তোমার উদ্দেশ্য কি স্পষ্ট বল ; আমার মন ভাল নেই।

সুলেখা। সেই জন্যই তো আমার আসা। মন ভাল করার ওষুধ আছে আমার কাছে। চল না আমার বাড়ী।

নরেন। তোমার বাড়ী যাব কেন ?

সুলেখা। তুমি থাকবে আমার আঁচল ধরে—পাশে পাশে।

নরেন। নারী !

সুলেখা। সত্যি বলছি, রেজেষ্ট্রি করে দেবো। আমার যা আছে, তার অর্ধেক হবে তোমার। সর্ত শুধু তুমি হবে আমার।

নরেন। চুপ! আর একটি শব্দ উচ্চারণ করো না।

সুলেখা। তুমি প্রাণ খুলে আনন্দ করবে আমার সংগে। আমার রূপ এলিয়ে দেবো তোমার বুকে, তুমি টেনে নেবে তোমার প্রণয়িণী বলে। কোন দুঃখ থাকবে না তোমার।

নরেন। আমার জীবনের আঁধার রাতে শয়তান এসেছে পথভ্রান্ত করতে।

সুলেখা। তুমি আমায় ভালবাস। আমার রূপ, যৌবন সব তোমায় দেবো।

নরেন। চুপ! রূপ দেখাতে এসেছ আমায়? ও রূপের পূজারী আমি নই। দেহের রূপ আমার চোখ দেখে না। আমি দেখি তোমার অন্তরের অন্তঃস্থলে বিরাজ করছে যে রূপ, যার অংশময়ী তুমি, তোমার মধ্যে সেই। বিশ্বজননীর রূপ।

সুলেখা। [কানে আঙুল দিয়া] ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

[প্রস্থান।

নরেন। আমি পালাই—আমি পালাই। সংসারের বাঁধন কেটে, আমি ছুটবো বৈরাগ্যের পথে। ঈশ্বর! আমার বাঁবন কেটে দাও, মায়া কেড়ে নাও, মা ভাইদের ভার নাও। আমায় মুক্তি দাও—মুক্তি দাও—মুক্তি দাও।

[পশ্চাতে ফিরিয়া উন্মত্তের মত চলিয়া যাইতেছিল সম্মুখে দেখিল, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দুই বাহু মেলিয়া নরেনকে সস্নেহে আহ্বান করিতেছেন, ঠোঁট নড়িতেছে। নরেন শুনিতে পাইল, ঠাকুর বলিতেছেন, "মুক্তি হবে না। মুক্তির দেরী আছে"]

নরেন। ঠাকুর! অ্যাঁ! কি বলছো, মুক্তি দেবে না? দেরী আছে?

[নরেন দেখিল ঠাকুর গলায় হাত দিয়া বলিতেছেন, "বড় ব্যথা"]

নরেন। অ্যাঁ, ব্যথা! গলায় ব্যথা? কেন? অ্যাঁ, আমায় ডাকছো—ডাকছো। যাই—যাই—যাই।

[উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে প্রস্থান।

চতুর্থ অংক

প্রথম দৃশ্য

সুরেশবাবুর বৈঠকখানা

ঘনশ্যাম ও সুন্দরের প্রবেশ।

ঘনশ্যাম। তারপর ?

সুন্দর। মনুমেণ্টের তলায় পড়ে ব্যাটা চিঁচিঁ করছিলো, দু'চার কথার পর দিলাম এক গেলাস ব্যাটার মুখে ঢেলে। বাবার কালে এ জিনিষ পেটে তো কখনও পড়েনি। ওয়াক করে উঠলো, ওমনি একমুঠো চানাচুর দিলাম মুখে গুঁজে।

ঘনশ্যাম। সাবাস! বমি করলে নাকি ?

সুন্দর। রাম! চানাচুর চিবোবার সে কি ঢং দাদাবাবু।

ঘনশ্যাম। বেঁচে গেল। তিনদিন পেটে বোধহয় ভাত পড়েনি। টাটকা পচাই মদ কলসী খানেক কাল গলায় ঢেলে দিও। আর 'হা অন্ন হা অন্ন' করতে হবে না। পেটে অন্নপূর্ণার নৌকা বিলাস দেখবে। হ্যাঁ, চানাচুর চিবিয়ে কি বললে ?

সুন্দর। আমার দিকে একবার ফ্যালফ্যাল করে চাইলো। বোধহয় একটু লজ্জা হল। ·তারপর গেলাসটায় তেতালার তাল বাজাতে লাগল, তাক তেরে কেটে তাক তাক—তাধিন—তেটে· ধিন। গেলাসটা ভাংগে আর কি।

ঘনশ্যাম। হা-হা-হা! স্ফূর্তির ফোয়ারা ছুটলো, কি বলো ?

সুন্দর। কি রকম ওস্তাদটি আপনি পাঠিয়েছেন?

ঘনশ্যাম। তারপর সুন্দর?

সুন্দর। আর দুটি গেলাস আমি নিজে ঢেলে দিলাম। তারপর বোতলটা আমার হাত থেকে নিয়ে, সটান মুখে দিলে ঢেলে। আমি তাড়াতাড়ি কেড়ে নিলাম। বললাম, প্রথম দিনে অত খেলে মরে যাবি যে। তখন চোখ ঢুলুঢুলু, মুখে চললো গজলের সুর। কায়দা করে মাঠ থেকে ধরে একটা গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে এলুম, যাতে কেউ না বুঝতে পারে। দরজায় দাড়িয়েছিল সুলেখা। যাই চোখের একটা টান দিয়েছে, আপন খেয়ালে ছিটকে গিয়ে পড়লো তার বুকে।

ঘনশ্যাম। ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! কি লজ্জা। কি লজ্জা।

সুন্দর। আমি তো চোখে হাত চাপা দিয়ে লজ্জা ঢাকি।

ঘনশ্যাম। তারপর সুলেখা কি বললে?

সুন্দর। সুলেখা বললে, আমি তোমার জন্য দীপ জ্বেলে দাঁড়িয়ে আছি।

ঘনশ্যাম। বাঃ, খাসা বলেছে। নরেন কি বললে?

সুন্দর। নরেন গান ধরলো "বরণ করে নাও গো বঁধু,—তব প্রেম কুঞ্জে।"

সুরেশ। বলিহারী—বলিহারী! বাঃ। মুখরোচক বটে।

গিরিশ ঘোষের প্রবেশ।

গিরিশ। কি মুখরোচক হলো শর্মাবাবু? সুরেশবাবু কোথায়?

ঘনশ্যাম। [অপ্রস্তুত হইয়া] বাবু দার্জিলিংয়ে গেছেন। আমরা আপনার নাটক সম্বন্ধে একটু আলোচনা করছিলাম।

গিরিশ। নরেনের সংগে সুরেশবাবুদের বাড়ী ভাড়া মোকর্দমার একটা আপোষ নিষ্পত্তির জন্য এসেছিলাম।

ঘনশ্যাম। আপোষে বাবুর কোন আপত্তি নেই। আপনারা পাঁচজনে থেকে আইনতঃ ন্যায়তঃ বাড়ী ভাগ করে দিন।

গিরিশ। ভাগ? সে তো নরেনের ঠাকুর্দার আমলেই হয়ে গেছে।

ঘনশ্যাম। সেইটাই যদি বাবু মানবেন,—তবে মোকর্দমা করার কি দরকার ছিল?

গিরিশ। না মেনে উপায় নেই। নরেনের ঠাকুর্দার আমল থেকে যে অংশটা তারা ভোগ করছে, সুরেশবাবু তার দখল চান কোন অধিকারে—কোন আইনে?

ঘনশ্যাম। অধিকার আইনের কথা আমি কিছু বলতে পারি কি স্যার? ছোট মুখে অতবড় কথা কি করে আলোচনা করি স্যার?

গিরিশ। আপনার বাবুকে বোঝান, নরেন আজ পিতৃহীন, সংসারে অভাব অনটন প্রচুর। কলকাতার মধ্যে দত্তবংশ একটা সম্ভ্রান্ত বংশ। ঝোপ বুঝে কোপ মারা কি ঠিক?

ঘনশ্যাম। আপনি আর তার জন্য অত ভেবে কি করবেন স্যার? কথায় বলে 'যার বিয়ে তার মনে নেই—পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই।' দিনরাত বেশ্যাবাড়ীতে পড়ে আছে—গলায় মদের বোতল ঝুলিয়ে রেখেছে।

গিরিশ। চুপ! নরেন মদ খায় না। মদ খাই আমি। মদ খায় আপনার বড় কুটুম্ব এই সুন্দর।

ঘনশ্যাম। বল না সুন্দর, কাল কি দেখেছিলে?

সুন্দর। আজ্ঞে—চানাচুরের চাট করে, নিমেষের মধ্যে বোতল ফাঁক।

গিরিশ। শাট আপ—রাস্কেল!

ঘনশ্যাম। আপনি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন স্যার।

সুন্দর। নরেনকে মদ খেতে কত লোকে দেখেছে। আপনি প্রমাণ চান?

গিরিশ। চোপরাও। জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবো। নরেন মদ খায়! [ক্রোধে ও উত্তেজনায় কাঁপিতেছিলেন]

সুন্দর। আজ্ঞে—[ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল]

ঘনশ্যাম। রাগবেন না স্যার। শুধু মদ নয়,—আরও আছে।

গিরিশ। [উত্তেজিত ভাবে] কি আছে?

ঘনশ্যাম। শহরের সেরা সুন্দরী, তাকে জড়িয়ে আছে। তাকে আপনার রংগমঞ্চেও মাঝে মাঝে দেখা যায়।

গিরিশ। কে সে?

ঘনশ্যাম। সুলেখা বাঈ।

গিরিশ। অমন হাজার সুলেখাকে নরেন দু'পায়ে মাড়িয়ে যায়। নরেনের চোখের জ্যোতিতে লক্ষ সুলেখা ছিটকে মাটিতে পড়বে। তাকে ছুঁলে হাত পুড়ে ফোস্কা হয়ে যাবে। তা যদি না হয়, আমি কেটে ফেলবো আমার ডান হাতখানা।

ঘনশ্যাম। মাপ করবেন স্যার। মামলা মেটাবার ইচ্ছে বাবুর নেই। তিনি দেখবেন, কি করে নরেন মামলা চালায়।

গিরিশ। তাহলে আপনার বাবুকে জানিয়ে দেবেন, মামলার সব ঝুঁকি আমি নিলাম। আদালতে নরেনের পক্ষ সমর্থন করবেন ডব্লু, সি, ব্যানার্জী।

ঘনশ্যাম। মিঃ ব্যানার্জীর ফী জোগাবে নরেন? হাঃ-হাঃ-হাঃ।

সদানন্দের প্রবেশ।

সদানন্দ। এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক আপনার সংগে দেখা করবার জন্য আপনার বাড়ীতে বসে আছেন।

গিরিশ। কে বলতো?

সদানন্দ। তা তো জানি না। বললেন—কোন এক মামলায় ওই ভদ্রলোকের সংগে নরেনের বাবার পাঁচহাজার টাকা চুক্তি ছিল।

গিরিশ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ছিল। মামলায় জিতলে বিশ্বেশ্বরবাবুকে এককালীন পাঁচহাজার টাকা ফী দেবেন। আমি জামিন ছিলাম।

সদানন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ! তিনি খুবই ব্যস্ত হয়ে এসেছেন। মামলায় তাঁর জয়লাভ হয়েছে। তাই টাকাটা আপনার হাতে দিয়ে আজই তিনি মুংগের রওনা হবেন।

গিরিশ। চল—চল। [ঘনশ্যামের প্রতি] শর্মাজী! নরেন দেবদূত। দেবদূতের প্রয়োজনে অর্থ জোগায়—স্বয়ং দৈব।

[সদানন্দ সহ প্রস্থান।

ঘনশ্যাম। [বিস্ময়ে] পাঁ-চ-হা-জা-র টাকা! এককালীন পাঁ-চ-হা-জা-র—

সুন্দর। দাদাবাবু! চাকরী ছাড়ুন। এ পাড়ায় আর আসবেন না। আসল কথা প্রকাশ পেলেই, ঘ্যাঁচাং ঘ্যাঁচ—

ঘনশ্যাম। ওঃ! একেই বলে—প-র-তা।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির

[সিংহাসনে দক্ষিণেশ্বরী কালীমূর্তি বিরাজমান, পুষ্প, দীপ, ধূপের গন্ধে চারিদিক আমোদিত, আলোকিত]

গলায় গরম কাপড় জড়ানো ঠাকুরের প্রবেশ।

ঠাকুর। ব্যথা, গলায় বড ব্যথা। কিচ্ছু খেতে পারি না। আমি যাচ্ছি—নরেনকে জীবের সেবায় রেখে তোরই ইচ্ছেয় আমি ফিরে যাচ্ছি মা।

ক্লান্ত অবসন্ন দেহে নরেনের প্রবেশ।

নরেন। ঠাকুর! ঠাকুর! আর পারি না—অভাবের কি উৎকট দংশন। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। ক্ষিধের জ্বালায় মা-ভাই মরে যাচ্ছে। প্রাণপাখী বুঝি আর থাকে না। দয়া করুন ঠাকুর। উপায় করুন। [ঠাকুরের পায়ে আছড়াইয়া পড়িল]

ঠাকুর। বোস, ঠাণ্ডা হ। অত উতলা হলে কি চলে?

নরেন। সব অন্ধকার ঠাকুর! আপনার মাকে বলে একটা উপায় কোরে দিন। বুকে যে কি হাহাকার—

ঠাকুর। আমি কি কিছু বুঝি নারে বেটা? তোর জন্যই যে আমার এ দেহে আসা। যুগ-যুগান্তের কাজ তোকে কদিনে করতে হবে। তোকে মারে কে? তোকে না দেখলে আমার প্রাণ যে অধীর হয়ে ওঠে।

নরেন। ঠাকুর!

ঠাকুর। দেখ, আমি তো মায়ের কাছে কখনও কিছু চাইনি। তা তুই যা না ; আজ মংগলবার, দিনটা ভাল আছে। মন্দিরের মধ্যে গিয়ে, তুই যা চাস, মায়ের কাছে প্রার্থনা কর।

নরেন। আমি চাইলে মা কি শুনবেন ?

ঠাকুর। হ্যারে শুনবে—শুনবে ! তুই আমার প্রাণের শিষ্য, আমার মানসপুত্র, প্রাণের সকল ব্যাকুলতা অন্তর দিয়ে নিবেদন করবি মায়ের পায়ে, মা কি না শুনে থাকতে পারে ? যা যা, দেরী করিসনে।

নরেন। যাবো ?

ঠাকুর। যা, মাকে ডাক। অন্তরের ডাকে মাকে সাড়া দিতেই হবে।

নরেন। [প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া চোখ মুদিয়া বলিলেন] মা ! মা ! [চতুর্দিকে "মা" "মা" ধ্বনিত হইতে লাগিল]

ঠাকুর। [স্বগত] জয় তারা ! দেখিস মা ! ব্যাটা যেন ঠিক পথে চলে।

নরেন। [ভাব বিহ্বল] কই পাষাণ মূর্তি ! রূপরস গন্ধময়ী প্রাণময়ী মা ! শ্যামোজ্জল রূপপ্রভায় মন্দির আলো করে মা ! চক্ষে বরাভয়, অধরে করুণা নিয়ে মা ! জগৎ জুড়ে মা ! আমার অন্তর ছেয়ে মা। মা—মা ! আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও।

[নেপথ্য হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল 'মা' 'মা']

নরেন। [আসন হইতে উঠিয়া ঠাকুরের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল]

ঠাকুর। মায়ের কাছে গিয়ে কি চাইলি রে ? দুঃখ কষ্টের কথা বললি তো ?

নরেন। [বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল] যাঃ! দুঃখ কষ্টের কথা তো জানানো হয়নি মাকে! আমি ভুলে গেছি ঠাকুর।

ঠাকুর। সেকি রে? কি বললি তবে?

নরেন। আমি বল্লাম—মা আমায় জ্ঞান দাও—ভক্তি দাও, বিবেক দাও।

ঠাকুর। দূর খ্যাপা! তুই একটা মস্ত বোকা। ধান ভানতে শিবের গীত আরম্ভ করলি? যা—যা, আবার গিয়ে বেশ মন দিয়ে প্রার্থনা কর। এবার আর ভুলিসনে। তোর যা প্রয়োজন, তুই তাই চাইবি। ভুলবি না তো?

নরেন। না—এবার ঠিক বলবো।

[নেপথ্যে ধ্বনিত হইতে লাগিল 'মা' 'মা']

ঠাকুর। জয় তারা! জয় তারা! দেখিস মা! খাপখোলা তলোয়ারে মরচে ধরাসনে।

নরেন। [পুনরায় সিংহাসনের কাছে যাইয়া] মা আমাকে জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বৈরাগ্য দাও। [ঠাকুরের কাছে ফিরিয়া আসিলেন]

ঠাকুর। কি রে এবার ঠিক চেয়েছিস তো?

নরেন। কই বলতে পারলুম না তো মাকে আমার সংসারের অভাবের কথা।

ঠাকুর। তোর কিচ্ছু বুদ্ধি শুদ্ধি নেই। আবার যা। বার-বার তিনবার। যা বলবি, বেশ করে মনে মনে মুখস্থ করে যা। আমি বলছি, মা তোর আশা নিশ্চয় পূর্ণ করবে।

নরেন। [পুনরায় মাতৃমূর্তির কাছে গিয়া] মা! মা! আমাকে জ্ঞান দাও—ভক্তি দাও, বৈরাগ্য দাও। [ঠাকুরের নিকট ফিরিয়া

আসিলেন] খুব ভাল করে মুখস্থ করে গেলাম,—কিন্তু হলো না। বারবার তিনবার ওই একই প্রার্থনা বেরুলো মুখ দিয়ে। অভাবের কথা তো মাকে বলতে পারলাম না।

ঠাকুর। কেন ?

নরেন। পাষাণ ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রাণময়ী মা। সত্যি বলছি ঠাকুর,—পাষাণ নয় সত্য, জীবন্ত মা। তাঁর নিঃশ্বাস আমার গায়ে লেগেছে। আমি পূর্ণ চেতনা নিয়ে দেখেছি,—'মা' দক্ষিণেশ্বরের সাধক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মা।

ঠাকুর। [মৃদু হাসিয়া] তবে যে আগে আমার মায়ের কথা বিশ্বাস করতিস না ?

নরেন। ঠাকুর ! আমি চাই না অর্থ—ধনসম্পদ, আমি চাই না সংসারের অনিত্য সুখ। আমার মা ভাইরা যাতে দুটি খেতে পড়তে পায় আপনি তাই কোরে দিন। [ঠাকুরের পদতলে পতন]

ঠাকুর। আচ্ছা আচ্ছা। তাই হবে। মা তোর অন্তরের কথা জেনেছেন। আজ থেকে তোদের সংসারে কোনদিন অভাব হবে না।

নরেন। [ঠাকুরের পায়ে মাথা নত করিলেন]

[নেপথ্যে গিরিশ ঘোষ—নরেন, নরেন !]

ঠাকুর। শোন শোন, গিরিশ তোকে চিৎকার করে ডাকছে। কি হলো, কে জানে ?

গিরিশ ঘোষের প্রবেশ।

ঠাকুর। কি গো গিরিশ, অতো চেঁচাচ্ছ কেন ? লোকে পাগল বলবে যে।

গিরিশ। বলুক পাগল। আমি আনন্দে পাগল হয়ে গেছি ঠাকুর। নরেনের বাবার একজন মক্কেলের সংগে চুক্তি ছিল—মামলা জেতাতে পারলে এককালীন পাঁচহাজার টাকা ফি দেবে। সে মামলায় জিতেছে। আমি ছিলাম জামিন। দিয়ে গেল এই পাঁচ-হাজার টাকা। নাও নরেন। [টাকা প্রদানে উদ্যত]

ঠাকুর। মা দিয়েছে রে।

নরেন। হ্যাঁ মা দিয়েছেন! জি, সি, বাকসিদ্ধ ঠাকুরের বাক্য ফলে গেছে। আপনি একটা গাড়ী ডেকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে ছুটে যান। আপনি জামিন ছিলেন, আপনি নিজের হাতে টাকা তুলে দিন মায়ের হাতে।

ঠাকুর। তাই যাও গো গিরিশ, ওর মায়ের হাতেই দিয়ে এসো। বোলো নরেন দক্ষিণেশ্বরে আছে।

গিরিশ। তাই যাই ঠাকুর। আমি ছুটতে ছুটতে যাবো। অভাবের কান্নায় তিনি রুদ্ধকণ্ঠে ডাকছেন ভগবানকে। ভগবানের আশীর্বাদ আমি দেবো হাতে তুলে। মরা বাগানে ফুটবে ফুল, মলিন ঠোঁটে ঝরবে হাসি। ওই সংগে আমিও পাবো মায়ের আশীষ।

[প্রস্থান।

ঠাকুর। গলার ব্যথাটা বড্ড বেড়েছে নরেন। এ ব্যথা বুঝি আর সারবে না রে।

নরেন। বলবেন না—বলবেন না ঠাকুর। বিশ্ব অন্ধকার হয়ে যাবে, জগতের রত্ন হারিয়ে যাবে।

ঠাকুর। তার জন্যই তো তুই এসেছিস রে। অন্ধকারে তোর মাথায় জ্বলবে মানিক, তাতেই আলোকিত হবে বিশ্বজগৎ।

নরেন। আপনি যদি সেরে না ওঠেন, আমার কি হবে ঠাকুর? নির্বিকল্প সমাধি কি করে পাবো ঠাকুর? কে আমায় শিখিয়ে দেবে?

ঠাকুর। নির্বিকল্প সমাধিতে হাত নেই—পা নেই বলে ভয়ে চেঁচাবি না তো? বস আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে। ডান হাত মাথায় রাখ, বাম হাত বুকে। বল—ওঁ! [চতুর্দিকে ধ্বনিত হইতে লাগিল ওঁ। ঠাকুর স্বীয় দক্ষিণ পদ নরেনের স্কন্ধে রাখিয়া দাঁড়াইলেন] কি দেখছিস?

নরেন। [সমাধিস্থ ভাবে] পূর্ণ জ্যোতিতে ছাওয়া বিশ্বজগৎ। নদনদী সাগর মহাসাগর উত্তাল নৃত্য করছে—জ্যোতির তরংগে। স্তব্ধ শান্তি। সেই শান্তির সরোবর থেকে কে যেন দুহস্ত ঊর্ধে তুলে বলছে—

"শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্র।
আযে ধামানি দিব্যানি তস্থু"।

ঠাকুর। আর তুই কি চাস বল?

নরেন। [জ্ঞান পাইলেন] ইচ্ছে হয় শুকদেবের মত দিনরাত সমাধিতে ডুবে থাকি।

ঠাকুর। কি—এতবড় আধার তুই, তোর মুখে এত ছোট কথা? তোর মুখে স্বার্থপরের মত নিজের মুক্তি চিন্তা? তুই হবি বিশাল বটবৃক্ষ, পাপী-তাপী তোর ছায়ায় নেবে আশ্রয়। অজ্ঞ-মানবের হৃদয় মন্থন করে তোকে তুলতে হবে অমৃতের ধারা। উত্তিষ্ঠ! উত্তিষ্ঠ! উত্তিষ্ঠ!

নরেন। [সম্মোহিত হইয়া] কে—কে তুমি—কে তুমি?

ঠাকুর। গিরিশ কি বলে?

নরেন। বলেন, আপনি ভগবানের অবতার।

ঠাকুর। তোর এখনও বিশ্বাস হলো না? ওরে, দ্বাপরে যেই রাম—সেই কৃষ্ণ। কলিতে এই একই দেহে রামকৃষ্ণ।

নরেন। রামকৃষ্ণ! সেই পঞ্চবটিতে স্বপ্নে দেখেছিলাম—রামকৃষ্ণ!

ঠাকুর। এই জরাজীর্ণ ব্যাধিগ্রস্ত দেহ হতে রামকৃষ্ণ যাবে তোর দেহে। ওরে! আমার গলায় বড় ব্যথা। রামকৃষ্ণ উপবাসী! তোর শরীরে যেতে চাইছে।

নরেন। না—না, তা কি সম্ভব?

ঠাকুর। সম্ভব নয়? তোর বুকে আমি লাথি মারবো, দরজা ভেঙে যাবে, রামকৃষ্ণ আমাব দেহ থেকে তোর দেহে প্রবেশ করবে। মহাদেব গংগার বেগ ধারণ করেছিলেন; সাবধান! শক্ত হয়ে বস—তোর দেহে প্রবেশ করছে রামকৃষ্ণের শক্তি, তেজ।

[সজোরে নরেনের বক্ষে পদাঘাত করিয়া—নরেনের সম্মুখে বসিলেন। অপূর্ব জ্যোতিতে চতুর্দিক পূর্ণ হইল। রামকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তিতে দেখা গেল বালকবেশী রামচন্দ্র ও কৃষ্ণ রামকৃষ্ণের শরীর হইতে বাহির হইয়া নরেনের শরীরে জ্যোতির আকারে প্রবেশ করিল]

নরেন। [ভাবাবিষ্ট] ঠাকুর!

ঠাকুর। [কাঁদিতেছিলেন] মাগো! আমার সব গেল—সব গেল; আর কিছু রইলো না মা—কিছু রইলো না।

নরেন। [ভাব ভঙ্গে] ঠাকুর! ঠাকুর! আপনি কাঁদছেন কেন?

ঠাকুর। আজ আমার যথা সর্বস্ব তোকে দিয়ে দিলাম। আমার কিছু নেই। আমি ফকির—ফকির।

নরেন। ঠাকুর! ঠাকুর! একি শক্তি আমার শরীরে!

ঠাকুর। [মৃদু হাস্যে] আমার শক্তি তোর শরীরে। ওই শক্তি নিয়ে ছুটবি তুই বিদ্যুৎ বেগে। শিবজ্ঞানে করবি জীবের সেবা। এ জন্মে রামকৃষ্ণের কাছে পেলি এই দীক্ষা। আজ থেকে তুই নরেন নোস। এই নে, গেরুয়া কাপড় পর, গুরুর জন্য ভিক্ষা করে আন।

নরেন। [বস্ত্র মাথায় তুলিয়া লইলেন]

ঠাকুর। আজ হতে তুই সন্ন্যাসী। জীবের সেবায় নিয়োজিত হবে তোর দেহ মন। ওরে, গলায় বড় ব্যথা, কিছু খেতে পারি না।

নরেন। আর এখানে নয়। কলকাতায় কাশীপুর বাগানে আপনাকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা হয়েছে। ঠাকুর! আজই আপনাকে যেতে হবে সেখানে।

ঠাকুর। যা করবি কর। তোরই ওপর আমার সব নির্ভর। তুই যেখানে নিয়ে যাবি—সেখানেই যাব। সকলকে তোর হাতে সঁপে দিয়ে গেলাম। ওদের নিয়ে গড়বি নূতন ঘর—নূতন ভারত, নূতন জগৎ। কাজ শেষ হলে ফিরে যাবি, যেখান থেকে এসেছিস তুই। শরীরের উপর অবহেলা করিসনে। তোকে ডাকছে! উল্কার বেগে ছুটতে হবে তোকে।

নরেন। ঠাকুর! ঠাকুর! মন্দির কাঁদছে। তপোবনের গাছ-পালা নত হয়ে শেষ প্রণাম জানাচ্ছে। গংগা তরংগ তুলে পা ধোয়াতে ছুটে আসছে। অন্ধকার! অন্ধকার!

ঠাকুর। কাঁদিসনে—কাঁদিসনে।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য

গিরিশ ঘোষের বসিবার ঘর

[টেবিলে নানা রঙয়ের মদের বোতল সাজান। গিরিশ ঘোষ শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোধানে বিমর্ষ ব্যথিত। তিনি আপন মনে মদ্যপান করিতেছিলেন]

গীতকণ্ঠে সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

সন্ন্যাসী।—

গীত

হাহাকার, বুকে বাজে শুধু হাহাকার।
চোখে ভাসে আঁধার স্তব্ধ গভীর নিশার॥
তব তিরোধান কেড়ে নিয়ে গেছে রসনার গান।
চিতার আগুনে পুড়ায়েছে কুসুম, নাহি [ভ্রমর] গুঞ্জন।
চোখে জল, বুকে নাহি বল, নহে শুধু বাংলা বিশ্ব হল আঁধার॥

গিরিশ। ঠাকুর চলে গেলেন সন্ন্যাসী! কার মাটি কোথায় কেনা থাকে, কে বলতে পারে? দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ দেহ রাখলেন কলকাতার কাশীপুর বাগানে।

সন্ন্যাসী। আমাদের বুকে রেখে গেলেন শুধু হাহাকার।

গিরিশ। হ্যাঁ, হাহাকার—শুধু হাহাকার। কোথায় গেলে দেখতে পাবো সেই বালকের মত সরল হাসি, শুনতে পাবো অমৃতের মত উপদেশ রাশি? সন্ন্যাসী, আমি প্রত্যহ সন্ধ্যায় ছুটে যাই কাশীপুর বাগানে, ধ্যানের ভান করে বসে থাকি সেই ঘরে, যেখানে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ছড়িয়ে আছে। মনে রাখি আশা,

যদি পাই, একবার তাঁর দেখা। পাই না—পাই না সন্ন্যাসী দেখতে পাই না। তাঁর দেহ যে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়েছে। কে আছে দয়াল, একবার ছাইগুলো জোড়া লাগিয়ে আমায় দেখাও, রামকৃষ্ণ—রামকৃষ্ণ। [কাঁদিতে লাগিলেন]

সন্ন্যাসী। তুমি যদি এত আকুল হও, পাঁচজনকে দেখবে কে?

গিরিশ। আমি দেখবো কেন? ঠাকুর ভার দিয়ে গেছেন যার উপর, সেই নরেন কোথায়? একটা কথা স্পষ্ট করে বলতে পেরেছে? কান্নায় তার মুখের কথা ভেংগে চুরে, চোখের জলে ভেসে চলে গেছে। আমি মদ খাই। মনটাকে এলেমেলো ছড়িয়ে দিই। মনের মধ্যে ভাসে ঠাকুর আছেন, দক্ষিণেশ্বরের সেই ছোট্ট ঘরটিতে বসে।

সন্ন্যাসী। মদ খেয়ে যদি তুমি শোক ভুলে থাকতে পার, তুমি মদই খাও। আজ আমি আসি ভাই।

[প্রস্থান।

গিরিশ। [মদ্যপান করিতে করিতে একটি বোতল শেষ হইল। অন্য একটি বোতল খুলিবার জন্য তুলিয়া, বোতলটি দুই চারিবার ঝাঁকি দিয়া, বোতলটি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন] তুমিই আমার বন্ধু। তোমার কাছেই পাই সান্ত্বনা। তাই তো তোমায় এত ভালবাসি। [বোতল খুলিতে উদ্যত]

সহসা পাগলীর প্রবেশ

পাগলী। তুমি কি কচ্ছো?

গিরিশ। মদ খাচ্ছি।

পাগলী। কই মদ?

গিরিশ। এই তো মদ।

পাগলী। ওর মধ্যে কি সব ভাসছে দেখ।

গিরিশ। জলের ফুট।

পাগলী। তুমি কানা নাকি? ওই দেখ, 'কাল কাল চোখ।'

গিরিশ। এঁ্যা! [অতি বিহ্বল বিস্ময়ে দেখিতে লাগিলেন]

পাগলী। ওই দেখ চুল! ওই দাড়ী। ওই ঠোঁট। ওই হাঁসছে। দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে।

গিরিশ। এঁ্যা, তাই তো! কি কি এ?

পাগলী। রামকৃষ্ণ।

গিরিশ। রামকৃষ্ণ!

পাগলী। হঁ্যা, রামকৃষ্ণ। দেখ—দেখ কত রামকৃষ্ণ বোতলে গা ডুবিয়ে, মাথা ভাসিয়ে তোমায় দেখছে। রামকৃষ্ণ তোমায় দেখছে।

[প্রস্থান।

গিরিশ। হঁ্যা, তাই তো! অজস্র রামকৃষ্ণ ভাসছে। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি, আমায় দেখছে। এঁ্যা গম্ভীর হলে কেন? রুক্ষ চোখে চাইছ কেন? কি বলছো,—কি বলছো? মদ খাবো না? কর্তব্য ভুলে যাবো? নরেন তীর্থে, দায়িত্ব এখন আমার শিরে? সম্বর! সম্বর রোষগম্ভীর মূর্তি, মদ খাবো না—মদ খাবো না। মদের বোতল মাথায় করে রাখবো। বোতলে মাথা ভাসছে রামকৃষ্ণের। [প্রস্থানোদ্যগ। সদানন্দকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দাঁড়াইলেন]

সদানন্দের প্রবেশ।

সদানন্দ। নরেনের টেলিগ্রাম।

গিরিশ। কি লিখেছে? কোথায় সে?

সদানন্দ। মাদ্রাজে। নরেন যাবে আমেরিকায় চিকাগো ধর্ম-সভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে যোগ দিতে। হিন্দুধর্মের বিজয় পতাকা ওড়াবে পাশ্চাত্যের বুকে। ৩১শে মে সে ভারত থেকে রওনা হবে, আমেরিকায়। আপনাকে লিখেছে, বিদায়ের দিনে উপস্থিত থাকতে বোম্বাই ষ্টীমার ঘাটে। [টেলিগ্রাম হাতে দিল]

গিরিশ। [পাঠ করিয়া] আমি যাবো,—আমি যাবো নরেনকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে। তোমরাও তৈরী হও। রামকৃষ্ণের মানস সন্তান বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটবে জগৎময়। তোরা শাঁখ বাজা। দত্ত বাড়ীর ছেলে বিলে, আজ বিবেকানন্দ হয়ে বেদের বীজ ছড়াতে যাচ্ছে পাশ্চাত্যের উর্বর মাটিতে। তোরা বেদের গানে গানে পথপ্রান্তর ভরিয়ে গেয়ে যা অবিরাম, এগিয়ে চল—এগিয়ে চল—এগিয়ে চল।

[সদানন্দ সহ প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

মাদ্রাজ

হরলাল ও বিজলীর প্রবেশ।

বিজলী। কেন ফের আমার আশে পাশে? ঈশ্বরের সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে তুমিও সুন্দর হও। বিকশিত হক তোমার অন্তরের সৌন্দর্য রক্তজবা হয়ে, তুলে দাও মায়ের পায়ে। আঁধারে এসো না।

হরলাল। বিজলী! পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র আমার অন্তর জুড়ে। আমার জীবনের চির পূর্ণিমা তুমি, তুমি বিজলী।

বিজলী। কে আমি? কেউ না। কামনা মাখানো দরদ ভরা ভাষার ডালি আমার সম্মুখে সাজিয়ো না। পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত নেশা দমন কর। প্রবৃত্তিকে দুহাত জোড় করে ভক্তি গদগদ স্বরে বল, "শান্ত হও মা, আমায় রক্ষা কর,—আমায় শক্তি দাও মুক্তির সোপানে পদক্ষেপের।"

হরলাল। তোমার পাশে বসেই আমি মুক্তি পথের সাধনা করবো। বিজলী! তুমি দূরে সরে যেয়ো না।

বিজলী। কে আমি?

হরলাল। [সশংকোচে] তুমি আমার ধর্মপত্নী, আমি তোমার স্বামী।

বিজলী। সে জন্ম তোমার কেটে গেছে। তোমার নবজন্ম হয়েছে। নূতন জগতের নূতন আলোয় নূতন পথ দেখ—রচনা করেছেন রামকৃষ্ণ; সুগম করে তুলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

হরলাল। তোমার মনের কথা বুঝেছি বিজলী! আমি দেখছি,

এতে কোন পাপ. নেই। মুক্তির পথ রুদ্ধ হবে না! তোমার রূপের অধিকারী আমি!

বিজলী। জান কে তুমি? কার পাদোদক তোমায় নবজন্ম দিয়েছে?

হরলাল। রামকৃষ্ণের।

বিজলী। রামকৃষ্ণের আদর্শ নাও।

হরলাল। কি আদর্শ?

বিজলী। নারীর রূপ ভোগের নয়—পূজার!

হরলাল। পূজার?

বিজলী। হ্যাঁ, পূজার—সাধনার! রামকৃষ্ণ তাঁর ধর্মপত্নীকে পূজা করেছিলেন বিল্বপত্র রক্তজবা দিয়ে—মাতৃজ্ঞানে।

হরলাল। বিজলী!

বিজলী। আরও আছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যৌবনে এক ভৈরবীর আদেশে রূপবতী সম্পূর্ণ উলংগিনী যুবতীর কোলে বসে সাধনা করেছিলেন।

হরলাল। বিজলী!

বিজলী। সেই মাটিতে জন্ম তোমার! তাঁর পায়ে ছোঁয়ান-জল তোমার শিরায় শিরায়—রক্তের সংগে মিশে। বৈদ্যুতিক ক্রিয়া হচ্ছে না তোমার সর্বশরীরে, তোমার মনে?

হরলাল। হ্যাঁ, আমি রামকৃষ্ণের দাস—রামকৃষ্ণের পদরজঃ। আমি ছুরি চালাবো প্রবৃত্তির বুকে—যদি আবার মাথা তুলে ওঠে আমার অন্তরে। আমি—আমি তপস্যা করবো মুক্তিরাজ্যের পথ অনুসন্ধানে।

বিজলী। মুক্তির পথ তোমার সম্মুখে।

হরলাল। দেখিয়ে দাও বিজলী।

বিজলী। স্বামিজীর আমেরিকা যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করছে মাদ্রাজের যুবক সংঘ। যোগ দাও তাদের সংগে। গরীবের ঘরে ঘুরে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ কর। ধনীর কাছে হাত পেতো না—তাঁর নিষেধ। এই তোমার সাধনার প্রথম সোপান।

হরলাল। আমার জীবনের আঁধার রাতে—তুমি এমনি করে ক্ষণেকের জন্য বিজলীর মত উদয় হয়ে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল বিজলী।

[অগ্রে বিজলী, পশ্চাতে হরলালের প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য

বোম্বাইয়ের ষ্টীমার ঘাট

[নেপথ্যে—"জয় রামকৃষ্ণের জয়", "জয় স্বামী বিবেকানন্দের জয়"]

চঞ্চলভাবে বিজলীর প্রবেশ।

বিজলী। ওই স্বামিজীর শোভাযাত্রা এসে পড়লো। পারলাম না, স্বামিজীর চোখের উপর চোখ তুলে কথা বলতে। জানা হলো না কোন স্রোতে ভাসব আমি, কোন কর্তব্যের ভার বইবো আমি, আরও কত ঘূর্ণিপাকের আবর্তে তলিয়ে গিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবো আমি! আমি কি শুধু ধূপের মত পুড়বো? জনে জনে পাবে সৌগন্ধ, আমি ছাই হয়ে মাটিতে পড়ে উড়ে যাব শূন্যে?

[নিকটে জয়ধ্বনি—"জয় স্বামিজীর জয়"]

বিজলী। এসে পড়লো শোভাযাত্রা! ওঃ, কি জনস্রোত! মাদ্রাজের শিশু-যুবা-বৃদ্ধ কেউ বাদ নেই; স্বামিজীর জয় দিতে দিতে এগিয়ে আসছে সারা মাদ্রাজ! ধন্য মাদ্রাজ! সার্থক হোক তোমার যত্নের শ্রম। বাঃ! কি সুন্দর পতাকা উড়ছে—হাতে হাতে "স্বামিজীর জয়যাত্রা!" [ক্রন্দন]

[শোভাযাত্রা উপস্থিত হইল। হরলালের হস্তে "স্বামিজীর জয়যাত্রা" পতাকা। চারিপার্শ্বে মাদ্রাজ বোম্বাইয়ের নাগরিক ও বালকগণ মধ্যভাগে স্বামী বিবেকানন্দ]

হরলাল। স্বামিজীর যাত্রাপথ—

বালকগণ। সুগম হক—সুগম হক।

হরলাল। স্বামিজীর জয়যাত্রা—

বালকগণ। সফল হক—সফল হক।

হরলাল। হিন্দুধর্মের বিজয়পতাকা—

বালকগণ। উড়বে চিকাগোর বুকে।

নরেন। আমি শুনতে পাচ্ছি আহ্বান! অতল অসীম জলরাশির ওপার থেকে ব্যাকুল হস্তে আহ্বান করছে আমায়। আমি যাবো! জগতের বুকে বড় জ্বালা! জাগো আমার অন্তরের মহাপ্রাণ! ঔষধ খুঁজে পাচ্ছে না ওরা। আমি পাশ্চাত্যের জড় ব্যাধি আরোগ্য করতে, আমার জননী জন্মভূমির বুক ছেড়ে ঝাঁপ দেবো অনন্তে, অলক্ষ্যে।

বিজলী। [কাঁদিয়া] আমার কর্তব্য নির্দেশ কর স্বামিজী!

নরেন। কে কাঁদছে? বিজলী?

বিজলী। হ্যাঁ। তুমি ঝাঁপ দেবে অগাধ অতল জলরাশির মাঝখানে,—চলে যাবে পরমাত্মার মহান প্রেরণায় কোন অজানা অচেনা দেশে। বলে দাও, আমি কোথায় থাকবো—কোন বালুকারাশির সাথে মিশে?

নরেন। তুমি থাকবে প্রাচীন ভারতের তপোবনে—সামগানে বিভোর হয়ে দেবতাদের মাঝে মিশে!

বিজলী। কোন দেবতা?

নরেন। তুমি যে দেবতার কথা ভাবছ, সে দেবতা নয়। ওরে, মন্দিরে মন্দিরে মহাআড়ম্বরে পূজা হচ্ছে যে দেবতার—তার প্রাণ কোথায়? পুরোহিত কই দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবার? পুরোহিতের স্বার্থের দৃষ্টিতে বিগ্রহ হতে দেবতার প্রাণ চলে গেছে। দেখতে পাও না—পথেঘাটে জীর্ণ শীর্ণ শরীরে ছিন্ন বসনে ক্ষুধার জ্বালায় কাতর কত দেবতা ফিরছে আমাদের দ্বারে দ্বারে? তুটি

অন্ন অভাবে, একটু আশ্রয় অভাবে, রোগে একফোঁটা ওষুধ না পেয়ে পথের ধারে, গাছের তলায় ত্যাগ করছে শেষ নিঃশ্বাস! কে জাগাবে তাদের বুকে প্রাণ—কে করবে তাদের সেবা? তুমি! সাহায্য পাবে মাদ্রাজের যুব সম্প্রদায়ের। তুমি থাকবে তাদের পুরোভাগে। আমি যেন ফিরে এসে দেখি—তুমি হয়েছ দেবতার মা। [হরলালের প্রতি] হরলাল!

হরলাল। স্বামিজী!

নরেন। সর্বশক্তিমান ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—হরবিজলীর পরমাত্মা এক হবে এ জগতের পরপারে। দৈহিক মিলন নশ্বর, তা শুধু পথভ্রষ্ট করবে তোমাদের!

হরলাল। আমি প্রাণ দিয়ে পালন করবো আপনার আদেশ।

বিজলী। স্বামিজী!

নরেন। কেঁদ না বিজলী, শান্ত হও। ফিরে এসে যেন দেখি—আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে। চোখের জলে আমার গন্তব্য পথ রোধ করো না!

খোঁপায় নির্মাল্য পুষ্প গোঁজা, বামহস্তে জ্বলন্ত প্রদীপ, দক্ষিণহস্তে স্বীয় অঞ্চল মুষ্টিবদ্ধ করিয়া চাঁপার প্রবেশ।

চাঁপা। আমি কিন্তু কাঁদতে জানি না। ও কান্নাকাটি আমার ধাতে সয় না। যত ঝামেলাই আসুক, আমি কাঁদতে গিয়ে হেসে ফেলি।

নরেন। কে তুমি মা?

চাঁপা। ওই তো বললে তুমি।

নরেন। মা!

চাঁপা। মা ভুবনেশ্বরীর প্রতিনিধি হয়ে যখন এসেছি,—মা বৈকি !

নরেন। [অধীরভাবে] মা তোমায় পাঠিয়েছেন ! মায়ের পদধূলি এনেছ ?

চাঁপা। সব এনেছি। ব্যস্ত হয়ো না বাপু ! মা যা যা দিয়েছেন, সব একে একে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ঠাকুর রামকৃষ্ণের পায়ের ফুল, আমার খোঁপাতে গোঁজা আছে—খুলে নাও ! [মাথা হেঁট করিল]

নরেন। বাঃ ! ঠাকুরের ফুল এনেছ মাথায় করে—তুমি বাংলার লক্ষ্মী ! [গ্রহণ করিয়া মস্তকে ঠেকাইয়া পাগড়ীর মধ্যে গুঁজিয়া রাখিলেন]

চাঁপা। এই আঁচলে মা ভুবনেশ্বরীর পদধূলি এনেছি। মাথা হেঁট কর।

নরেন। তুমি কি বুদ্ধিমতী ! [মস্তক নত করিলেন]

চাঁপা। [মুষ্টিবদ্ধ অঞ্চল স্বামিজীর মস্তকে ও বক্ষে স্পর্শ করাইল] আর এই প্রদীপ—তিনদিন জ্বলেছে ঠাকুরের মন্দিরে ! বসো,—মা বলেছেন এর শিখার তাপ তোমার সর্বাংগে দিয়ে দিতে।

নরেন। [নতজানু হইয়া বসিলেন]

চাঁপা। [স্বামিজীর সর্বাংগে তাপ দিতে দিতে] বর্ম হয়ে থাকবে ; জলে ডুববে না, আগুনে পুড়বে না, তলোয়ার চূর্ণ হয়ে যাবে।

নরেন। [উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া] তুমি মহাশক্তিময়ী। তুমি এসেছ কলকাতা থেকে, গিরিশ ঘোষকে দেখনি ? তিনি এখনও আসেননি ?

চাঁপা। তাঁর সংগেই তো এলাম ; ওই তো তিনি আসছেন।

গিরিশচন্দ্রের প্রবেশ।

গিরিশ। এসেছি স্বামিজী! রামকৃষ্ণের শিষ্য চললো চিকাগো ধর্মসভায় পাঞ্চজন্য বাজাতে! ভৈরবের অবতার কি না এসে থাকতে পারে?

নরেন। পায়ের ধূলো দাও জি সি। মায়ের পায়ের ধূলো পেয়েছি, তোমার পায়ের ধূলো দাও। সাগর পারের পাথেয় নিয়ে যাই। [প্রণাম করিলেন]

গিরিশ। [চমকিয়া] একি! তোমার শরীরে বিদ্যুৎ খেলছে নাকি? আমায় ছিটকে ফেলে দিচ্ছিল।

নরেন। আমায় বিরাট শক্তি দিয়ে গেছেন ঠাকুর। সর্বদা মনে হচ্ছে—আমার শরীরে বিদ্যুৎ খেলছে! এত শক্তি দেহে জমেছে যে মনে হচ্ছে—একটা বিরাট কিছু না করতে পারলে আমি ফেটে যাবো।

গিরিশ। ছোট বীর, ছোট ত্যাগী, ওই বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত হয়ে জন্মভূমির মঙ্গল কামনায়! "অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ভারতকে কলংক হতে মুক্ত করে বিশ্বের শিরোদেশে তুলে ধরব"—এই ছিল ঠাকুরের জাগ্রত স্বপ্ন! সেই স্বপ্নের বুকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে শুরু হক তোমার জয়যাত্রা। তোমার কর্মপথ হোক পুষ্পময়। তোমার অন্তরের প্রেরণা হোক ভারতের কল্যাণ।

নরেন। বন্ধুগণ! তোমরা মানুষ হও—মানুষকে ভালবাস। সেই ভালবাসা থেকে উদ্ভুত হবে, দেশের প্রতি, ভারতমাতার প্রতি ভালবাসা। তোমাদের যারা পরাধীন করে রেখেছে, আইনের শেকলে হাত পা রসনা বেঁধে রেখেছে, তাদের ধ্বংস করবার শক্তি

সংগ্রহ কর। সেই শক্তি আসবে রক্ত স্রোতে ভেসে। আমার ভাই বোনেরা, যদি মুক্তি চাও, যদি স্বাধীন ভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে চাও, যদি অনাহারে মরতে না চাও, তবে রক্ত দাও। ভারত-মাতা রক্ত চান—বলি চান। সহস্র যুবার বলির রক্ত-সমুদ্রে ফুটে উঠবে, স্বাধীনতার রক্ত কমল।

[জাহাজের ঘণ্টা বাজিল]

নরেন। সময় সংক্ষেপ জি সি। বিদায় বন্ধুগণ! বিদায় ভগ্নি-গণ! প্রণাম শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ! প্রণাম আদ্যাশক্তিরূপিণী শ্রীশ্রীমা! প্রণাম জন্মভূমি! প্রণাম আমার গর্ভধারিণী মা ভুবনেশ্বরী! বিরাট আশা বুকে নিয়ে আমি আজ সাগরে পাড়ি দিলাম। আমায় শক্তি দাও, আমায় আশীর্বাদ কর। [মাথা নত করিলেন]

বিজলী ও চাঁপা। [শংখধ্বনি করিতে লাগিল]

গিরিশ। জয় রামকৃষ্ণের জয়।

সকলে। জয় রামকৃষ্ণের জয়।

গিরিশ। জয় স্বামী বিবেকানন্দের জয়।

সকলে। জয় স্বামী বিবেকানন্দের জয়।

[অগ্রে শংখধ্বনি করিতে করিতে বিজলী, চাঁপা, পরে স্বামিজী গিরিশচন্দ্র ও তৎপশ্চাতে সকলের প্রস্থান !

———

পঞ্চম অংক

প্রথম দৃশ্য

আমেরিকার চিকাগো ধর্মসভা

[ধর্মসভা হইতে মৃদু সংগীত ভাসিয়া আসিতেছে]

মার্গারেটের প্রবেশ।

মার্গারেট। **Who has come with the sweet song?** (হু হ্যাজ কাম উইথ দি সুইট সং?) মধুর সংগীত নিয়ে সুদূর ভারত থেকে কে এলো ধর্মসভায়? কে টেনে আনলো আমায়—লণ্ডন থেকে চিকাগো সহরে? একি স্বপ্নের মধ্যে তাঁর ক্রিয়া? বললে "তোমার সংগে আছে আমার আত্মার সংযোগ।" বললে, "তুমি বলে জান শুধু তোমার সুন্দর শরীরকে। সেই 'তুমি'কে বলি দিয়ে, তোমার ভিতরে আর একটা 'তুমি' আছে, সেই 'তুমিকে' আমার চাই বিশ্বের কল্যাণে।" বললে, "সেই তুমি, রক্তজবা। সাধারণে যে তোমাকে দেখে সেটা চীনা রংগিন কাগজের ফুল।" ভগবান! কখন দেখা পাবো নির্জনে? কখন বোঝাবে আমায়, আমি ফুটে আছি দুটো হয়ে? [হাতঘড়ি দেখিল] সময় হয়ে এসেছে। স্বপন, তুই চুপি চুপি আমার চোখে আয়, আমি যেন ভুল না করি। চোখের পাতা না খুলেও যেন দেখি, তোর মধ্যে তাঁর বিকাশ—শুধু তাঁরই বিকাশ। [অন্তরালে গেল]

দৃশ্যান্তর

[ব্রাউন মার্গারেট প্রভৃতি যাত্রার আসরের বাহিরে দর্শকদের মধ্যে বসিয়া বক্তৃতা শুনিতেছেন]

ডাঃ ব্যারোজ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রবেশ।

[স্বামিজীর দেহে উজ্জল লোহিত রংএর রেশমী আংরাখা। মাথায় গৈরিক রংএর প্রকাণ্ড রেশমী উষ্ণিষ]

ব্যারোজ। আপনাকে বহু সময় দেওয়া হয়েছে। সকল ধর্মের বক্তাদের বক্তব্য শেষ হয়েছে। আপনাকে আর সময় দেওয়া সম্ভব নয়। এবার আপনার বক্তব্য আরম্ভ করুন।

নরেন। এইবার আমি বলবো! জয় রামকৃষ্ণ! [রামকৃষ্ণের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন]

[অদূরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দিব্য মূর্তিতে দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতেছেন দেখা গেল]

নরেন। **Brothers and sisters of America**! (ব্রাদার্স এ্যাণ্ড সিষ্টার্স অফ আমেরিকা।)

[দর্শকদের মধ্যে করতালি ও হর্ষধ্বনি]

ব্যারোজ। **Very good**! (ভেরী গুড) সকলেই সম্বোধন করলেন, **"Ladies and gentlemen."** (লেডিজ এ্যাণ্ড জেণ্টেলম্যান) নিতান্ত-মামুলী। আপনার সম্বোধনের মধ্যে প্রাণ আছে। আপনি দাঁড়িয়েছেন যেন পরমাত্মীয় রূপে। বলুন—[উপবেশন]

নরেন। হে আমার আমেরিকাবাসী ভাই ভগিনীগণ! আমি এসেছি সেই ধর্মের প্রতিনিধি রূপে,—যে ধর্ম হতে প্রসূত হয়েছে

খৃষ্ট, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, ইসলাম প্রভৃতি বিশ্বের যাবতীয় ধর্ম। আমি প্রাচীন ভারতের সেই সনাতন হিন্দুধর্মের মুখ-স্বরূপ হয়ে অন্তরের সহিত আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি।

[দর্শকদের মধ্যে বিপুল করতালি ও হর্ষধ্বনি]

নরেন। যে ধর্ম চিরদিন বিশ্ব জগতের সম্মুখে অংকিত করে আসছে সাম্যের ছবি, প্রেরণা দিয়েছে সত্যের সন্ধানে ভিন্ন পথ, ভিন্ন মত; আমি সেই ধর্মের সেবক। যে ধর্ম অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত ভিন্ন-ধর্মীদের বুক দিয়ে রক্ষা করে আসছে, আমার ধমনীতে সেই সনাতন হিন্দুধর্মের রক্ত।

ব্রাউন। [দর্শকদের মধ্য হইতে উচ্চৈস্বরে বলিল] কি বাজে বকছেন মশাই।

অন্যশ্রোতা। শুনতে দিন না মশাই! আপনার ভাল না লাগে উঠে যান।

স্বামিজী। আমরা সকল ধর্মাবলম্বীকে দেখি সমদৃষ্টিতে। আমরা বিশ্বাস করি সকল ধর্মকে সত্য বলে, ঈশ্বর লাভের যোগসূত্র জ্ঞানে।

ব্যারোজ। [উঠিয়া] আপনার শাস্ত্রীয় প্রমাণ?

স্বামিজী। আমাদের ঋগ্বেদের মধ্যে স্বর্ণাক্ষরে শোভা পাচ্ছে সেই অমর অক্ষয় মন্ত্র—"তোমাদের সংকল্প এক হোক, হৃদয় এক হোক, তোমরা সকলে এক হও।" ভারতের সেই অমর সংগীতের সুর বহন করে এনেছি আমি; একজন ভারতবাসী। হে আমার পাশ্চাত্যের বন্ধুগণ! হিংসা, দ্বেষ, মারামারি কাটাকাটিতে পৃথিবীতে রক্তের সমুদ্র সৃষ্টি হয়েছে। দুর্বলকে হত্যা করে, সম্পদ লাভের অভিযান তোমরা করে আসছো বহুদিন ধরে। তাতে রচিত

হয়নি কুসুমখচিত কল্যাণের পথ, তাতে সৃষ্টি হয়েছে কদর্যতা ; মানুষ হয়েছে কুৎসিত। সারা বিশ্ব চিৎকার করছে, পরিত্রাহি! পরিত্রাহি! রক্তচক্ষু সংযত কর! দম্ভ অহংকার দমন কর। পৃথিবী আর সহ্য করতে পারছে না। কাতর নয়নে সে চাইছে প্রেম, চাইছে প্রীতি। ছুরি তরবারি ভেংগে ফেল! আগ্নেয় অস্ত্র সমুদ্রে নিক্ষেপ কর। হিন্দুর বেদ বলছে, 'মংগল শংখে বিশ্বকে আহ্বান করে বল, বুকে আয়—বুকে আয়। দেব তোকে স্নেহের চুম্বন, ব্যথায় অশ্রুর প্রলেপ। শোনাব অন্তরে অন্তর মিলনের গান।"

মার্গারেট প্রভৃতি। [দর্শকদের মধ্য হইতে] **Cheer up**! **Cheer up**! (চিয়ার আপ! চিয়ার আপ) [করতালি]

ব্যারোজ। [উঠিয়া] কিন্তু হিন্দুধর্মে বিগ্রহ পূজা কু-সংস্কারে ভরা পাপ।

স্বামিজী। পাপ! বিগ্রহ পূজা পাপ? বাল্য অবস্থা থেকে যৌবন প্রাপ্তি কি পাপ? বাল্য যেমন যৌবনের জন্মদাতা, তেমনি হিন্দুর মূর্তিপূজা ব্রহ্মলাভের পথ প্রদর্শক। ঈশ্বর সর্বব্যাপী। সাধক বিগ্রহ সম্মুখে রেখে সাধনা করে, মনে জ্ঞানে ধারণা নিয়ে, ওই বিগ্রহ মধ্যেই আছেন ঈশ্বর। সাধক যখন ধাপে ধাপে সাধনার শিখরে উঠেন, মিলিয়ে যায় মূর্তি, নিজ আত্মা পরমাত্মার মাঝে মিলিয়ে যায় বিগ্রহ। যেমন দিনের পর সন্ধ্যা আসে, দৃষ্ট হয় জ্যোতিঃ, তেমন অন্তরে ফুটে উঠে জ্ঞানের সূর্য, তখন চক্ষু স্থির, পূজার মন্ত্র নীরব। বলুন আপনারা, যা সোপানের মত বুক পেতে সত্যের শিখরে পৌঁছে দেয়, তা কি পাপ?

মার্গারেট। [দর্শকদের মধ্য হইতে] কখনও না—কখনও না!

নরেন। হে খৃষ্টানগণ! তোমরা বল মানুষ মাত্রেই পাপী! কিন্তু হিন্দুধর্ম বলে "অমৃতস্য পুত্রাঃ" মানুষ অমৃতের অধিকারী।

ব্রাউন। [দর্শকদের মধ্যে দাঁড়াইয়া] ছিঃ ছিঃ ছিঃ! সকল মানুষই অমৃতের অধিকারী? চোর, ডাকাত, গুণ্ডা সবাই অমৃতের অধিকারী? যতসব বাজে কথা!

জনৈক শ্রোতা। [দর্শকদের মধ্য হইতে] থামুন—থামুন। শুনতে দিন!

নরেন। মানুষ কাকে বল? তুমি কে? ওই দেহ তুমি? না—না, তোমার দেহ কেউ নয়, দেহ মধ্যস্থ আত্মাই তুমি।

মার্গারেট। [ব্যস্তভাবে উঠিয়া] একি নূতন কথা বলছেন আপনি? দেহের মধ্যে আত্মা আছে, সেই আত্মাই প্রকৃত আমি; আমার হাত-পা-চোখ-মুখ সমন্বিত দেহ, সেটা কিছু নয়? একেবারে মূল্যহীন?

নরেন। না—দেহ কিছু নয়; তার কোন মূল্য নেই। আমার বেদ বলে, ব্যাধিতে দেহের নাশ হবে; কিন্তু আত্মা প্রকৃত "আমি" অমর—অক্ষয়; তার বিনাশ নেই!

মার্গারেট। সন্ন্যাসী! এই আপনার ধর্ম? আপনার মমতা হবে না, কান্না আসবে না এই জড়দেহের পতন-মুহূর্তে?

নরেন। না ভগিনী। কেন কাঁদবো? আমাদের গীতা বলেছেন—অস্ত্রশস্ত্র তাকে ছেদন করতে পারে না, আগুন তাকে দাহ করতে পারে না, জলে তাপে কিছুতেই লয় পায় না। এ দেহ ত্যাগ অর্থাৎ সাপের খোলস ত্যাগ। মানবের জীর্ণদেহ ফেলে আত্মা গ্রহণ করে নব দেহ।

মার্গারেট। আছে—আছে; আমার অন্তরের অতল তল থেকে

ধ্বনিত হচ্ছে, এই দেহের বহু উর্ধ্বে এক অমূল্য রত্ন আছে, সে আত্মা !' কিন্তু একি নববার্তা জড়বাদী এই পাশ্চাত্যের কানে ? সুখ আনন্দ সম্ভোগপুষ্ট—যারা দেহকেই ভাবে যথাসর্বস্ব, সেই পাশ্চাত্যের উপর একি আলোক সম্পাত ? বলুন—বলুন আপনি ! চৈতন্যের দীপ জ্বলে উঠুক পাশ্চাত্যের প্রাণে !

নরেন। আত্মাকে চিনতে শেখো, তাহলেই তুমি জানতে পারবে তোমাকে। আত্মার উক্তি—আত্মার উপরে বিরাজমান পরমাত্মা। আত্মা পরমাত্মায় মিলিত হলে সেখানে তুমি ও ঈশ্বর এক। সেই এক ঈশ্বর সর্বজীবের মধ্যে বিরাজমান। তবে কেন বিবাদ, কেন সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা ? আমার গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাণী—"যত্র জীব—তত্র শিব"। তবে তোমাতে আমাতে কেন কাটাকাটি ? তাই তো আমার ধর্ম দুহাত বাড়িয়ে ডাকে—আয় ওরে অমৃতের সন্তান ! নদী যেমন ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে একই মহাসাগরে মিলিত হয়,—আমরাও হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান স্বীয় ধর্মের উজ্জ্বল আলোক-রেখা ধরে পরস্পর আলিংগনে আবদ্ধ হয়ে চলে যাই সেই পরব্রহ্মে।

[সভা শেষের সংকেত ধ্বনি হইল]

ব্যারেজ। আজকের মত সভা ভংগ হবে। আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

নরেন। আমার বক্তব্য শেষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণা উপলব্ধিতে আমেরিকাবাসী ভাই-ভগিনীর প্রতি নিবেদন করছি—আমার সংগে একমত হও, বল—করবো না রণ, হবো সহায় ; বিনাশ, ধ্বংস হবে না—এই আমাদের সংকল্প। আমাদের চেতনার মূলে অবিরত জাগবে বরণ মিলন শান্তি !

মার্গারেট। [দর্শকদের মধ্য হইতে স্বামিজীর নিকটে আসিয়া] শান্তি! শান্তির বাণী বহন করে এনেছেন ভারতীয় সন্ন্যাসী! পাশ্চাত্যের আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন স্বামিজী!

[বিপুল হর্ষধ্বনি সহকারে সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সিমুলিয়া দত্তবাটি

উদ্বিগ্ন ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ।

ভুবনেশ্বরী। আমার বিলে আমেরিকার চিকাগো ধর্মসভায় গেছে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হয়ে, সুপ্ত হিন্দুধর্মের জ্বলন্ত ছবি পাশ্চাত্য জগতের বুকে এঁকে দিতে! [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] কিন্তু সে গেছে বিনা নিমন্ত্রণে। দুর্ভাগ্য ভারতের! এই প্রাচীন ধর্মের ডাক পড়লো না, যেখানে সমবেত হয়েছে পৃথিবীর সকল ধর্মের প্রতিনিধি। পাশ্চাত্য জগত এবার বুঝবে, হিন্দুর দেশে—ভারতের ভাণ্ডারে যা আছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী দুহাতে বিতরণ করলেও তার ভাণ্ডার থাকবে পরিপূর্ণ।

বংগবাসী পত্রিকা হস্তে ঘনশ্যামের প্রবেশ।

ঘনশ্যাম। দুহাতে বিতরণ করতে গিয়ে আপনার সন্ন্যাসী-পুত্রের হাত-পা ভাংগা যায়নি—এই আপনার বরাতজোর। [বংগবাসী

পত্রিকা খুলিয়া] এই দেখুন, আপনার পুত্রের সম্বন্ধে বংগবাসীতে কি লিখেছে !

ভুবনেশ্বরী। [কৌতূহলে] কি লিখেছে বংগবাসী ?

ঘনশ্যাম। শুনুন ! আমেরিকার সংবাদদাতা জানাচ্ছে—"ভারত থেকে কে একজন হিন্দু-সন্ন্যাসী এসেছে চিকাগো ধর্মসভায় বক্তৃতা দিতে। তার না আছে জাতি, না আছে বংশ পরিচয়, সমাজচ্যুত এক নগণ্য ব্যক্তি !

ভুবনেশ্বরী। মিছে কথা—মিছে কথা। রামকৃষ্ণের মানসপুত্র সমাজচ্যুত—নগণ্য !

ঘনশ্যাম। শুনুন তারপর। সন্ন্যাসী বিগ্রহ পূজার যা ব্যাখ্যা করেছেন, একেবারে বাজে—পাগলের প্রলাপ ! তার খাওয়া থাকার কোন বিচার নেই। সন্ধ্যার পর তার বাসায় চলে রূপ-ব্যবসায়িনীদের নাচগান—

ভুবনেশ্বরী। [কানে হাত চাপা দিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন]

ঘনশ্যাম। আর তাকে ঘিরে থাকে কলুষিত চরিত্রের তরুণীর দল।

ভুবনেশ্বরী। ষড়যন্ত্র—চক্রান্ত ! আমি শুনবো না—আমি ওসব শুনবো না !

ইংরাজী পত্রিকা হস্তে গিরিশ ঘোষের প্রবেশ।

গিরিশ। শুনবো না বললে কি চলে মা ? তোমার ছেলের কাজ চোখে দেখতে পেলে না, কানে তো শুনতে হবে।

ঘনশ্যাম। মা-ঠান বিশ্বাস করেন না, এই দেখুন না বংগবাসী কি লিখেছে—

গিরিশ। আপনিও দেখুন, নিউইয়র্কের হেরাল্ড কি লিখেছে।

ভুবনেশ্বরী! [আগ্রহে] কি লিখেছে হেরাল্ড?

গিরিশ। [কাগজ খুলিয়া] "স্বামিজীর বক্তৃতা শুনে মনে হয়, ভারতে 'খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য পাদরী পাঠানো মূঢ়তা! ধর্মজগতে ভারতের ভাণ্ডারে যা আছে, ভারতই দান করতে পারে সমস্ত জগতকে। স্বামিজী এসেছেন তাঁর হৃদয় ভাণ্ডার পূর্ণ করে, জড়বাদী পাশ্চাত্য জাতিকে উর্ধ্বলোকের সন্ধান দিতে। দলে দলে পাশ্চাত্য দেশবাসী তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ছে, তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করছে। আমেরিকা লণ্ডনের আকাশ বাতাস স্বামিজীর জয়গানে ভরে গেছে"।

ভুবনেশ্বরী। [উদ্দেশ্যে] ওগো শুনছো, বিলে পাশ্চাত্য জয় করেছে—সারা পাশ্চাত্য দেশ বিলের পায়ে লুটিয়ে পড়েছে! [আকুল ভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন]

ঘনশ্যাম। তবে যে বংগবাসী লিখেছে—

গিরিশ। বংগবাসী কি লিখেছে? আপনার মনিবের দল ভাল পূজো দিয়ে বংগবাসীকে লিখিয়েছে। আপনার মনিব বাড়ীভাড়ার মামলায় দাঁড়িয়ে হেরেছেন। আজ নরেনের বিরুদ্ধে তার মায়ের কাছে যে নালিশ পাঠিয়েছেন, তাতে নরেনের মা নীরব থাকলেও, বিশ্বের মানুষ ধিক্কারে ধিক্কারে আপনাদের মাটির সংগে মিশিয়ে দেবে।

ঘনশ্যাম। যতসব আকাট মূর্খের সংবাদ, হেরাল্ড যত বাজে কথা ছেপেছে। দুদিন বাদে দেখবো—আপনাদের মুখ কোথায় থাকে।

[প্রস্থান।

গিরিশ। মাগো! তোমার এতটুকু বিলে আজ বিশ্বম্ভর হয়ে

ফিরে আসছে। ঠাকুরঘরে প্রদীপ জেলে রাখ। বাড়ীর দরজা দিবা-রাত্র উন্মুক্ত করে রাখ। বিশ্বম্ভরকে কোলে নেবার মত মাতৃঅংক প্রসারিত করে রাখ!

[পদধূলি লইয়া প্রস্থান।

ভুবনেশ্বরী। [উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন] ওরে বিলে, তুই ফিরে আয়, তুই ফিরে আয়! প্রদীপ জ্বলছে ঘরে! ওরে, পুষ্পবৃষ্টি শিরে নিয়ে তুই ফিরে আয় তোর আপন ঘরে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

লণ্ডন শহর—নদীতীর

জনৈকা ইংরেজ তরুণীর প্রবেশ।

তরুণী। [দূরে স্বামিজীকে দেখিয়া কুৎসিত নৃত্য শুরু করিল]

নরেনের প্রবেশ।

নরেন। [গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইলেন]

তরুণী। [নৃত্য শেষে] ফুল নেবে সন্ন্যাসী—ফুল?

নরেন। দাও মা ফুল! আমি চন্দন মাখিয়ে ঈশ্বরের চরণে তুলে দেবো।

তরুণী। কি বললে সন্ন্যাসী?

নরেন। ফুলে দেবতা তুষ্ট হয় মা!

তরুণী। [নিজেকে দেখাইয়া] এই ফুলে ?

নরেন। হ্যাঁ, ওই ফুলেও। ফুল মাত্রেই পবিত্র, ঈশ্বরের পায়ে পড়বার যোগ্য।

তরুণী। [চোখ ছলছল করিতে লাগিল]

নরেন। আহা, কত ব্যথা অন্তর জুড়ে। এই বৃত্তিতে জীবনে কোন সুখ কি পেয়েছ তুমি ? আত্মার বাসাঘর ওই দেহ! তাই দেহের পবিত্রতা রক্ষা করতে হয় মন্দিরের শুচিতার মত। যৌবন গেলে দাঁড়াবে কোথায় ? নারীদেহের পবিত্রতা—আত্মার পূর্ণ আনন্দ, কোথায় বিলিয়ে দিয়েছ মা ?

তরুণী। আমি পাপী—আমি মহাপাপী। [স্বামিজীর পদতলে পড়িল]

নরেন। না, তুমি অমৃতের সন্তান!

তরুণী। আমি অশুচি।

নরেন। না, তুমি মহাশক্তির অংশময়ী! [হাত ধরিয়া তরুণীকে তুলিলেন] ওঠ মা!

তরুণী। [চমকাইয়া উঠিল] একি স্পর্শ ? আমি কে ? আমি কোথায় ?

নরেন। তুমি বিশ্বজননীর অংশময়ী! এসেছ আত্মার পূজা-শিক্ষায়।

তরুণী। [স্বামিজীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া কাঁদিয়া উঠিল] আমি পতিতা—আমি পতিতা।

নরেন। তোমার অন্তর সমুদ্র মন্থন করে নারীপ্রতিভাকে জাগিয়ে তোল। ঈশ্বর দূরে থাকবে না। শুনতে পাবে অন্তর থেকে কে বলছে—মাভৈঃ। মাভৈঃ।

তরুণী। [মনের পরিবর্তন হইল] আমি বিশ্বজননীর অংশময়ী। তুমি আমার ঈশ্বর, তুমি আমার গুরু! আমি প্রতিটি মুহূর্ত জপ করবো তোমার দেওয়া মন্ত্র—মাভৈঃ! মাভৈঃ! মাভৈঃ!

[স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

মার্গারেটের প্রবেশ।

মার্গারেট। কে এসেছিল স্বামিজী?

নরেন। মহাশক্তির ছায়া।

মার্গারেট। না-না, আমি চিনি ওদের—লণ্ডনে রূপের কেনা-বেচা করে! এসেছিল নিশ্চয়ই আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে।

নরেন। দূর পাগলী! ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন—মা আমার লীলাময়ী। সেই লীলাময়ীর একটি অংশ সন্তানকে পরীক্ষা করতে এসেছিল।

মার্গারেট। স্বামিজী!

নরেন। ভুল করেছো মার্গারেট! পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে বুকে তুলে নাও। কি শিখলে এতদিন? এ দেহটা তুমি নও, আত্মা তুমি।

মার্গারেট। স্বামিজী! আপনি যে বলেন—ইহজগতের পরপারে অধ্যাত্ম জগত আছে, যেখানে থাকে না লিপ্সা, আকাংখা, দুঃখ, সুখ—সে জগতে কেমন করে উঠবো? আমার আত্মার সংগে পরমাত্মার কেমন করে মিলন হবে—বলে দিন উপলব্ধির মন্ত্র! আমার মন বড় অশান্ত!

নরেন। নির্ভয় মার্গারেট! আমি তোমার অশান্ত মনে এনে দেবো শান্তির ধারা! জ্ঞান পিপাসায় তুমি হও শান্ত—তৃপ্ত। যেমন

শিখছো ঠিক সেইভাবে পূর্ণ সংযমে, পরম নিষ্ঠায় এগিয়ে চলো সাধনার দিকে।

মার্গারেট। [সশংকোচে] স্বামিজী!

নরেন। বল।

মার্গারেট। [দ্বিধা করিয়া] একটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া কুমারী আপনার মহৎ গুণে আকৃষ্টা হয়ে আপনাকে বিবাহ করতে চায়।

নরেন। আমি যে সন্ন্যাসী! জগতের সকল নারী আমার মা! তুমি একথা তাকে জানিয়ে দিও।

মার্গারেট। [নতমুখে] স্বামিজী!

নরেন। বল, মুখ তোল! কাছে এসো।

মার্গারেট। [স্বামিজীর নিকটে গেল]

নরেন। [মার্গারেটের হাত ধরিয়া] আমি তোমার অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি মার্গারেট! তুমি তোমার গুরুতে বিলিয়ে দিয়েছ সব—নিজের বলতে রাখনি কিছুই। মার্গারেট! আমার জন্মভূমি গরীব! সেখানকার মেয়েরা সামাজিক কুসংস্কারে পড়ে আছে অন্ধকারে। ভারতের প্রয়োজনে তোমায় বিলিয়ে দিতে হবে, পারবে?

মার্গারেট। পারবো। আপনি যখন ভারতের কথা বলেন, আমার মনে হয়—ভারত যেন আমার কত স্মৃতিতে ঘেরা। আমি নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে আকুল প্রাণে করবো ভারতের সেবা—কল্যাণের কাজ।

নরেন। তোমায় ভুলে যেতে হবে তুমি ইংরেজ, তুমি ধনীর কন্যা, বিদুষী। মনে প্রাণে হতে হবে তোমায় হিন্দু।

মার্গারেট। হবো আমি হিন্দু। ভুলে যাব আমি অতীতের

আমাকে। আমার পরিচয় হবে শুধু স্বামিজীর শিষ্যা, ভারতের সেবিকা।

নরেন। চোখ মুদে রসনা অন্তর এক করে—নিবেদন কর নিজেকে।

মার্গারেট। [পূর্ণ ভাবাবেশে] আমার আত্মা সাক্ষ্য, ঈশ্বর সাক্ষ্য, আমি নিবেদন করলাম নিজেকে স্বামিজীর চরণে—ভারতের সেবার ভার নিয়ে। [স্বামিজীর চরণতলে উপবেশন]

নরেন। [হাত ধরিয়া তুলিলেন] আমি তোমায় গ্রহণ করলাম মানস কন্যারূপে। তুমি দুঃস্থ মানব সেবায় নিবেদন করলে নিজেকে, আজ হতে বিশ্বের ভাষা ডাকবে তোমায়—ভগিনী নিবেদিতা নামে।

মার্গারেট। [স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে বলিল] ভগিনী নিবেদিতা! আমি ভগিনী নিবেদিতা!

[স্বামিজীর হাত ধরিয়া প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য

কলিকাতা রায়বাহাদুরের বাটি—স্বামিজীর অভ্যর্থনা সভা

[নেপথ্যে ধ্বনিত হইতেছে—"জয় স্বামী বিবেকানন্দের জয়"]

পুষ্পমাল্য হস্তে গিরিশ ঘোষের প্রবেশ।

গিরিশ। চার বছর ধরে ইউরোপ আমেরিকা পাশ্চাত্য দেশে বেদান্তের বীজ ছড়িয়ে স্বামিজী ফিরে আসছেন জন্মভূমির কোলে। শিয়ালদা থেকে বাগবাজার আসতে এত দেরী কেন? আমি যে বিজয়ী বীরকে অভ্যর্থনা করবার জন্য মালা হাতে দাঁড়িয়ে আছি। ওরে, আমার যে আর বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না।

সদানন্দের প্রবেশ।

সদানন্দ। স্বামিজীর গাড়ীর ঘোড়া খুলে দিয়ে স্কুল-কলেজের ছেলেরা গাড়ী টেনে আনছে। সার্কুলার রোডে রাস্তায় ছেলেরা আনন্দে গড়াগড়ি দিচ্ছে। ছাদ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। ঐ ধীরে ধীরে শোভাযাত্রা এগিয়ে আসছে।

[চতুর্দিকে শংখধ্বনি হইতেছিল]

শোভাযাত্রা সহকারে স্বামিজীকে লইয়া হরলাল, বিজলী ও চাঁপার প্রবেশ।

হরলাল। জয় স্বামিজীর জয়।

সকলে। জয় স্বামিজীর জয়।

গিরিশ। স্বামী বিবেকানন্দ! স্বাগতম—স্বাগতম! গ্রহণ কর

প্রীতিচন্দনে মাখা এই জয়মাল্য! [স্বামিজীর গলায় জয়মাল্য পরাইয়া দিলেন]

নরেন। [গিরিশ ঘোষকে প্রণাম করিয়া] আমি স্বামিজী হয়ে আসিনি জি সি। আমি তোমার দেশের ছেলে—মা ভুবনেশ্বরীর আদরের বিলে। আমি ফিরে এসেছি আমার জন্মভূমির বুকে। আমি কলকাতার মাটিতে গড়াগড়ি দিই! তোমরা আমার গায়ে ধূলোবালি মাখিয়ে দাও। তোমাদের কাছে আমি স্বামিজী নই—সন্ন্যাসী নই, আমি তোমাদের সেই নরেন।

আলুথালু বেশে দ্রুত ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ।

ভুবনেশ্বরী। কই রে, আমার নরেন কই? আমার স্বামিজী কই?

নরেন। [ভুবনেশ্বরীর বক্ষে মাথা রাখিলেন] মা-মা! আমি তোমার কোলে ফিরে এসেছি মা!

ভুবনেশ্বরী। ওরে, আমি যে চোখের জলে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তুই স্বামিজী হয়েছিস—তুই প্রতীচ্য বিজয়ী হয়ে ফিরে এসেছিস?

নরেন। মা-মা, আমি তোমার বিলে—তোমার বিলে।

ভুবনেশ্বরী। আঃ! আমার বিলে—আমার বিলে। একদিন পিতৃহীন হয়ে এক মুষ্টি অন্নের জন্য ঘুরে বেড়িয়েছিস পথে পথে। জ্ঞাতিকূল তোকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল চিরতরে; সেই তুই? তোর গাড়ী টেনে আনে কলকাতার মানুষে? তোর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বিশ্বের মানব? [উদ্দেশ্যে] ওগো, তুমি দেখছো—তুমি দেখছো?

নরেন। তোমার আশীর্বাদ মা! ঠাকুর রামকৃষ্ণের আশীর্বাদ—"নরেন জগত মাতাবে"।

ভুবনেশ্বরী। বেঁচে থাক—বেঁচে থাক!

নরেন। কলিকাতাবাসী আমার বন্ধুগণ! আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হও। তোমরা ওঠ, জাগো, শক্তির আরাধনা কর! জীবন কর সংগ্রামশীল, অনন্ত কাজ পড়ে আছে তোমাদের সামনে। হারিয়ে ফেলেছ নিজ সত্ত্বাকে। বল, আমরা হীন নই! তরবারির পরিবর্তে ধরবো তরবারি—গোলার উত্তরে ছুঁড়বো গোলা! বন্দুকের সম্মুখে আমরা ধরবো কামান! [অগ্রসর]

গিরিশ। কোথায় চলেছ স্বামিজী?

নরেন। ঠাকুরের নির্দেশিত পথে চলেছি জি সি। চাই জাতির মুক্তি! ওই রামকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য ঘোষণা করছে—[কর্নেট বাজিয়া উঠিবে] অদূরে দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র—ভারতের মুক্তি যজ্ঞ। সেই যজ্ঞে ইন্ধন জোগাতে আমি গড়েছি একজনকে পাশ্চাত্য দেশে। সে আসছে।

গিরিশ। কে সে?

শাড়ী পরিহিতা নিবেদিতার প্রবেশ।

নিবেদিতা। আমি। ভগিনী নিবেদিতা। আমার গুরু স্বামিজীর প্রেরণায় আমি উৎসর্গ করেছি নিজেকে ভারতের সেবায়।

নরেন। চাঁপা! বিজলী! দুজনে হাত ধর তোমাদের নবাগতা ভগিনী নিবেদিতার।

বিজলী, চাঁপা। এস বোন!

বিজলী। তুমি আমাদের গড়ে তোল দিদি—তোমার আদর্শে।

নিবেদিতা। আমি তোমাদের হাত ধরে দুঃস্থ মানবের করবো সেবা, কঠোর পরিশ্রমে নারীদের চেনাবো নিজের সত্তা! তার জন্য অনশন লাঞ্ছনা অপমানকে করবো অংগের ভূষণ। অদূরে ভারতের অগ্নিযুগ! সারাভারত জুড়ে আমরা গাইবো অগ্নিবীণার গান। সেইদিন সার্থক হবে ভারত-সেবিকা ভগিনী নিবেদিতার প্রাণ।

নরেন। সেই প্রয়োজনে আমরা দেশে দেশে গড়ে তুলবো বিরাট সংঘ, সেবামন্দির, শিক্ষালয়—নাম হবে "রামকৃষ্ণ মিশন"। সেখান থেকে আমরা প্রচার করবো মানুষ গড়া ধর্ম। মনে রাখতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দেশের একটি কুকুরও অভুক্ত থাকবে, তাকে আহার যোগানই হবে সবচেয়ে বড় ধর্ম। মনে রেখো বন্ধুগণ! কর্মহীন পূজা মূল্যহীন। ভগবান রামকৃষ্ণের পূজায় চাই ত্যাগের পুষ্প—আর মানব কল্যাণের উপকরণ।

বিজলী। [নিবেদিতা ও চাঁপাকে দুই পার্শ্বে লইয়া] পূজা কর পূজারী! আমরা তিন বোন তোমার পূজার ফুল হয়ে পড়বো তোমার দেবতার পায়ে! আমবা শুকিয়ে ফেলবো নিজেদের নিঃশেষে, এতটুকু আর্তনাদ শুনতে পাবে না! [তিনজনে স্বামিজীর পদতলে বসিল]

গিরিশ। [হরলাল ও সদানন্দকে দুই পার্শ্বে লইয়া] পুরোহিত, খড়্গ ধর! আমরা তিন ভাই তোমার মানব কল্যাণ পূজায়— দেব আত্ম বলিদান। [তিনজনে স্বামিজীর সম্মুখে নতজানু হইলেন]

নরেন। [আনন্দে সারা মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইল। করজোড়ে মুদিত নয়নে বলিলেন] ঠাকুর!

ভুবনেশ্বরী ! বাঃ ! চমৎকার ! আমি রইলাম পূজা মন্দিরের দ্বারে চেতনার দৃষ্টি নিয়ে জাগ্রত প্রহরী। বিশ্ব সংসার ! তন্ময় চিত্তে দেখে নাও, ত্যাগের পুষ্প—আর আত্ম বলিদানের খড়্গ হাতে মানব কল্যাণ পূজায় ব্রতী হয়েছে রামকৃষ্ণের মানস সন্তান—"স্বামী বিবেকানন্দ"।



শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি, প্রণীত নাটকাবলী

বঙ্গবীর (ঐতিহাসিক নাটক) গণেশ অপেরায় অভিনীত। ৩৲
প্রবীরার্জ্জুন (পৌরাণিক নাটক) গণেশ অপেরায় অভিনীত। ৩৲
লীলাবসান (পৌরাণিক নাটক) গণেশ অপেরায় অভিনীত। ৩৲
রক্ত-তিলক (ঐতিহাসিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। ২৲
চাঁদের মেয়ে (ঐতিহাসিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। ৩৲
বাঁশের বাঁশী (কাল্পনিক নাটক) রঞ্জন অপেরায় অভিনীত। ২৲
রাজলক্ষ্মী (পৌরাণিক নাটক) গণেশ অপেরায় অভিনীত। ২৲
সারথি (পৌরাণিক নাটক) নিউ গণেশ অপেরায় অভিনীত। ৩৲
স্বামীর ঘর (দেশাত্মবোধক নাটক) প্রভাস অপেরায় অভিঃ। ৩৲
সমাজের বলি (কাল্পনিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। ২৲
রাজ-নন্দিনী (কাল্পনিক নাটক) রঞ্জন অপেরায় অভিনীত। ২৲
মায়ের ডাক (রূপক নাটক) প্রভাস অপেরায় অভিনীত। ৩৲
দেবতার গ্রাস (পৌরাণিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। ৩৲
রাজ-সন্ন্যাসী (ঐতিহাসিক নাটক) বিশ্বগ্রাম নট্ট কোংতে „। ৩৲
স্বর্ণলঙ্কা (পৌরাণিক নাটক) বাণী নাট্য-সমাজে অভিনীত। ৩৲
ভক্ত-কবি জয়দেব (ঐতিহাসিক নাটক) নট্টকোংতে অভিঃ। ৩৲
দানবীর (পৌরাণিক নাটক) ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত। ৩৲
প্রতিশোধ (কবিতার নাট্যরূপ) নট্ট কোংতে অভিনীত। ২৲
চাষার ছেলে (ঐতিহাসিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। ৩৲
গন্ধর্ব্বের মেয়ে (পৌরাণিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। ৩৲
গাঁয়ের মেয়ে (ঐতিহাসিক নাটক) সত্যনারায়ণ অপেরায় „। ৩৲
ভারত-তীর্থ (কাল্পনিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। ৩৲
বিচারক (ঐতিহাসিক নাটক) রঞ্জন অপেরায় অভিনীত। ২৲
কুরুক্ষেত্রের আগে (পৌরাণিক নাটক) নট্টকোংতে অভিঃ। ৩৲
ভক্তের ডাক (পৌরাণিক নাটক) নিউ গণেশ অপেরায় „। ৩৲